মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

ষষ্ঠ ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতেউদ্দীন,
ইমামুলহুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত—

জেলা উত্তর ২৪পরগণা বসিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির
মুবাহিছ ও ফকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা—

মোঃ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্র

মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল মুল্য—৩৫.০০ টাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ☆

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام صلے رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين ☆

মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

ষষ্ঠ ভাগ

১৬৫৮। প্রঃ—কেহ কেহ বলে, জীবন বাঁচান ফরজ, উহার জন্য শেরক করা যায় কি না?

উঃ—হজরত বলিয়াছেন :—

لا تشرك بالله و ان قتلت او حرقت ☆

"যদি কেহ তোমাকে হত্যা কিম্বা দগ্ধীভূত করিয়া ফেলে, তবুও তুমি শেরক করিও না।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, জীবন রক্ষার জন্য শেরক করা জায়েজ নহে।

১৬৫৯। প্রঃ—খোয়াড়ের গরু ছাগল ইত্যাদি নীলাম ডাকিয়া লইয়া খাওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ, ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়া, ২।১১৩ পৃষ্ঠা।

১৬৬০। প্রঃ—বিল, খাল ও নদী প্রভৃতি কোন ধীবরের জমা অধীনে থাকিলে, তাহার মৎস্য ধরিয়া খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—এস্থলে কয়েকটি মছলা বুঝিতে হইবে। পুষ্করিণীর মৎস্যের

মছলা এই যে—(১) যদি কেহ মৎস্য ধরিয়া কিম্বা ক্রয় করিয়া পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেয়, তবে উক্ত মৎস্য এবং উহার বাচ্চাগুলি তাহার অধিকারভূক্ত হবে। এক্ষেত্রে অন্য কেহই তাহার বিনা অনুমতিতে উক্ত মৎস্য ধরিলে, নাজায়েজ হইবে।

(২) যদি সে মৎস্য ধরিয়া কিম্বা খরিদ করিয়া নিজের পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেয় নাই, কিন্তু উহার মধ্যে মৎস্য প্রবেশ করার জন্য একটি নালা কাটিয়া দিয়াছে, কিম্বা উহার মধ্যে গাছের শাখা প্রশাখা স্থাপন করিয়াছে, কিম্বা মৎস্য প্রবেশ করার পরে উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, এই ক্ষেত্রে সে উহার মালিক হইবে।

(৩) উপরোক্ত দুই প্রকারের মধ্যে সে কোনটাই করে নাই, বরং আপনা আপনি উহার মধ্যে মৎস্য পয়দা হইয়াছে, কিম্বা প্রবেশ করিয়াছে, সে ব্যক্তি মৎস্য সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা করেন নাই, কিম্বা উহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয় নাই, উক্ত মৎস্য যে কেহ ধরিবে সেই মালিক হইবে, ইহার পূর্বে কেহ মালিক হইবে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনাতে পুষ্করিণীর মালিক যদি জাল ইত্যাদি ব্যতীত উহা ধরিতে না পারে, তবে অন্যের নিকট উহা বিক্রয় করিলে, নাজায়েজ হইবে। আর যদি কোন পাত্রে কিম্বা গর্ত্তে উহা থাকে ও হাত দিয়া ধরিতে পারে, তবে উহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবে।

আর তৃতীয় অবস্থাতে যখন পুষ্করিণীর মালিক উহার মালিক হইতে পারে নাই, তখন উহা কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারে না। ফৎহোল-কদীর মিসরি ছাপা, ৫ম খণ্ড, ১৯১।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে আমাদের দেশে কেহ কেহ খাল, বিল ও নদী জমা (ইজারা) লইয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে, ইহা জায়েজ কি না? ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

দোর্রোল-মোখতারে আছে ;—

ولـم يجز اجارة بركة ليصاد منها السمك بحر ☆

"হাওজ এই হেতু ইজারা লওয়া যে, উহাতে মৎস্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে, জায়েজ নহে, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।"

তাহতাবি, ৩।৬৭ পৃষ্ঠা ;—

قـال فـى النهر و اعلم ان في مصر بر كا كبرك الفهادة تحمع فيها الاسـمـاك هـل تحوز اجار تها لصيد السمك منها ـ نقل نى البحر عـن الايـضـاح عـلـم جواز ها و نقل اولا عن ابى يوسف فى كتب الـخـراج عن أبى الزباد قال كتب الى عمر بن الـخطاب فى بحيرة يجمع فلهسا السمك بارض العراق انئجر ها فكقت الى ان افعلوا وما فى الا يضاح بالقوا عد الفقهية اليق انتهى حلبى ☆

নাহরোল-ফায়েকে আছে, তুমি জানিয়া রাখ যে, মিশর দেশে কতকগুলি হাওজ আছে, যেরূপ ফাহাদার হাওজ। উহাতে মৎস সকল সমবেত হইয়া থাকে, উহা হইতে মৎস্য স্বীকার করা উদ্দেশ্যে উহা ইজারা করিয়া লওয়া জায়েজ হইবে কি না?

বাহরোর-রায়েকে 'ইজাহ' হইতে জায়েজ না হওয়ার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বাহরোর-রায়েক প্রণেতা প্রথম উদ্ধৃত করিয়াছেন যে আবু ইউছুফ (রঃ) কেতাবোল-খেরাজে আবুজ্জোনাদ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি এরাক দেশের উক্ত নদী সম্বন্ধে যাহার মধ্যে মৎস্যগুলি সমবেত হইয়া থাকে (হজরত ওমার বেনেল-খাওয়াবের নিকট পত্রে লিখিয়াছিলাম যে, আমরা উহা ইজারা দিতে পারি কি না। ইহাতে তিনি উহার জওয়াবে লিখিয়াছিলেন যে, আমরা উহা ইজারা দিতে পারি কি না? ইহাতে তিনি উহার জওয়াবে আমার

নিকট লিখিয়াছিলেন যে, তোমরা উহা করিতে পার। ইজাহ কেতাবের মত ফেকহের নিয়ম কানুনগুলির সহিত বেশী খাপ খায়।"

বাহরোর-রায়েকের ৬।৭৩ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মত লিখিত আছে। আল্লামাশামী রদ্দোল-মোহতারের ৪।১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد ايضاً ومرجعه الى اجارة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هى الاصطياد ☆

কেতাবোল-খেরাজের পূর্ব্বোল্লিখিত মত অসংঙ্গত নহে, কেননা উহার মুল মর্ম্ম এই যে, (মৎস্য) স্বীকার করা এই জানিত উপসত্ব লাভের উদ্দেশ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানকে ইজারা লওয়া।"

মিসরি আলমগিরির ৬।১০৬ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে মুদ্রিত বাজ্জা জিয়াতে আছে ;—

لهذا لم يصح له اجاره الشرب ايضا لوقوع الاجوة على استهلاك العين مقصودا الا اذا آجراو باع مع الارض فحينئذ يجوز تبها ☆

"এইহেতু পানির একাংশ ইজারা লওয়া জায়েজ নহে, কেননা মূখ্যতঃ একটি পদার্থ নষ্ট করার ইজারা লওয়া হইল, কিন্তু যদি একটি জমি ইজারা প্রদান করে কিম্বা বিক্রয় করে, তবে এই ক্ষেত্রে আনুসাঙ্গিক ভাবে পানির একাংশ ইজারা দেওয়া জায়েজ হইবে।"

ফাতাওয়ায়-আছয়াদিয়া, ২।৪৪ পৃষ্ঠা;—

بيع الشرب من الماء من غير ارض فاسد ☆

"পানির একাংশ জমি ব্যতীত বিক্রয় করা জায়েজ নহে।

আর উহার ২।৩৮৪ পৃষ্ঠা;—

لا يصح وقف وجبة الماء ولا ببعه و انما يصح ذلك بطريق التبعيه للاوض و كذا لا يصح اجاوتها ☆

"পানির দীঘি অক্‌ফ করা এবং বিক্রয় করা জায়েজ নহে, অবশ্য জমির সহিত আনুসাঙ্গিক ভাবে উহা জায়েজ হইবে। এইরূপ উহা ইজারা লওয়া জায়েজ নহে।"

তনকিহে-ফাতাওয়ায় হানিদিয়া, ১।২৪৯ পৃষ্ঠা ;—

سئل فيما اذا كان اجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجارى الى دورهم فباعو منه حصة معلومة بحصتها من الماء المعلوم من و جلين معلومين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا الجواب نعم و يصح بيع حق المرو رو الشرب تبها كما فى الخازية ☆

"তিনি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, একদল লোকের পানি প্রবাহিত হওয়ার নির্দ্দিষ্ট পথ এবং তাহাদের বাটি পর্যন্ত যে পানি প্রবাহিত হইয়াছে উহার অংশ আছে, পরে তাহারা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে শরিয়ত অনুযায়ী উক্ত পথের নির্দিষ্ট একাংশ নির্দ্দিষ্ট পানির অংশসহ নির্দ্দিষ্ট দুই ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল, এই বিক্রয় জায়েজ হইবে কি?

জওয়াব।

হাঁ পথ চলিবার শর্ত্ত ও আনুসাঙ্গিক ভাবে পানির একাংশ বিক্রয় করা জায়েজ হইবে ইহা কাজিখানে আছে।

আরও উহার ২।১১১ পৃষ্ঠা, —

سئل فيما اذا استأ جر زيه من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول و العرض و العمق بحصة المعلوم من الماء الجارى - ذلك المجرى مع حصة من الماء فى الوقف المز بور ابسقى به بستانه ملة معلومة باجرة معلومة من الدراهم هي اجرة مثلها اجارة شرعية ثم آجر زيد المجرى المذكور مع حصة من الماء من بكر مدة تستوعب مدته باجرة معلومة من الدر اهم فهل تكون الاجارتان صحيحتين الجواب نعم ال فى البزية فى كتاب الشرب و لم تصح اجارة الشرب ايضا لوقوع الا جلرة على استهلك العين مقصودا الا اذا آجر او باع مع الارض يجوز تبعاله وجل استاجر ارضا بها وحاجهاالمستاجر نلى الى الشرب فيسوق الماء الي ارض له اخرى جاز حنة من باب الاجارة الفاسدة☆

"তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, জায়েজ কোন অক্‌ফের আমমোক্তারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট দৈঘ', প্রস্ত ও গভিরতা বিশিষ্ট পানি চলিবার স্থল পথকে নির্দ্দিষ্ট প্রবাহিত পানির অংশ সহ ইজারা লইল, উক্ত পানি চলার স্থল পথটি পানির অংশসহ উল্লেখিত অক্‌ফের অন্তর্গত ছিল। এই ইজারা লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেরমে (টাকাতে) যাহা উহার তুল্য মূল্য হইতে পারে শরিয়ত সঙ্গত ভাবে এক নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে নিজের উদ্যানে পানি সিঞ্চন করিয়া

দিবে। তৎপরে জায়েদ উল্লেখিত পানি চলার পথকে পানির অংশ সহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেরমে এরূপ মিয়াদে বাকারের নিকট ইজারা দিল যাহা প্রথম মিয়াদের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, এইরূপ উভয় ইজারা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর,—

হাঁ, জায়েজ হইবে। বাজ্জাজিয়া কেতাবের শেরবের অধ্যায়ে আছে, পানির অংশের ইজারা ছহিহ হইবে না, কেননা, মুখ্যতঃ আসল বস্তু নষ্ট হওয়ার উপর ইজারা হইয়াছে, কিন্তু যদি জমিনের সহিত উহা ইজারা দেয় কিম্বা বিক্রয় করে, তবে এক্ষেত্রে আনুসাঙ্গিক ভাবে জায়েজ হইবে।

এক ব্যক্তি একখণ্ড জমি উহার পানির অংশের সহিত ইজারা লইল, ইজারা গ্রহণকারী পানির অংশের এইজন্য প্রয়োজন হইয়াছে যে, সে তাহার জন্য পানি সিঞ্চন করিবে, ইহা জায়েজ। কাজিখানের ফাছেদ-ইজারার অধ্যায়ে ইহা আছে।

ফাওাওয়ায়-এনকারবী, ২।২১৬।২১৭ পৃষ্ঠা,—

فلا يصح استئجار الآ جام و الحياض لصيد السمكا و رفع القصب او قلع الحطب اوسقى ارضه اوغنمه منها و نذا اجارة لمرغى و الحيله فى الكل ان يستاجر موضعا معلوما لعطن لى سقى الماشية و يبيح الماء و المرعى ☆

"বৃক্ষের ঝাড় ও হাওজগুলি মৎস্য স্বীকার, বাঁস কাটা, কাষ্ঠ আহরণ, জমিতে পানি সিঞ্চন কিম্বা ছাগলের পালকে পানি খাওয়ান উদ্দেশ্যে ইজারা লওয়া জায়েজ নহে, এইরূপ ঘাষের ইজারা লওয়া জায়েজ নহে। প্রত্যেক ব্যাপারে জায়েজ হওয়ার উপায় এই যে, চতুস্পদের পানি খাওয়ান উদ্দেশ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানকে ইজারা

লইবে, ইহার পানি ও ঘাষ হালাল হইবে।"

রদ্দোল-মোহতারের ৫।৫৩ পৃষ্ঠায় অবিকল উক্ত মর্ম লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—

استاجر نهوا يا بسا او ارضا او سصحا مدة معلومعه ولم يقل شيأ صح وله ان يجرى فيه الماء ☆

"একটি শুষ্ক নদী, জমিন কিম্বা সমতল ভূমি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে ইজারা লইল এবং অন্য কোন কিছু বলিল না, ইহা জায়েজ হইবে। এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে উহাতে পানি প্রবাহিত করিয়া লওয়া জায়েজ হইবে।"

আমাদের দেশের শুষ্ক খাল, বিল ও পুষ্করিণী মৎস্য স্বীকারের জন্য ইজারা লওয়ার ইহা সুন্দর পন্থা।

দোর্রোল-মোখতার, ৪।১০ পৃষ্ঠা, — ফাতাওয়ায়-এনকারাবি, ১।২৯৯ পৃষ্ঠা ও হাশিয়ায়-আবুদাউদ, ৩।২৫১ পৃষ্ঠা,—

جاز اجارة القلـه والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى مضمرات ☆

"খাল ও নদী পানি সমেত ইজারা দেওয়া জায়েজ, সাধারণ ভাবে প্রয়োজন বশতঃ ইহার উপর ফওয়া দেওয়া হইবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।"

ফাতাওয়ায়-এনরাকাবিতে তহজিব ও তাতারখানিয়ার বরাতে এই কথা লিখিত হইয়াছে।

গায়াতোল-আওতারে ৪।৩৯ পৃষ্ঠা,—

او رجائز هے اجاره کا دیز او و نهر کا پانی کے ساتهه اس قول کا فتوی ہے عموم حاجت کے سبب سے کذا فی المضمرات پانی کا

اجارہ جائز نہیں قیاس میں اس واسطے کہ استہلاك عین پر عقد و رد ہے اور حالانکہ اجارہ ھلو ہے مذنع عین پر نہ استہلاك عین پر لیکن عموم حاجت کے ساب سے اجارۃ مذکورہ پر فتوی ہوا ہے ☆

"আর খাল ও নদীর ইজারা পানি সমেত জায়েজ, ব্যাপক প্রয়োজন বশতঃ এই মতের উপর ফয়াৎ হইয়াছে, ইহা মোজয়ামারাত কেতাবে আছে। অনুবাদক বলেন, কেয়াছ অনুযায়ী পানির ইজারা জায়েজ নহে। কেননা মূল বস্তু নষ্ট হওয়ার উপর ইজারা হইয়াছে, অথচ মূল বস্তুর উপসত্বের উপর ইজারা হইয়া থাকে, উহা নষ্ট করার উপর ইজারা হইতে পারে না। কিন্তু ব্যাপক প্রয়োজন হেতু উল্লিখিত ইজারার উপর ফৎওয়া হইয়াছে।"

আল্লামা-তাহতাবী উক্ত কেতাবের ৪।৩৪ পৃষ্ঠায় উহার টীকায় লিখিয়াছেন।

لا يصح ستئجار الماء لكون العقد يرد على استهلاك العين و حيلة الصحه ان يئجر مجرى الماء مده معلومه من المأجر مع الماء تبعا لا جارة ماذكرو يجرى الماء المحتاج الية فيها هذا اظهر لي ☆

অর্থাৎ পানি ইজারা লওয়া জায়েজ নহে, কেননা আসল বস্তু নষ্ট করার উপর ইজারা হইয়া যায়। উহা ছহিহ হওয়ার সদুপায় এই যে, পানি প্রবাহিত হওয়ার স্থল ভাগকে ও উল্লিখিত বিষয়ের ইজারার সঙ্গে পানিকে ইজারা দাতার নিকট হইতে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়াদে ইজারা লইবে, প্রয়োজনীয় পানিও উহাতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, আমার নিকট প্রকাশিত মর্ম্ম ইহাই।

আল্লামা শামী রদ্দোল-মোহতারের ৫।৫৩ পৃষ্ঠায় নদীর অর্থ পানি

প্রবাহিত হওয়ার স্থূল ভাগ উল্লেখ করতঃ উপরোক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১৬৬১। প্রঃ—আশুরার দিবসে নাকারা বাজাইয়া মৌলবী ছাহেবকে আনা কি? হিন্দুর নিকট হইতে সাহায্য লইয়া আশুরা করা কি?

উঃ—বাজনা প্রত্যেক ক্ষেত্রে হারাম, হিন্দুর সাহায্য লওয়া মকরুহ।

১৬৬২। প্রঃ—কোন এক ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহতায়ালার দুই খানা হাত আছে যাহার দ্বারা তিনি গঠন করেন। আল্লাহর চক্ষু ও মুখ আছে যাহাতে তিনি দেখেন ও বলেন, ইহা কি?

উঃ—এইরূপ ভ্রান্ত মোজাচ্ছেমা ও মোশাব্বেহা, ৭৩ ফেরকার মধ্যে যে ৭২ ফেরকার দোখজী হওয়ার কথা হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে, এই ব্যক্তি তাহাদের অন্তর্গত। কোরআন শরিফে আল্লাহতায়ালা সম্বন্ধে যে শব্দ আছে, উহার অর্থ হাত নহে, যে শব্দ আছে, উহার অর্থ চক্ষু নহে, যে শব্দ আছে উহার অর্থ চেহারা (মুখ) নহে। বেহেশতে খোদাকে অনুপম ভাবে দেখা যাইবে। দুনইয়াতে যখন হজরত মুছা (আঃ) খোদাকে চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পান নাই, তখন কে তাহাকে চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাইবে?

—এমাম বয়হকি কেতাবোল-আছমা আচ্ছেফাতের ২১৮।২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"নিশ্চয় আমার ও প্রত্যেক মুছলমানের প্রতি ইহা জানা ওয়াজেব যে, আমাদের প্রতিপালক আকৃতি ও অবয়বধারী নহেন।

আকায়েদে-নাছাফি, ৩১।৩২ পৃষ্ঠা,—

খোদা আকৃতি ও বর্ণধারী নহেন।

ইহার দলীল জরুরী মছলা তৃতীয় ভাগ রদ্দে হাপাওয়াতে শেহাবিয়াতে লিখিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ 'আকায়েদ দর্পন' পুস্তকে পাইবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

১৬৬৩। প্রঃ—যে ব্যক্তি মেয়ের বিবাহে পাত্রের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করে, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—বরপণ ও কনেপণ উভয়ই হারাম, এইরূপ লোকের পাছে নামাজ মকরুহ তহরিমি।

১৬৬৪। প্রঃ—পণের টাকা ও মোহরের টাকা দ্বারা লোকদিগকে জিয়াফত খাওয়ান কি?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৬৬৫। প্রঃ—খোৎবা পড়ার সময় দাখেলোল-জুমা পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৬৬৬। প্রঃ—একটি বকরীর তিন খানা পা হইয়াছে, উক্ত বকরী খাওয়া হালাল কি না?

উঃ—হালাল।

১৬৬৭। প্রঃ—আখেরী জোহর পড়া যায় কি না? উহার কারণ কি?

উঃ—পড়িতে হইবে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ 'আখেরে-জোহর' কেতাবে লেখা হইয়াছে।

১৬৬৮। প্রঃ—দোওয়া গাঞ্জোল-আরশ, দোওয়া কাদাহ ও দোওয়া হবিবি পড়া কি?

উঃ—উক্ত দোয়াগুলির প্রমাণ হাদিছে নাই, তৎসমস্তে প্রমাণ সম্পর্কে যাহা লিখিত আছে, তাহা সমস্তই জাল। সম্ভবতঃ কোন লোক এইগুলি রচনা করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইহা পড়িলে ছওয়াব হইতে পারে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কোরআন, হাদিছ উল্লিখিত দোয়াগুলি পড়াতে ছওয়াব বেশী হইবে। এইরূপ দরুদে তাজ কোন লোক প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছে, ইহার মর্ম অবশ্য ভাল, কেবল হজরত (সাঃ)কে এক স্থলে دافع البلاء و الوباء و القحط و الالم বলা হইয়াছে।

☆

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্মবি ছাহেব মজুয়া ফাতাওয়ার ১।৩৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

নবি (ছাঃ) কে এই অর্থে 'দাফেয়োল-বালা' বলা জায়েজ হইবে যে, তাঁহার অছিলায় বালা দূর হইয়া যায়। আর এই অর্থে তাঁহাকে "দাফেয়োল-বালা'—বলা জায়েজ হইতে পারে না যে, তিনি স্বাধীন ভাবে বিপদ উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে সমস্ত শব্দে শরিয়ত বিরুদ্ধ মর্ম বুঝা যাওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তৎসমুদয় হইতে পরহেজ করা উত্তম।"

১৬৬৯। প্রঃ—শেরেককারী ও বেনামাজীর হস্তে জবাহ কি হইবে?

উঃ—মোশরেকের জবাহ হারাম। যে বেনামাজী, শেরক কোফর করে না, নামাজ এনকার করে না, কেবল শৈথিল্য বশতঃ নামাজ পড়ে না, তাহার জবাহ হালাল হইবে।

১৬৭০। প্রঃ—কেহ কছম করিয়া ভঙ্গ করিলে, কি হইবে?

উঃ—কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে, কাফ্ফারার নিয়ম এই যে, একটি দাস আজাদ করিতে হইবে, কিম্বা দশ জন দরিদ্রকে দুই সন্ধ্যা উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইবে। যদি দশজন দরিদ্রকে অর্দ্ধ ছায়া' গম বা এক ছায়া' যব দান করে, তবে কাফফারা আদায় হইয়া যাইবে। আর উহার মূল্য প্রত্যেককে দান করে, তাহাতেও উহা আদায় হইয়া যাইবে।

অথবা দশজন দরিদ্রকে এরূপ বস্ত্র দান করিবে যে, তদ্বারা অধিকাংশ শরীর ঢাকা সম্ভব হয়, উহা যেন মধ্য ধরণের লোকেরা পরিধান করিয়া থাকে এবং তিন মাসের অধিক কাল পরিধান করা যায়।

ছোট পিরাহান, কিম্বা পায়জামা, অথবা টুপী দিলে, আদায় হইবে না। কাবা, জোব্বা, লম্বা পিরাহান, চাদর, বড় তহবন্দ দিলে আদায়

হইবে। স্ত্রীলোককে কাপড় দিতে হইলে, উহার সঙ্গে রূপোশ কিম্বা চাদর দিতে হইবে।

যদি কাফফারা আদায় কালে উপরোক্ত তিন বিষয় দিতে অক্ষম হয়, তবে ধারাবাহিক ভাবে তিনটি রোজা করিতে হইবে, যদি মধ্যে রোজা বাদ দেয়, তবে জায়েজ হইবে না।

এই রোজার নিয়ত রাত্রি হইতে করিতে হইবে, কাফ্‌ফারার নিয়তে রোজা করিবে।—শামী।

১৬৭১। মরা গরুর চামড়া খুলিয়া বিক্রয় করা জায়েজ কি না?

উঃ—দাবাগত করার পূর্ব্বে বিক্রয় করা জায়েজ নহে। —শামী, ৪।১৫৭।

১৬৭২। প্রঃ—কোন গ্রামে ৪৫ বৎসর হইতে হিন্দু জমিদারের খাস জমিতে জমিদারের নিরাপত্তিতে ঈদের নামাজ পড়া হইতেছে। সামাজিক দলাদলির ফলে একদল "উক্ত ঈদগাহ হিন্দুর জমি, ঐখানে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না," এই অজুহাত দেখাইয়া মুষ্টিমেয় মুছল্লি লইয়া গ্রামের ভিতরেই নূতন আর এক স্থানে এক ক্ষুদ্র জামায়াত সৃষ্টি করতঃ দুই বৎসর কাল তথায় ঈদ পড়িতে থাকে। অতঃপর প্রাচীন ঈদগাহ কমিটি উহা জমিদারের নিকট হইতে কোন মুছলমান প্রজার নামে জমাবন্দী করিয়া লইয়া ওয়াক্‌ফ করার আয়োজন করিলে; পূর্ব্বোক্ত বিপক্ষ দল ইহাতে সহানুভুতি না দেখাইয়া। বরং তাহাদের নব-গঠিত 'ইদগাহটি' পুনরায় প্রাচীন 'ঈদগাহ' এর অতি সন্নিকটে আবার দ্বিতীয় জায়গায় স্থানান্তরিত করিয়া তথায় গত ঈদোলআজহার নামাজ পড়ে, পরে প্রাচীন ঈদগাহটি এক্ষণে পত্তন লইয়া রেজিষ্ট্রিকৃত ওয়াকফ নামা মুলে যথারীতি ওয়াক্‌ফ করা হইয়াছে। এক্ষণে ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে কোন্ ঈদগাহ ছহিহ হইয়াছে? পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত নূতন ঈদগাহে নামাজ পড়া এবং তাহার এমাম সম্বন্ধে শরিয়তের কি ফৎওয়া?

উঃ—কলহ মূলে ও দল সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে নূতন ঈদগাহ করা গোনাহ কবিরা, এতৎসম্বন্ধে হিন্দুস্তানের মুফতিগণের ফৎওয়া অতি জরুরি ফৎওয়া নামক কেতাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৬৭৩। প্রঃ—মছজেদকে হিন্দুদের মূর্ত্তি-পূজার ঘর বলিলে, কি হইবে?

উঃ—কাফের হইবে।

শরহে-ফেকহে-আকবর, ২৯৫ পৃষ্ঠা ঃ—

فی تتمة الفتاوی من استخف بالقرآن او بالمسجد او بنحوه صما یعظم فی الشرع کفر ☆

এই রূপ ক্ষেত্রে তাহাকে কলেমা রদ্দে-কোফর পড়িয়া নূতন ঈমান আনিতে ও তওবা করিতে হইবে এবং স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইতে হইবে, নচেৎ তাহার সহিত সমাজ করা হারাম হইবে।

১৬৭৪। প্রঃ—জায়েদ বলিল, আমার স্ত্রী যদি দেন মোহর মাফ করে, তবে তালাক দিব, স্ত্রী বলিল, আমি দেন মোহর মাফ দিলাম, জায়েদ বলিল, আমি খোলা তিন তালাক দিলাম, আমি খোলা তিন তালাক দিলাম, আমি খোলা তিন তালাক দিলাম। স্ত্রী বলিল, আমি খোলা তিন তালাক কবুল করলাম। ইহাতে কয় তালাক হইবে?

উঃ—খোলা বলিলে, এক তালাক বায়েন হয়, কিন্তু তিন তালাক বলিলে তিন তালাক হইয়া যাইবে। আলমগিরি, ১।৫২০ পৃষ্ঠা,—

امرآة قالت لزرجها وهب لك مهری ثم قالت غرضنی فقال الزرج عوضتك بثلاث تطليقات طلقت ثلاثا كذا في التجنس و المزيد☆

১৬৭৫। প্রঃ—পত্রের দ্বারা তালাক দিলে কি হইবে?

উঃ—তালাক হইয়া যাইবে। দোর্রোল-মোখতার

ولو كتب على رجه الرسالة و الخطاب كان يكتب يا فلانة اذا اتاك كتابى هذا فانت طلاق طلقت بر صول الكتاب ☆

১৬৭৬। প্রঃ—অন্যকে তালাক লিখিতে বলিলে কি হইবে?

উঃ—যদি সে উহাতে দস্তখত করে, তবে তালাক হইয়া যাইবে। এই দস্তখত সে স্বীকার করিলে, কিম্বা উহার দুইজন সাক্ষী থাকিলে, নিঃসন্দেহে তালাকের হুকুম দেওয়া যাইবে। শাঃ ২।৫৮৯।

১৬৭৭। প্রঃ—নবী (ছাঃ) এর মজার শরিফ কোথায় ও তাঁহার মস্তক কোন দিকে?

উঃ—মদিনা শরিফ মক্কা শরিফের ২২৭ মাইল উত্তর দিকে, মদিনার লোকেরা দক্ষিণ দিকে কাবার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকেন। মছজেদে নাবাবীর পূর্ব্বদিকে হজরত আএশা বিবির গৃহে হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আবুবকর ও হজরত ওমার এই তিন হজরতের মাজার শরিফ আছে। তথায় একটি গোরের স্থান খালি রহিয়াছে, তথায় হজরত ইছা (আঃ) এর গোর হইবে। শায়খোল-ইছলাম আলি নূরুদ্দীন ছাহেব আফায়োলঅফা কেতাবের ১।৩৯৯।৪০০।৪০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরতের মস্তক পশ্চিম দিকে ও কদম পুর্ব্বদিকে আছে, তাঁহার মুখ দক্ষিণ দিকে কেবলার দিকে ফিরান আছে।

১৬৭৮। প্রঃ—মুছলমান হইয়া ঈশ্বর, ভগবান, হরি প্রভৃতি বলা যায় কি না?

উঃ—কোরআন ছুরা আ'রাফ,—

و لله الاسماء الحسنى فادعره بها و ذر الذين يلحدرن فى اسمائه سيجزون ما كان يعملون ☆

"আল্লাহ তায়ালার জন্য উৎকৃষ্ট নাম সকল আছে, অনন্তর তোমরা তাঁহাকে উক্ত নাম সমূহের দ্বারা ডাক এবং যাহারা তাঁহার নাম সমূহে 'এলহাদ' (   ) করে, তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাক কর, অচিরে তাহারা যাহা আমল করিত, তাহার প্রতিফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।"

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ৪।৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বিদ্বানেরা বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালার নামে এলহাদ করার তিন প্রকার অর্থ আছে—প্রথম প্রকার এই যে, আল্লাহতায়ালার নাম গুলি অন্যের উপর প্রয়োগ করা, যেরূপ কাফেরেরা কতকগুলি প্রতিমার নাম লাত ওজ্জা ও মানত রাখিয়া ছিল, লাত, ওজ্জা ও মানত আল্লাহ, আজিজ ও মান্নান এই তিন নামের অপভ্রংশ। মিথ্যাবাদী মোছায়মানা আপনাকে রহমান নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যে নামে খোদার নাম করণ করা জায়েজ নহে, সেই নামে তাঁহার নাম করণ করা, যেরূপ আল্লাহতায়ালাকে মছিহ (আঃ) এর পিতা নামে অভিহিত করা। অধিকাংশ খৃঃষ্টানদের ন্যায় আল্লাহতায়ালাকে পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন অংশে বিভক্ত করা। কারামিয়াদের ন্যায় আল্লাহতায়ালাকে পরিমাণ ও বিশিষ্ট পদার্থ (জেহ্‌ম) বলা। আকায়েদ তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন, যে কোন শব্দের অর্থ ছহিহ হয়, তাহাই যে আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে ইহা সত্য নহে, কেননা আল্লাহতায়ালা যে সমস্ত জড় ও জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা দলীল সঙ্গত হলেও তাঁহাকে যে কীট ও বানর জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা, এইরূপ শব্দে ডাকা জায়েজ নহে, বরং এইরূপ জেকর হইতে আল্লাহতায়ালাকে পবিত্র রাখা ওয়াজেব, হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে ত্রুটি-মার্জ্জনাকারী, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে ডাকা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় এই যে, মনুয্যের এরূপ শব্দ দ্বারা আল্লাহতায়ালার জেকর

করা যাহার অর্থ অজ্ঞাত এবং উক্ত শব্দের লক্ষ্য স্থল (মার্ছান্মা) অপরিচিত, এরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি আল্লাহতায়ালার মহিমার ঘোর বিপরীত হইতে পারে। আল্লাহতায়ালার নামে এলহাদ করার এই তিন প্রকার অর্থ হইবে।

আরও তিনি লিখিয়াছেন, উপরোক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালার নাম কোরআন ও হাদিছ দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে, মনুষ্যেরা তাঁহার নাম রাখিতে পারে না। আরও তাঁহাকে 'জাওয়াদ' (جواد) বলা যাইতে পারে, কিন্তু ছখি (দানশীল) আকেল (জ্ঞানী), তবিব (চিকিৎসক) ও ফকিহ বলা জায়েজ হইতে পারে না। ইহাতেও উপরোক্ত মত সপ্রমাণ হয়।"

এইরূপ তফছিরে এবনো-জরিরের ৯।৮৫ পৃষ্ঠায়, এবনো-কছিরের ৫।২৭০ পৃষ্ঠায়, দোর্রে-মনছুরের ৩।১৪৯ পৃষ্ঠায়, খাজেন ও মায়ালেমের ২।২৬৩ পৃষ্ঠায়, বয়জবীর ৩।৩৬ পৃষ্ঠায়, জামেয়োল বায়ানের ১৪৩ পৃষ্ঠায়, হোছায়নির ১।২১১ পৃষ্ঠায় ছেরাজোলমনিরে ১।৫৪১ পৃষ্ঠায়, মোনিরের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ও রুহোলমায়ানীর ১।৮০২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

আশেয়াতোল্লাময়াত, ২।২০৩।২০৪ পৃষ্ঠা ও মেরকাত, ৩২০ পৃষ্ঠা, "শরিয়তে আল্লাহতায়ালার যে নামগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাঁহাকে সেই নামগুলি দ্বারা ডাকিতে হইবে, জ্ঞানের দ্বারা খোদাতায়ালার কোন নাম স্থির করা উচিত নহে—আবুল কাছেম কোশায়রী বলিয়াছেন কোরআন, হাদীছ ও এজমা দ্বারা তাঁহার যে নাম ও ছেপাত স্থিরকৃত হইয়াছে, তাঁহাকে সেই নাম ও ছেফাতে ডাকা ওয়াজেব।

এইরূপ আয়নির ৬।৪৬৭ পৃষ্ঠায়, ফৎহোলবারীর ১১।১৭৫ পৃষ্ঠায় ও কোস্তোনালীর ৯।৮৮ পৃষ্ঠায় আছে।

মাওয়াফেকের টীকা, ৬৫৮ পৃষ্ঠা,—

আল্লাহতায়ালার নাম স্থির করিতে শরিয়তের অনুমতি আবশ্যক,

যে সমস্ত নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় খাস আল্লাহতায়ালার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে মতভেদ নাই।

আকায়েদে-আজোদীর টীকা দাওয়ানি, ৮৪ পৃষ্ঠা—

শরিয়াতের অনুমতি ব্যতীত কোন নাম আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ নহে। ইহার উপর এই প্রশ্ন হয় যে, (ফার্সিতে) খোদা, (তুর্কিতে) তকরি, এইরূপ অন্যান্য ভাষায় (আল্লাহতায়ালার) অন্যান্য নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার উপর কেহই এনকার করেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, খোদা শব্দের অর্থ খোদ্ আয়েন্দা অর্থাৎ নিজেই মওজুদ। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে বলা হয় স্বয়ম্ভু।" এক্ষেত্রে ইহা ওয়াজেবোল-অজুদের ভাষান্তর মাত্র, ইহা এমাম রাজী কোন কেতাবে লিখিয়াছেন। অন্যান্য ভাষাতে যে নামগুলি ব্যবহার হইতেছে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উত্তর দেওয়া হইবে।

তফছির এবনো-কছির, ৩।২৭০ পৃষ্ঠা,—

"আল্লাহতায়ালার কয়েক সহস্র নাম আছে, এক সহস্র কোরআন ও হাদিছে এক সহস্র তওরাতে, এক সহস্র ইঞ্জিলে, এক সহস্র জবুরে, ও এক সহস্র লওহো-মহফুজে আছে।" মূল মন্তব্য এই যে, আল্লাহতায়ালার যে সমস্ত নাম ও ছেফাত শরিয়ত প্রবর্তকের অনুমতিতে প্রমাণিত হইয়াছে, সেই নামগুলি তাঁহার উপর প্রয়োগ করা যে জায়েজ, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আর যে নামগুলি অন্যান্য ভাষাতে আল্লাহতায়ালার খাস নামরূপে স্থিরকৃত হইয়াছে, এইরূপ নাম ব্যবহার কাহারও মতভেদ নাই। ইহাতে কোন প্রকার দুষিত অর্থের ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে না, বরং উহাতে প্রশংসা প্রকাশ পায়। কোন আছমানি কেতাবে বা মুছলমানদিগের এজমাতে যাহা যাহা তাঁহার নাম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই নামগুলি তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে।

ইহার বিপরীত কোন নাম তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে না।

ঈশ্বর শব্দের অর্থ শিব, ব্রহ্ম, কন্দর্প, পরমেশ্বর প্রভু' অধিপতি প্রভৃতি প্রকৃতি প্রকৃতি বোধ অভিধান ১০২ পৃষ্ঠা।

পরমেশ্বর শব্দের অর্থ বিষ্ণু, শিব, পরব্রহ্ম ও সম্রাট, ঐ ৫৮০, জগদীশ শব্দের অর্থ জগতের প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু, বিশ্বেশ্বর পরমেশ্বর ঐ ৩৩৩।

ভগবান শব্দের অর্থ ভগযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, পরমেশ্বর ঐ ৮২৪। হরি শব্দের অর্থ বিষ্ণু, যম, পবন, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, ঐ ১১৫৯। নিরঞ্জন শব্দের অর্থ প্রতিমাদির বিসর্জ্জন, পরব্রহ্ম, তেজোনয়, ঐ ৫৪১। নারায়ণ শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, অজামিল পুত্র, ঐ ৫২৬। ঈশ্বরের স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী, ভগবানের স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী।

খোদা খাস আল্লাহতায়ালার নাম, ফার্সিতে তাহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও খোদা বলা যায় না, কিন্তু ঈশ্বর ইত্যাদি নামগুলি আল্লাহতায়ালার খাস নাম নহে, বরং উহার অধিকাংশ দেব দেবতার নাম। উক্ত শব্দগুলি আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করিলে, দুষিত অর্থের ধারণা জন্মিতে পারে, কাজেই ছুন্নত-অল-জামায়াত সত্য সম্প্রদায়ের মতে তৎসময় আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইতে পারে না।

ইহার আরও বিস্তারিত বিবরণ "আফতাবে-হেদাএত" নামক পুস্তকে লিখিত আছে।

১৬৭৯। প্রঃ—স্থানান্তরিত মছজেদ পুরাতন স্থানে লইয়া গেলে, স্থানান্তরিত মছজেদ কি করিতে হইবে?

উঃ—ওয়াক্তিয়া মছজেদ করিতে হইবে।

১৬৮০। প্রঃ—পুরাতন মছজেদে জামায়াত পূর্ণ না হইলে, স্থানান্তরিত মছজেদে জুমা পড়া কি?

উঃ—পুরাতন মছজেদের জামায়াতের ক্ষতি করা নিষিদ্ধ হজরত ওমার (রাঃ) এক সময় এইরূপ দ্বিতীয় জামে-মছজেদ প্রস্তুত করিতে

নিষেধ করিতেন, যাহাতে প্রথম মছজেদে জামায়াতের ক্ষতি হয়। তফছিরে মায়ালেম ও খাজোল, ৩।১২১, ছেরাজোম-মনির, ১।৬৫০ ও রুহোল মায়ানি, ৩।৩৭০ পৃষ্ঠা।

১৬৮১। প্রঃ—মিনার কোন দিকে করিতে হইবে?

উঃ—হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানাতে মিনার ছিল না, আবদুল্লাহ বেনে ওমারের গৃহে একটি চৌকোণ বিশিষ্ট স্তম্ভ ছিল উহা মছজেদে (নবাবীর) কেবলার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ছিল, উহার উপর আজান দেওয়া হইত।

এবনো ছা'দ বলিয়াছেন, মছজেদে নবাবী প্রস্তুত করার পূর্ব্বে জয়েদ বেনে ছাবেতের মাতার গৃহের উপর দাঁড়াইয়া হজরত বেলাল আজান দিতেন। মছজেদ প্রস্তুত হইলে, মছজেদের ছাদে দাঁড়াইয়া আজান দিতেন।

ছাইউতি 'আওয়াএল' কেতাব লিখিয়াছেন, মিশর দেশে প্রথমে শোরাহবিল বেনে আমের মোরাদী আজান দেওয়ার জন্য মিনারের উপর আরোহন করিয়াছিলেন। ছালমা হজরত মোয়াবিয়ার আদেশে আজানের জন্য মিনার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে মিনার ছিল না।

খলিফা হজরত ওমার বেলে আবদুল আজিজ মছজেদে নবাবীর চারি কোণে চারটি মিনার প্রস্তুত করিয়াচিলেন তৎপরে খলিফা ছোলায়মান মারওয়ানের গৃহের দিকে মিনারটির ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই হইতে তথায় তিনটি মিনার ছিল, তৎপরে ৭০৬ হিজরীতে সুলতান মালেকনাছের চতুর্থ মিনারাটি প্রস্তুত করেন। অকায়োলঅকা, ১।৩৭১-৩৭৫, শামি, ১।৩৬০। আমাদের দেশে মছজেদের উত্তর দিকে প্রায় মিনারা প্রস্তুত করা হয়, যেরূপ কলিকাতার বড় মছজেদে আছে। ডাহিনদিকে কাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব।

অবশ্য যদি মুছলমানদিগের মহাল্লা দক্ষিণ দিকে হয়, তবে সেই দিকে করাতে দোষ নাই, যেরূপ কলিকাতা ধরমতলা মছজেদে আছে।

১৬৮১। প্রঃ—দলা হজ্জ করার নিয়ম কি?

উঃ—যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছে, কিন্তু অক্ষমতা হেতু নিজে হজ্জ করিতে পারিল না, তাহার পক্ষে একজন লোক দ্বারা হজ্জ করান বা ইহার অছিএত করা ফরজ। এই অবস্থায় অন্য লোক তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিলে, উহাকে বদলা হজ্জ বলা হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে হজ্জের অছিএত করিয়া মরিয়া যায়, তাহার পক্ষ হইতে বদলা হজ্জ করাইলে, ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

যদি এরূপ ওজরে কোন ব্যক্তি অক্ষম হইয়া থাকে যে, উহা দূরীভূত হওয়ার আছে, তবে মৃত্যু অবধি সেই ওজরে অক্ষম থাকিলে, বদলা হজ্জ জায়েজ হইবে।

আর যদি এরূপ কোন ওজরে অক্ষম হইয়া বদলা হজ্জ করাইয়া থাকে, যাহা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায় না, তবে নিঃসন্দেহে তাহার বদলা হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। মনে ভাবুন যদি কেহ অন্ধ, খঞ্জ, চলৎশক্তি রহিত অথবা পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত বলা হজ্জ করাইয়া থাকে, তৎপরে যে ব্যক্তি উক্ত রোগমুক্তি হইয়া যায়, তবুও তাহার পক্ষে দ্বিতীয়বার হজ্জ করা ফরজ হইবে না। ইহা মুহিত, কাজিখান, মে'রাজ ইত্যাদি কেতাব আছে। মুনিবের অর্থ হইতে উহার সম্পূর্ণ ব্যয় বা অধিকাংশ ব্যয় বহন করা শর্ত। অৰ্দ্ধেকের কম হইলে, জায়েজ হইবে কি না। ইহার অবশিষ্ট করা শর্তগুলি মতপ্রণীত হজ্জের মাছায়েল কেতাবে লিখিত হইয়াছে। যে দরিদ্র ব্যক্তি হজ্জ করে নাই এবং তাহার উপর হজ্জ ফরজ নহে, সে ব্যক্তির দ্বারা অন্যের ফরজ হজ্জের বদলা করান জায়েজ হইবে। মাওলানা আবদুল হক মোহাজেরে মক্কি ছাহেব নিজ কেতাবে লিখিয়াছেন, বদলা হজ্জ তিন হজ্জের ছওয়াব হয়, প্রথম মৃত্যু পক্ষ হইতে ফরজ হজ্জ, দ্বি[illegible] যে ওয়ারেছ উক্ত টাকাগুলি বদলা হজ্জ কারীর হস্তে প্রদান করে, তাহার

জন্য একটি নফল হজ্জ। আর বদলা হজ্জকারীর জন্য এক নফল হজ্জ।

১৬৮৩। প্রঃ—স্ত্রীলোকের প্রসব অন্তে ফুল বাহির না হইলে, পুরুষ ডাক্তারে উহা বাহির করিয়া দিতে পারে কি না? এরূপ যোনী ইত্যাদি গুপ্তাঙ্গে স্ফোটক ইত্যাদি হইলে, কি করিতে হইবে?

উঃ—ডাক্তারের পক্ষে একটি স্ত্রীলোককে ফুল বাহির করার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া ওয়াজেব। দেশের অনেক ধাত্রী আছে, তাহাদিগকে ইহা শিক্ষা দিলে, কাজ চলিতে পারে। এইরূপ মেয়ে ডাক্তার থাকিলে, তদ্দারা ফোড়া কাটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিম্বা কোন পারদর্শিনী স্ত্রীলোককে উহা কাটার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া জরুরী। এইরূপ লোক অভাবে স্ত্রীলোকের স্বামীকে শিক্ষা দিতে হইবে।

যদি কোন ক্ষেত্রে উল্লিখিত কোন বিষয় সম্ভব না হয়, তবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ঢাকিয়া পুরুষ ডাক্তারের চক্ষু বন্ধ করিয়া ফুল বাহির করিয়ে দিবে, কিম্বা অস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

শামী, ৫।৩২৬ পৃষ্ঠা,—

قال فی الجوهرة اذا كان المرض فی سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عندالدواء لانه موضع ضرورة و ان كان فی موضع الفرج فينبغی ان يعلم امرأة تداويها فان لم توجد و خافوا عليها ان تهلكا و يصيبها و جع لا تحتمله يستروا كل شئ الا موضع العلة ثم يداويها الرجعل و يغض بصره ما استطاع الا ان موضع الجرح فتامل و الظاهر ان ينبغی للوجوب ☆

১৬৮৪। প্রঃ—যদি পিতা কিম্বা কোন ওলী বালেগা কন্যাকে জোর

করিয়া বিবাহ কবুল করাইয়া লয়, কন্যা তাহার তাড়নাতে উহা কবুল করিতে বাধ্য হয় তবে এই নেকাহ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—ইহাতে নেকাহ্ জায়েজ হইবে।

শামী, ২।৩৭৩ পৃষ্ঠা ঃ—

بل عباو اتهم مطلقة فى ان نكاح المكره صحيح كطلاقه و عتقه مما يصح مع الهزل و لفظ المكره شامل للرجل و المرأة و فى اكراه الكافى للحاكم الشهيد ما هو صريح فى الجر از فانه قال و لو اكرهت على ان تزوجته بالف و مهر مثلها عشرة آلاف زرجها ارليائها مكرهين فالنكاح جائز☆

১৬৮৫। প্রঃ—যদি কেহ মিথ্যা করিয়া বলে, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছি, তবে কি হইবে?

উঃ—ইহাতে তিন তালাক হইয়া যাইবে।

শামী, ২।৫৭৯ পৃষ্ঠা ঃ—

ولر اقر يا لطلاق كا ذبا او هازلا وقع قضاء لا ديانة له ☆

১৬৮৬। প্রঃ—ওস্তাদের বিবির সহিত শাগরেদের বিবাহ জায়েজ কি না?

উঃ—নবি (ছাঃ)এর পাক বিবিগণের সহিত উম্মতের হারাম হইয়াছে। ছুরা আহজাব, ৭ রুকু ঃ—

ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ☆

ইহা খাস হজরতের ব্যবস্থা, উম্মতের ওস্তাদগণের বিবির জন্য এই

ব্যবস্থা নহে, কাজেই শাগরেদ ওস্তাদের বিবির সহিত নেকাহ করিতে পারে।

১৬৮৭। প্রঃ—মছজেদ নামাজ অন্তে সামাজিক কথার আলোচনা করা কি?

উঃ—মছজেদে মোবাহ কথা বলিবার ধারনার তথায় বসিয়া এতৎ-সম্বন্ধে কথা বলে, তবে সকলের মতে মকরূহ হইবে। আর যদি এবাদতের নিয়তে মছজেদে বসিয়া থাকে, তৎপরে মোবাহ কথা বলিয়া ফেলে, তবে সমধিক, যুক্তিযুক্ত মকরুহ হইবে না, কালাম এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

আর মন্দ কথা বলা নিষিদ্ধ। শাঃ ১।৬৩৯, তাইঃ, ১।২৭৮ / হাঃ, শাঃ,

১৬৮৮। প্রঃ—যাহার নিজ জোতের ধান্যের জমিতে ৬ কিম্বা ৭ মাসের খোরাক হয়, পাটের জমিতে দেড় কিম্বা দুই মণ পাঠ হয়। ১০।১২ টাকার বিক্রয় হইতে পারে, একটি দুধের গাভী ২০ কিম্বা ২৫ টাকা মূল্যের আছে, উহার দুধ বিক্রয় করা হয়, দেনাও ৩৫০ আছে দেনা পরিশোধ করিতে হইলে, জমি বিক্রয় করিতে হয়, তাহার উপর ফেৎরা ও কোরবাণী কিনা?

উঃ—ওয়াজেব নহে, দিলে মোস্তাহাব হইবে।

১৬৮৯। প্রঃ—বিবাহ পড়ানকালে মোল্লাজী, ২ টাকা জবরদস্তি কারিয়া লইলে, কি হইবে?

উঃ—যাহা স্বেচ্ছায় দেয়, তাহাই হালাল, তদরিক্ত নাজায়েজ।

১৬৯০। প্রঃ—পারিশ্রমিক লইয়া কোরবাণীর পশু জবেহ করিয়া দিলে, ঐ পারিশ্রমিক লওয়া কি?

উঃ—কোরবাণীর পশুর গোস্ত, কল্লা বা চামড়া পারিশ্রমিক স্বরূপ আদান প্রদান নিষিদ্ধ।

ولا يعطى اجر الجزار منها لانه كبيع শামীর ৫।২৮৭ পৃষ্ঠার হাশিয়া

১৬৯১। প্রঃ—মৃতের গোর নীচের দিকে ধ্বসিয়া গেলে, ঐ গোর পুনরায় মাটি দিয়া পূর্ণ করা কালে, পুনরায় জানাজা পড়িতে হইবে কি না?

উঃ—না।

১৬৯২। প্রঃ—গাঢ় ও তরল নাপাকি যদি কাপড় ও চাটাইতে লাগিয়া যায়, তবে পুকুরের পানিতে কি করিয়া পাক করিতে হয়। বাঁধা পুকুরের পানিকে জারি পানি বলা যায় কি না?

উঃ—নাপাকি দুই প্রকার, প্রথম দৃশ্যমান, যাহা শুষ্ক হওয়ার পরে দৃষ্টিগোচর হয়। যথা—বিষ্ঠা ও রক্ত। দ্বিতীয় অদৃশ্য যথা প্রস্রাব।

যদি প্রথম প্রকার নাপাকি কোন বস্তুতে লাগে, তবে উক্ত নাপাকি চিহ্নসমেত দূরীভূত হইয়া গেলে, উহা পাক হইয়া যাইবে। যে কয়েকবার ধৌত করিলে উহা দূরীভূত হইয়া যায়, সেই কয়েকবার ধৌত করিতে হবে। ইহার কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহা মুহিত ছেরাজিয়া কেতাবে আছে আর যদি অদৃশ্য নাপাকি হয় তবে এরাকের ফকিহগণ বলেন, ধৌতকারী যখন প্রথম ধারনা করে যে, উহা পাক হইয়াছে, তখন পাক হইয়া যাইবে। আর বোখারার ফকিহগণ বলিয়াছেন, তিনবার ধৌত করিলে, উহা পাক হইয়া যাইবে।

একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন, উভয় মত এক। ধৌতকারী পাক হওয়ার প্রবল ধারণা করিলে, পাক হইয়া যাইবে, ইহা মজহাবের গ্রহণীয় মত কিন্তু কয়বার ধৌত করিলে, পাক হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মিতে পারে, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে ফকিহগন বলিয়াছেন তিনবার ধৌত করিলে, প্রবল ধারনা জন্মিতে পারে, কাজেই উভয় মত এক হইল। মনইয়ার টিকা, কাফি, দোরার ও, নবিরোল আবছার প্রণেতা এই মত সমর্থন করিয়াছেন। হেদায়া ও এমদাদ কেতাব হইতে ইহাই বুঝা যায়। সমস্ত মতনের কেতাবে তিনবার ধৌত করার উল্লেখ করা হইয়াছে। শামী, ১।৩০৩।৩০৬।

তিনবার ধৌত করিতে হইলে, প্রত্যেকবার নিংড়াইতে হইবে এবং

তৃতীয়বারে এত অধিক পরিমাণ নিংড়াইতে হইবে যে, উহার পরে পুনরায় নিংড়াইলেও উহা হইতে যেন পানি বাহির না হয়। ইহা জোরার, ইজাহ, শরহে বেকায়া, কাফী ও ফাতাওয়ায় আবুল্লাএছে আছে, কিন্তু দোর্রোল-মোখতার ও কাজিখানে আছে যে, প্রত্যেকবারে অধিক পরিমাণ না নিংড়াইলে জায়েজ হইবে না।

যে চেটাইতে নাপাকি লাগিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, উহা মালিশ করিয়া নরম করার পরে পানি দ্বারা দূর করিতে হইবে। আর যদি এরূপ চেটাইতে নাপাকি লাগিয়া থাকে যে, উহা পানি গ্রাস করে না, তবে উহা কেবল তিনবার ধৌত করিয়া ফেলিলে, পাক হইবে। ইহা মুহিত ও কাজিখানে আছে।

আর যদি উহা এরূপ চাটাইতে লাগিয়া থাকে যে, উহা নাপাকি গ্রাস করিয়া থাকে, তবে ধৌত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বার উহার পর দাঁড়াইয়া পানি নিঃশোষিত করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা ফৎওয়াগ্রাহ্য মত. মনইয়ার টিকা ও কাজিখান। ইহার বিস্তৃত বিবরণ মছলা-ভাণ্ডার দ্বিতীয় ভাগে আছে।

আবদ্ধ পুষ্করিণীকে জারি পানি বলা যায় না, তবে উহা অধিক পরিমাণ হইলে, কোন নাপাক বস্তু পড়িয়া যতক্ষণ উহার তিন গুণের মধ্যে কোন এক গুণ পরিবর্ত্তন না করে, ততক্ষণ পাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। যে জলাশয়ের পানি এত অধিক হয় যে, একদিকে নাপাক বস্তু পড়িলে, অন্যদিকে পৌছিতে পারে না, তাহাকেই অধিক পরিমাণ পানি বলা হয়। দশহাত দৈর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট জলাশয় বড় জলাশয় হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মছলা-ভাণ্ডার প্রথম ভাগে আছে।

১৬৯৩। প্রঃ—নিজের গ্রামে যদি ঈদগাহ না থাকে, তবে নিজ গ্রামের জুমাঘরে ঈদের নামাজ পড়া কি?

উঃ—ময়দানের সর্বসাধারণের ঈদগাহতে ঈদ পড়া ছুন্নত, উহা ত্যাগ করিবে না, অবশ্য দুর্ব্বল ও পীড়িতদের নামাজ পড়ার জন্য একজন খলিফা স্থির করিয়া লইবে। শাঃ, ১।৭৭৭।

১৬৯৪। প্রঃ—এক ব্যক্তি কোন অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করায় সে গর্ভবতী হয়, পরে উভয়কে লজ্জার ভয়ে তওবা করাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবস্থা কি?

উঃ—বিবাহ জায়েজ হইয়াছে, তওবা করান ঠিক ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৬৯৫। প্রঃ—তামাক পান করা কি?

উঃ—বিরাট দল উহা মকরুহ তহরিমি বলিয়াছেন, ইহার বিস্তারিত দলীল মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের 'শোরবোদ্দাখান' কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

১৬৯৬। প্রঃ—কাজী অফিসে একটি স্ত্রীলোককে মাঘ মাসের ১৫ই তারিখে তালাক দেওয়া হইল, কিন্তু স্ত্রীলোকের অলী বলিল, তারিখটা ৩ কিম্বা ৪ মাস পূর্ব্বের তারিখে লিখিয়া দিতে হইবে, কিম্বা—আপনি কোন তারিখ লিখিবেন না, আমরা সুবিধা মত তারিখ লিখিয়া লইব, কাজী তাহাই করিলেন, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—এস্থলে দুইটি কথা আছে, প্রথম যে তারিখে তালাক দেওয়া হইয়াছে, সেই তারিখ ধরিয়া এদ্দত পালন ও দ্বিতীয় নেকাহ করিতে হইবে। কাবিন উল্লিখিত জাল তারিখ ধরিয়া দ্বিতীয় নেকাহ দিলে, এদ্দতের মধ্যে নেকাহ দেওয়া হইবে, ইহা অকাট্য হারাম।

দ্বিতীয় কাজী এই হারাম কার্য্যের সহায়তা করিল, এজন্য কাজী ফাছেক হইয়া গিয়াছে. কোরানে আছে.—

ولا تعارنوا على الاثم و المعدوان ☆

ইছলামী ছালতানাত হইলে, তাহার কাজায়ি বাতীল করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ লোকের নিকট কাবিন ও তালাকরেজিষ্ট্রী করা অনুচিত। তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১৬৯৭। প্রঃ—যদি কোন লোক অসুখের জন্য রোজা না রাখিয়া কিম্বা বিনা ওজরে রোজা ত্যাগ করিয়া মোল্লাকি রক্ষার জন্য তারাবিহ নামাজের এমামতি করে, তবে কি হইবে?

উঃ—যদি অসুখের জন্য রোজা ত্যাগ করে, তবে তাহার এমামতিতে কোন দোষ হইবে না। আর বিনা ওজরে রোজা ত্যাগ করিলে, তাহার এমামতি মকরুহ তহরিমি হইবে।

১৬৯৮। প্রঃ—হারামজাদা সন্তান এবাদতি, পরহেজগার ও কোরআন পাঠকারী, হইয়াছে, তাহার দুইটি পুত্র শিক্ষিত, ইহারা কি দোজখী হইবে?

উঃ—না ইহারা বেহেশতের কাজ করিলে, বেহেশতী হইবে।

১৬৯৯। প্রঃ—হিন্দুর ঘরের ইট খরিদ করিয়া তদ্দ্বারা মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—তাহাদের পূজার ঘর, পায়খানার ঘর বাদ দিয়া অন্য ঘরের ইট খরিদ করিয়া তদ্দ্বারা মছজেদ প্রস্তুত জায়েজ হইবে।

১৭০০। প্রঃ—গান বাজনা শুনিলে কি হইবে?

উঃ—গোনাহ করিয়া হইবে।

১৭০১। প্রঃ—গান গাহিলে ও পুরুষ লোক স্ত্রীলোকের পোষাক পরিলে কি হইবে?

উঃ—মহা গোনাহগার হইবে এবং লা'নতের যোগ্য হইবে।

১৭০২। প্রঃ—পুত্র বধুর লজ্জাস্থানে হাত দিলে কি হইবে?

উঃ—সে তাহার পুত্রের পক্ষে চিরতরে হারাম হইবে।

১৭০৩। প্রঃ—হিন্দুরা পিতা মাতা বা দেব দেবীর নাম যে ষাঁড় ছাড়িয়া দেয়, উহা হারাম, কিন্তু সেই ষাঁড়ের বীর্য্যে যদি গরু পয়দা হয়, তবে কি হইবে?

উঃ—ষাঁড় আছলি হারাম নহে, উহা আয়েজি হারাম, এই হেতু উহার ঔরষজাত গরু হারাম হইবে না, বরং হালাল হইবে।

১৭০৪। প্রঃ—মোরাকাবা করা কালে নিজের পীরের আকৃতি ধারণ করা কি?

উঃ—ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, আমাদের তরিকাতে ইহা করার নিয়ম নাই।

১৭০৫। প্রঃ—পিতা মাতার রুহে ছওয়াব রেছানি উদ্দেশ্যে যে নামাজ পড়া হয়, উহার নিয়ত কি করিতে হইবে।

উঃ—আল্লাহ তায়ালার জন্য নফল নিয়তে উহা পড়িতে হয়, যে কোন প্রকার নামাজ হউক, বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার জন্য পড়িতে হয়, এই নামাজ পড়িয়া উহার ছওয়াব পিতা মাতা রুহে পৌছাইয়া দিতে হয়, ইহাতে পিতা মাতার হক আদায় হয় এজন্য কেহ কেহ উহাতে হুকুমে ওয়ালেদান শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নামাজ ত' আল্লাহতায়ালার জন্য হইয়া থাকে।

১৭০৬। প্রঃ—কেরাত ভুল পড়ে এরূপ এমামের পশ্চাতে নামাজ পড় কি?

উঃ—তাহার পাছে শুদ্ধ পাঠকারী থাকিলে সকলের নামাজ বাতীল হইবে। আর উম্মিরা পাছে থাকিলে নামাজ জায়েজ হইয়া যাইবে।

১৭০৭। প্রঃ—যদি কেহ তাহার শাশুড়ীর দিকে কাম ভাবে নজর করে, তবে কি হইবে?

উঃ—শ্বাশুড়ীর সহিত জেনা করিলে, কিম্বা তাহাকে কাম ভাবে স্পর্শ কিম্বা চুম্বন করিলে, স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যায়। কিন্তু কামভাবে তাহার দিকে নজর করা হারাম হইলেও উহাতে তাহার স্ত্রী হারাম হইবে না।

১৭০৮। প্রঃ—রাত্রে কামভাব স্ত্রীকে স্পর্শ করিতে গিয়া নাবালেগা কন্যার মাথায় হাত পড়িলে, কি হইবে?

উঃ—কিছুই হইবে না।

১৭০৯। প্রঃ—স্ত্রী মারা গেলে তাহার স্বামী ৩ মাস ১০ দিবসের পূর্বে অন্য নেকাহ করিতে পারে কি না?

উঃ—জায়েজ।

১৭১০। প্রঃ—মৃত ব্যক্তিকে কবরের কোন পার্শ্ব হইতে কবরে রাখিতে হইবে।

উঃ—পশ্চিম পার্শ্ব হইতে নামাইতে হইবে।

১৭১১। প্রঃ—আলেম কিম্বা এমামের টকি বায়স্কোপ থিয়েটার দেখা জায়েজ কি না?

উঃ—ইহা দেখা কাহারও পক্ষে জায়েজ নহে।

১৭১২। প্রঃ—যে এমাম ইহা দেখে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি।

১৭১৩। প্রঃ—জেনাকারকে তওবা করান হইল, পরে সে পুনরায় জেনা করিল, এজন্য গ্রাম্য লোক তাহাকে জরিমানা করিলে কি হইবে?

উঃ—জরিমানা করা জায়েজ নহে, তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার স্বভাব ভাল হইলে, সমাজ ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

১৭১৪। প্রঃ—নাভি হইতে হাটুর নীচ পর্যন্ত ঢাকা ফরজ, উক্ত স্থান খোলা রাখিয়া ওজু করিলে, ওজু নষ্ট হয় কি না?

উঃ—ইহাতে ওজা নষ্ট হইবে না।

১৭১৫। প্রঃ—ওজু থাকার ধারণার নামাজ পড়িয়া পরে মনে হইল যে, ওজু ছিল না, এমাতাবস্থায় নামাজ হইবে কি না?

উঃ—নামাজ দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

১৭১৬। প্রঃ—মৃত ব্যক্তির কাফনের উপর কালেমা ও কোরআন শরীফের আয়ত লিখিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—কালি দিয়া লেখা জায়েজ নহে, বিনা কালি আঙ্গুল দিয়া লেখা জায়েজ হইবে—শামী, ১ম জেলদ।

১৭১৭। প্রঃ—তামাক খাইলে ওজু নষ্ট হয় কি না?

উঃ—নষ্ট হইবে না, কিন্তু ওজু দোহরাইয়া লওয়া মোস্তাহাব।

১৭১৮। প্রঃ— [illegible] স্থলে [illegible] পড়িলে কি হইবে?

উঃ—ইহাতে কোরআনের অর্থ পরিবর্তন হইয়া যায়।

১৭১৯। প্রঃ—উট নহর না করিয়া কেবল গলদেশে জবহ করা কি?

উঃ—মকরুহ তঞ্জিহি, শাঃ ৫।২১৩।২০৮, আলঃ ৫।৩১৯।

১৭২০। প্রঃ—যাহার বাম পা রোগে ২।৩ আঙ্গুল কম ও চিকন হইয়াছে, হাটিতে পারে কিন্তু হাটিবার সময় একটু ঝুকে এবং সোজা হইয়া নামাজ পড়িতে পারে, দাঁড়াইতে পারে, তাহার পাছে নামাজ জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

১৭২১। প্রঃ—কোন জুম্মার এমামের বয়স আনুমানিক ৫০।৬০ব বৎসর হইবে, কিন্তু এখনও তাঁহার মুখে দাড়ি হয় নাই। তাহার পিছনে নামাজর পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ, কোন দোষ নাই। শামী।

১৭২২। প্রঃ—কলিমদ্দিন প্রথমে বিবাহ করে। সেই স্ত্রীর দ্বারা সংসার চলে না, সেই জন্য সে আর এক বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। গত পৌষ মাসে কলিমদ্দিনের স্ত্রী তাহার পিতার বাড়ীতে যায়, এমন সময় ঐ মাসে কলিমদ্দিনের আর একটি বিহাহ ঠিক হয়। পাত্রী পক্ষের লোক কলিমদ্দিনের ১ম স্ত্রী থাকিতে বিবাহ দিবে না মনে করিয়া কলিমদ্দিনের অসাক্ষাতে পাত্রী পক্ষের লোক একখানা তালাকানামা লেখে এবং ঐ তালাকনামা খানা বিবাহ মহফেলে আনিয়া কলিমদ্দিনকে সহি করিতে বলে। সে প্রথমতঃ দস্তখত দিতে অস্বীকার করে। তখন কন্যা পক্ষের লোকেরা দস্তখত না দিলে, বিবাহ দিবে না বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপ বিপদ দেখিয়া সে মুখে কোন রকম তালাক শব্দ উচ্চারণ না করিয়া তালাকনামা না পড়িয়া এবং অন্য কেহ সেই

তালাকনামা পড়িয়া তাহাকে শুনায় নাই। এমতাবস্থায় সে মজবুর হইয়া তালাক নামায় দস্তখত করিয়া দেয়। এক্ষেত্রে সে প্রথমা স্ত্রীকে লইতে পারে কি না?

উঃ—সে তাহার প্রথম স্ত্রীকে তিন তালাক হওয়ার জন্য বিনা তহলিলে লইতে পারিবে না, ইহা জবরদস্তির ছুরত নহে, কোন কোন লোককে মারিয়া ফেলার বা অঙ্গ হানি করার ভয় দেখাইয়া তালাক লইলে, সেইটা জবরদস্তি বলিয়া গণ্য হয় এবং ইহাতে মুখে কিছু না বলিলে, কেবল দস্তখত দিলে, তালাক হয় না, আর উল্লিখিত ঘটনা, স্বেচ্ছা মূলক ঘটনা, সে বিবাহ না করিলে ও দস্তখত না দিলে, পারিত, কেহ তাহাকে মারিবার বা অঙ্গ হানি করার ভয় দেখায় নাই, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছায় দস্তখত দিয়াছে, কাজেই ইহাতে মুখে না বলিলেও তালাক হইয়া যাইবে।

১৭২৩। প্রঃ— ☆الرجال قوأمون على النساء☆ এই আয়াতের হুকুম অনুযায়ী বিবাহ বন্ধন রাখা বা ছিন্ন করা স্বামীর জিম্মা, কিন্তু বর্তমানে কাবিনের শর্ত্ত এইরূপ লেখা হয় যে, উল্লিখিত দেন মোহর দিয়া আমি তোমাকে বিবাহ করিতেছি, বিবাহের পর হইতে আমি তোমার ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ হক আদায় করিব ও দ্বিতীয় বিবাহ করিব না। যদ্যপি দ্বিতীয় বিবাহ করি, কিম্বা ভরণ পোষণের কোনরূপ মর্ম্মান্তিক বা শারীরিক কষ্ট দেই, তাহা হইলে কাবিনের শর্ত্তানুযায়ী তুমি নিজেই তিন তালাক বায়েন করিতে পারিবে। অথবা কায়েম রাখা কিম্বা ছিন্ন করা তোমার ইচ্ছাধীন। স্ত্রী উক্ত কাবিনের শর্ত্তানুযায়ী কাজি অফিসে তালাক রেজিষ্ট্রী করাইয়া লইয়া এদ্দত অন্তে অন্য নেকাহ করে, ইহা শুদ্ধ হইবে কি না?

উঃ—একাধিক বিবাহ শরিয়তে জায়েজ, কিন্তু কতক ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ করিয়া একটির সহিত বসবাস করিতে থাকে এবং অন্যটির হক নষ্ট করিতে থাকে, তাহার সহিত বসবাস করা দূরের

কথা খোরপোশ দিতে কুণ্ঠিত হয়, কোরান ও হাদিছে ইহা হারাম স্থির করা হইয়াছে।

এই হেতু প্রথম স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ না করায় শর্ত্ত লিখাইয়া লইয়া রাখে।

পক্ষান্তরে প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা, চির রুগ্না হইলে কিম্বা উন্মাদিনী হইলে দ্বিতীয় বিবাহ করার দরকার হইয়া পড়ে, এই হিসাবে কাবিনে এইরূপ শর্ত্ত লেখাইয়া লওয়া অনুচিত বলিয়া বোধ হয়, যাহা হউক এইরূপ শর্ত্ত লেখা লেখাইয়া লওয়াতে স্বামীর হক সঙ্কোচন করা হয়, যদি দেশের লোকেরা একত্রে ইহার প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হন, তবে সুফল ফলিতে পারে।

যখন স্বামী নিজস্ব তালাক প্রদানের ক্ষমতা স্ত্রীর উপর অর্পন করে তবে এই প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই সে ক্ষমতাশালিনী হইয়া থাকে, মনে ভাবুন, আপনারা লক্ষ টাকা আছে, আপনি উহা ব্যয় করিতে ক্ষমতাবান, পরে যখন উহা অন্য একটি লোককে দান করেন, তখন আপনার ব্যয় করার ক্ষমতা রহিত হইয়া অন্যের হস্তে অর্পিত হয়।

যদি আপনি নিজের জমি অন্যকে দান করেন, তবে সে কি উহা ব্যবহার করার মালিক হইবে না?

মুল কথা, স্বামী তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীর উপর অর্পন করলে সে নিজের উপর বর্ত্তাইতে ক্ষমতাশালিনী হইবে।

১৭২৪। প্রঃ—এমাম যদি কাহারও উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় কিম্বা পরনিন্দা করিতে অভ্যস্ত হয়, তবে তাঁহার কি ব্যবস্থা?

উঃ—যদি এমাম অযথা অপবাদ প্রয়োগ করে কিম্বা যে রূপ গিবত গেল্লা করা নিষিদ্ধ এইরূপ গিবত গেল্লা করে, তবে ফাছেক হইবে। আর প্রকাশ্য ফাছেকের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি শামী।

১৭২৫। প্রঃ—জেনাকারের ভগ্নীকে বিবাহ করা কি?

উঃ—ফাছেকের সঙ্গে রেস্তাদারী করা নিষিদ্ধ। ইহার বহু প্রমাণ কোরাণ হাদিছে আছে।

১৭২৬। প্রঃ—স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তাহার ভগ্নীকে বিবাহ করা কি?

উঃ—স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে তাহার সহদর, বৈপিত্রেয়া, কিম্বা বিমাতা ভগ্নীর সহিত নেকাহ করা হারাম। কোরাণ و ان تجمعوا الاختين ইহার প্রমাণ।

১৭২৭। প্রঃ—একজনার স্ত্রী ৩।৪ মাস যাবৎ পিত্রালয়ে থাকে কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকের পিতা কোর্ট কর্ত্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া একজন ঈদগাহের এমামের সহিত বিবাহ দিয়াছে, এক্ষণে উক্ত এমাম ও বিবাহের মোল্লার কি হইবে?

উঃ—বর্ত্তমান বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের কয়েকটি ধারার আমাদের শরিয়তের সহিত মিল আছে, আর কয়েকটি ধারা শরিয়তের খেলাফ আমি 'বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদ' নামক কেতাবে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

যদি উল্লিখিত ঘটনাকে শরিয়তের খেলাফ বিবাহ বিচ্ছেদ করান হইয়া থাকে, তবে এই নেকাহ নাজায়েজ হইয়াছে, এজন্য ঈদগাহের এমাম ও মোল্লা ফাছেক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

১৭২৮। প্রঃ—যদি স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটায় পিত্রালয় হইতে স্বামীর বাটিতে না যায়, আর স্বামী জিদ করিয়া বলে, আমি তাহাকে আনিব না এবং তালাক দিব না, আর স্ত্রীলোকটি বেপর্দ্দা ও বেশরা কাজ করে, তহে কি হইবে?

উঃ—যদি স্ত্রীর দোষ এইরূপ ঘটে, তবে স্বামীর দোষ হইবে না, আর যদি স্বামীর দোষে এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তবে স্বামীর দোষ হইবে।

প্রত্যেক অবস্থাতেই যদি স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে স্বামীর পক্ষে তালাক দেওয়া জরুরী হইবে।

১৭২৯। প্রঃ—যদি কোন মুছলমান শরিয়ত বিরুদ্ধ কোন হারাম কাজ করার জন্য কছম করে, তবে কি করিবে।

উঃ—উক্ত হারাম কার্য্য করিবে না।

১৭৩০। প্রঃ—যানেপুর গ্রামবাসিগণ এক জাগাতে জুম্মার ঘর তৈয়ার করতঃ ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত জুমার নামাজ পড়ার পর উক্ত ঘরের রীতিমত হেফাজত ও তদবীর না চলার জন্য অন্য জায়গায় ২০ বৎসর জুমার নামাজ পড়ে। আবার সেখানেও উক্তরূপ হেফাজত নাচলায় পুনঃ সেই প্রথম জায়গায় উক্ত ঘর আনিয়া ১০ বৎসর পর্য্যন্ত জুমার নামাজ পড়ার পর পুনরায় উক্ত হেফাজতের অভাবে ৩য় জাগাতে লইয়া যায় এবং তথায় ১৮বৎসর জুমার নামাজ পড়ে। তৎপরে এমাম লইয়া দলাদলী করিয়া একদল এক মৌলভী সাহেব হইতে ফৎওয়া ও আদেশ লইয়া ৪র্থ জায়গাতে আর এক ঘর প্রস্তুত করতঃ আজ ৫ বৎসর যাবৎ জুমার নামাজ পড়িতেছে। ১ম ৩য় জায়গা বেকার রহিয়াছে।

এখন গ্রামের সমস্ত লোক একমত হইয়া জানাইতেছে যে, এই চারি মছজেদের যে মছজেদ শরিয়ত মত ছহিহ হয়, সেই ঘরে জুমা পড়িবে।

অতএব প্রার্থনা এই চার মছজেদের কোন মছজেদের কি হুকুম অর্থাৎ কোম মছজেদে জুমা ও কোন মছজেদে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। আর কোন মছজেদ জেরার হয় কি না? কোন মুফতি সাহেব বলেন, বর্ত্তমান জামানায় কোন মছজেদের প্রতি জেরারের হুকুম দেওয়া ভুল।

উঃ—প্রথম মছজেদটি জামে মছজেদ করিতে হইবে। অবশিষ্ট ২য় ও ৩য় মছজেদ ওয়াক্তিয়া ঘর করিতে হইবে। ৪র্থ স্থানের অবস্থা ভালরূপ না জানিলে, উহার ফৎওয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। যাহারা বলেন, বর্ত্তমান জামানায় মছজেদের জেরার হইতে পারে না, তাহাদের মত একেবারে বাতিল ও বেদয়াত, ইহার অকাট্য প্রমাণ মৎপ্রণীত 'মছজেদ স্থানান্তরিত করার রদ' কেতাব বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

১৭৩১। প্রঃ—'লাওলাকা লামা খালাকতোল আফলাক' ইহা হাদিছ কি না?

উঃ—ইহা জাল হাদিছ, ইহার প্রমাণ মুজয়াতে কবির কেতাবে আছে। শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ও মাওলানা থানাবী ছাহেব নিজ নিজ ফাতাওয়াতে ইহাই লিখিয়াছেন।

১৭৩২। প্রঃ—একজন লোক নিয়ত করিয়াছিল যে, আমার এই গরু কোরবাণী দিব, তৎপরে সেই লোকটি মারা যায়, এখন তাহার স্ত্রী ও দুইটি পুত্র আছে, এখন কাহার নামে কোরবাণী দিতে হইবে?

উঃ—সেই মৃতের পক্ষ হইতে আল্লাহ তায়ালার নামে কোরবাণী করিতে হইবে, মৃতের পক্ষ হইতে কোরবাণী করা জায়েজ হওয়ার কথা হেদায়া কেতাবে আছে।

১৭৩৩। প্রঃ—বিবাহ শাদী উপলক্ষে বরপক্ষের নিকট হইতে যে টাকা লওয়া হয়, উহা বেতন বাবদ এমাম লইতে পারে কি না?

উঃ—বর পক্ষের নিকট হইতে যদি জুলুম ভাবে না লওয়া হয় আর তাহারা সুদখোর না হয়, তবে যাহা লওয়া হয়, হালাল হইবে, উহা এমামের বেতন কিম্বা মছজেদের যে কোন কার্যে ব্যয় করা জায়েজ হইবে।

১৭৩৪। প্রঃ—তিনজন লোকের আছরের নামাজ কাজা হইয়াছিল, মগরেবের সময় জামায়াত করিয়া উহার কাজা পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে। নবি (ছাঃ) এর ফজর কাজা হইয়াছিল, তিনি জামায়াত করিয়া দিবসে উহা কাজা পড়িয়াছিলেন।

শরহে বেকায়া।

১৭৩৫। প্রঃ—যদি কেহ স্ত্রীকে শালি বলিয়া গালী দেয়, তবে ইহাতে দোষ হইবে কি না?

উঃ—গালী দেওয়া গোনাহ ☆ سباب المسلم فسوق হাদিছ কাজেই এজন্য তওবা করা উচিত।

১৭৩৬। প্রঃ— গ্রামের মছজেদ থাকিতে অন্য গ্রামের মছজেদ বড় মনে করিয়া মানসা করা যায় কি না?

উঃ—মক্কা, মদিনা ও বয়তুল মোকাদ্দাছ এই তিন মছদেজ ব্যতীত দুন্‌ইয়ার সমস্ত মছজেদ সমান, দরজাতে ইতর বিষেশ কিছু নাই। দ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত কোন মছজেদের জন্য মানসা করা শেরেক ও হারাম, অবশ্য যদি বলে, আল্লাহতায়ালার জন্য মানসা করিলাম, আর ইহা অমুক মছজেদের খাদেম ও মুছল্লিগণকে দিব, তবে জায়েজ হইবে। কিন্তু দরিদ্র খাদেম ও মুছল্লি ব্যতীত কেহ লইতে পারিবে না। —শামী, ২য় খণ্ড, আলমগিরি, ১।২২৯।

১৭৩৭। প্রঃ—কবরে পদদ্বয় দ্বারা মাটি পালিশ করিয়া দেওয়া কি?

উঃ— ☆ نهى رسول ان تنطى القبور এই হাদিছ দ্বারা উহা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়। কোদালী বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা উহা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

১৭৩৮। প্রঃ—ফরজ নামাজের ৩য় ৪র্থ রাকাতের ভুলে ছুরা ফাতেহা ব্যতীত অন্য কোন ছুরা পড়িলে, ছোহ ছেজদা দিতে হইবে কি না?

উঃ—দোষ হইবে না, ইহাতে ছোহ ছেজদা দিতে হইবে না। শামী, ১।৪৭৭।

১৭৩৯। প্রঃ—মুর্ত্তি পূজাতে পিঁতল ও দস্তায় শুভ দ্বারা নকশা করিয়া থাকে, তদ্বারা বিছানা, চাদর হাত টুপিতে ফুল ইত্যাদি তুলিতে উক্ত কাপড়গুলি ব্যবহার করা কি?

উঃ—মকরুহ হইবে।

১৭৪০। প্রঃ—সাবালিকা মেয়ের বিবাহে উকিল না দিয়া অলির অনুমতিতে বিনা পড়ান জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—উক্ত মেয়ের বিবাহ অনুমতি নেকাহ জায়েজ হইতে পারে না, যদি তাহার বিনা অনুমতিতে কোন ওলী নেকাহ পড়াইয়া দেয়, পরে বালেগা কুমারী মেয়ে উহা শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া থাকে, আর স্বামী সঙ্গম অন্তে বিধবা বিবাহ হইয়াছে, এরূপ বালেগা মেয়ে রাজি হওয়ার কথা মুখে প্রকাশ করে, তবে এই নেকাহ জায়েজ হইবে। আর উল্লিখিত প্রকার সম্মতি পাওয়া না গেলে, উক্ত নেকাহ বাতীল হইবে।

১৭৪১। প্রঃ—শ্বাশুড়ী আর বউ কলহ করিতেছিল, শাশুড়ী বেশী কথা বলিতে পারে না, বউ খুব বকবকী করিতে লাগিলে, শ্বশুরবাটি আসিয়া বউকে খুব মারপিট করিল, ইহা কি?

উঃ—বউ শাশুড়ীকে অন্যায় গালাগালাজ করার জন্য তওবা করিবে ও মাফ লইবে। আর শ্বশুরও তওবা করিবে ও বউর নিকট মাফ লইবে।

১৭৪২। প্রঃ—যদি কোন মুছলমান হিন্দুর শ্রাদ্ধ বাড়ীতে খায় তবে কি হইবে?

উঃ—নাজায়েজ কার্য্য করিয়াছে। ইহার দলীল ফাতাওয়ায় আমিনিয়ার প্রথম ভাগের ৮২ নম্বর মছলার উত্তরে লিখিত হইয়াছে।

১৭৪৩। প্রঃ—মুছলমানগণ অশিক্ষিত, প্রাচীন ইতিহাসের তাহারা কিছুই খবর রাখে না, গান বাজনার নামে তাহারা মাতোয়ারা, আমার অভিপ্রায় মুছলমানের অতীত বীরদের গৌরব কাহিনী থিয়েটার এর মধ্যে দিয়া প্রকাশ করিয়া কুসংস্কার, অনাচার এবং বিধি সমাজ ব্যাধি দূর করা, আমরা অতীতে কি ছিলাম, সেই অতীত ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনী আমরা থিয়েটার এর ভিতর দিয়া ওদের সামনে

খুলিয়ায় ধরিব। দেখি কোন পবিরর্ত্তন সম্ভব হয় কিনা? আমরা যে গান গাইব সব ইছলাম গান হইবে। ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—থিয়েটার একটা ক্রীড়া কৌতুক জনক বিষয়।

আল্লাহ বলেন, افحسبتم انما خلقنا كم عبثا ☆

"তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদিগকে ক্রীড়া কৌতুককারী সৃষ্টি করিয়াছি?"

ইহাতে খেলা-ধুলা, ক্রীড়া, কৌতুক সমস্তই নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইল। খেলা-তামাসা এবং আমোদ প্রমোদ দ্বারা কোন জাতিকে উন্নত করা যায় না।

থিয়েটারে কতকগুলি দুশ্চরিত্রা যুবতী, সঙ্গীত করিয়া থাকে, হজরত নবি (আঃ)এর হাদিছে আছে, গায়িকাদের সঙ্গীত করা কিম্বা তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করা খোদার আজাব ঘূর্ণী-ব্যাতা, ভুমিকম্প, জমি ধ্বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি নাজেল হওয়ার অবলম্বন স্বরূপ।

স্থুল বিশেষ পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের সাজে সজ্জিত হইয়া ইহা করিয়া থাকে। হজরত এইরূপ আকৃতি পরিবর্ত্তন করা অভিসম্পাতের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রোতাদের কাম প্রবৃত্তি এইরূপ বেশ্যা-প্রকৃতির স্ত্রীলোকদের কিম্বা স্ত্রী-রূপীদের দর্শনের অধিক হইতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া থাকে।

থিয়েটার ও বায়স্কোপ কোম্পানী দুঃর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করিয়া দুঃর্ভিক্ষের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দস্যু ও বদমায়েশের দল ইহাতে স্ত্রীলোকদিগকে হরণ ও ধর্ষণ তাহাদের অলঙ্কার রাশিকে লুণ্ঠন করার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। বোম্বেটো প্রকৃতির ছেলেরা এই থিয়েটার দেখিতে এত মাতোয়ারা হইয়া থাকে যে, অর্থাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহাতে মুছলমানেরা অপব্যায়ের পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।

সঙ্গীত চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করে না, বরং কাম রিপু উত্তেজিত করিয়া থাকে।

এমাম এবনো হাজার আস্কালানী লিখিয়াছে,—

সঙ্গীত স্থির-চিত্তকে বিচলিত এবং গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে।

এমাম নবাবী বলিয়াছেন, সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র, সঙ্গীত কারীদল প্রায় পুংসঙ্গম এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া থাকে, এই হেতু খোদা ও রাছুল এইরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে হিন্দু নরপতিগণ আমোদ প্রমোদে এরূপ মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, তাহাদের রাজ্য রক্ষার শক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। মুছলমানগণের আক্রমণ করা কালে হিন্দুগণ আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। আবার মুছলমান বাদশাহগণ আমোদ প্রমোদে মাতোয়ারা হইয়া পড়েন, এইহেতু তাহাদের রাজ্য রক্ষা করার শক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। কাজেই ইংরেজগণ তাহাদের দেশ অধিকার করেন। এইরূপ যে কোন সম্প্রদায় আমোদ প্রমোদ বিভোর হইয়া পড়ে তাহাদের সাহসিকতা এবং কর্ম্ম শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রাজ্য রক্ষা করার শক্তি থাকে না।

থিয়েটার ও গান কুসংস্কার, এক কুসংস্কার প্রশ্রয় দিয়া অন্য কুসংস্কার দুরীভুত করার দাবী করা যেরূপ গোবিষ্ঠা দ্বারা স্থান ও বস্ত্র পবিত্র করার হাস্যকর প্রচেষ্টা, উভয়টী সমান হারাম। হারাম অর্থ দান করিয়া কি গোনাহ ক্ষয় হইতে পারে?

সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য বিবাহ শাদী অপরিহার্য্য তাই বলিয়া কি বেশ্যার সহিত কাম রিপু চরিতার্থ করিয়া কি সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে?

কোরান ও হাদিছ অবলম্বন ওয়াজ করিয়া কিম্বা মুছলমানগণের অতীতের গৌরব কাহিনী লেখনী অথবা বক্তৃতা দ্বারা প্রকাশ করিয়া কি উক্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সম্ভব হইতে পারে না?

১৭৪৪। প্রঃ—একজন মুনশী বলে যে, তালাক দিবার নিয়ত না করিয়া যদি কেহ "তালাক দিলাম" বলে, তবে তালাক হইবে না। কেবল প্রবঞ্চিত করিয়া যদি কাহারও মুখ হইতে তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম ইত্যাদি বাহির করায়, তবে সেই ব্যক্তির বিবি তালাক হইবে না। তালাকের শর্ত্ত নাকি বিবির সঙ্গে এজাফত। সেই বায়ানি, অথবা মা'নবী হওয়া চাই, এবিষয়ে শরিয়তের সুসঙ্গত মত ও বিধান কি?

উঃ—তালাক দিলাম, ইহা ☆ صريح স্পষ্ট তালাক, ইহাতে তালাকের নিয়ত না করিলেও তালাক হইবে।

☆ ان الصريح لا يحتاج الى نية ☆ শামী, ২।৫৯৩।

একটি লোক তালাকের অর্থ জানে না, অপর একটি লোক প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার মুখ হইতে "তালাক দিলাম" শব্দ উচ্চারণ করাইয়া লইল, এই অবস্থায় কি হইবে, তাহাতে মতভেদ হইয়াছে, আওজ জান্দি ফকিহগণ বলিয়াছেন, ইহাতে তালাক হইবে না, অন্যান্য ফকিহগণ বলিয়াছেন, কাজির বিচারে তাহার তালাক হইয়া যাইবে।

عما اقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعنله فلا يقو اصلا على ما افتى به مشائخ اوزجند صيانة عن النلبيس و غير هم عن الوقوع قضاء فقط☆

শামী, ২।৫৯৩।

স্ত্রীর দিকে [illegible] (সম্বন্ধ) করা তালাকের শর্ত্ত, কিন্তু এজাফত হওয়া জরুরী নহে। অস্পষ্ট এজাফত হইলেও তালাক হইয়া যাইবে, ইহাতে এজাফতে মায়ানাবিয়া বলা হয়।

যদি স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন হইতেছে, এমতাবস্থায় স্বামী বলে, তালাক দিলাম, তবে এস্থানে স্পষ্ট এফাজত না হইলে ও তালাক হইবে। স্ত্রীর শ্বশুর স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য কিম্বা স্বামীর শ্বশুর উহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে, এমতাবস্থায় স্বামী তালাক দিলাম বলিলে, তালাক হইবে, এস্থানে এজাফতে মায়ানাবিয়া পাওয়া গেল।

ইহার বিস্তারিত দলীল ফাতাওয়ার আমিনিয়ার তৃতীয় ভাগে ৮৪২ নম্বর মছলার জওয়াবে লিখিত হইয়াছে। দুই এক পাতা "মেফতাহল জান্নাত' পড়িয়া তালাকের ফতোওয়া দিতে যাওয়া কোন মুনশীর পক্ষে ঘোর অন্যায়।

১৭৪৫। প্রঃ—একটি লোকের মাত্র একখানা ঘর আছে, কিন্তু তাহার দুইটি স্ত্রী বিদ্যমান, বিনা পর্দ্দা বা বেড়া উভয় স্ত্রীকে এক ঘরে লইয়া বাস করা কি? একজন বলিল, ইহা হারাম, কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিল, যে ব্যক্তি ইহা হারাম বলে সে কাফের। দুই ঘরে দুই স্ত্রীকে রাখা কিম্বা একঘরে পর্দ্দা করিয়া কিম্বা বেড়া দিয়া দুই স্ত্রীকে রাখা কাপুরুষের কীর্ত্তি। একজন বলিল, এই মছলা কোন উপযুক্ত মাওলানা সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করা হউক, ভাল উত্তর পাওয়া যাইবে। ইহাতে যে ব্যক্তি বলিল, যাহার নিকট লিখিতে বল, তাহার বাবা আমার ঘরে আছে। এইরূপ অশিষ্ট উক্তিতে দোষ হইবে কি না?

উঃ—প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক একটি পৃথক বাসঘর দেওয়া ওয়াজেব, উহার মধ্যে স্বামী কিম্বা স্ত্রীর বালেগ ও বালেগা কোন আত্মীয় না থাকে, উহা খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া রাখার অধিকার তাহার থাকিবে, যদি সেই গরে স্বামীর মাতা ভগ্নি, কন্যা অথবা তাহার সতীন থাকে, তবে স্ত্রী দাবী করলে, পৃথক ঘর দেওয়া ওয়াজেব হইবে, কেননা স্ত্রীর সহিত স্বেচ্ছামত দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করা অন্যের উপস্থিতিতে সম্ভব হয় না। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

ছদরোশ-শহীদ মোলতাকাতে লিখিয়াছেন, এক বাটির মধ্যে দুই স্ত্রীকে রাখিতে ইচ্ছা করিলে, প্রত্যেক স্ত্রীর পক্ষে পৃথক পৃথক ঘর তলব করা ওয়াজেব, কেননা পৃথক পৃথক ঘর ব্যতীত স্বামী স্ত্রীর সুখ-সম্ভোগ হইতে পারে না।

মোলতাকাত ও তছনিছে আছে-স্ত্রী ও মাতাকে একঘরে রাখিতে পারে না। কেননা ঘরে অন্য কেহ থাকিলে, স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা মকরুহ (তহরিমি)। শামী, ২।৯১২।৯১৩।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, যদি কোন দরিদ্রের একখানা মাত্র ঘর থাকে এবং তাহার দুইটি স্ত্রী থাকে, তবে কি করিতে হইবে হজরত বলিয়াছেন।

اذا لم تستحی فاصنع ماشئت ☆

"যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার।'

আরও তিনি বলিয়াছেন ঃ—

الحياء من الا يمان و الايمان فی الجنة و البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار☆

"লজ্জাশরম ঈমানের একাংশ ঈমান বেহেশতে প্রবেশ করিবে নিলর্জ্জতা অহিত কার্য্য, অহিত কার্য্য দোজখে প্রবেশ করিবে।"

মেশকাত, ৪৭৪ পৃষ্ঠা ঃ—

'কেয়ামতের শেষ চিহ্ন এই যে, লোকেরা প্রকাশ্যভাবে লোকের সাক্ষাতে স্ত্রী সঙ্গম করিবে।' শামী কেতাব হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লোকের সাক্ষাতে স্ত্রী সঙ্গম করা মকরুহ তহরিমি। এক্ষেত্রে দুই স্ত্রী এক ঘরে রাখা প্রয়োজন হইলেও মধ্যস্থলে পর্দ্দা দেওয়া কিম্বা বেড়া দেওয়া ওয়াজেব।

ইহাতে কাপুরুষতা বলা ধৃষ্টতা ও গোনাহ ব্যতীত আর কি হইবে? আলেম মাওলানাদের উপর অবজ্ঞা করা কাফেরি কার্য্য ইহা শরহে ফেকহ আকবর ও মাজ-মায়োল আনহোরে আছে

১৭৪৬। প্রঃ—একজন উম্মি লোক বলে যে কোন বোজর্গ লোকের ও মাওলানা কেরামত আলি সাহেবের কবর ভাঙ্গিয়া ফেলা জায়েজ, ইহাতে আমার কোন গোনাহ হইবে না, এই লোকটি এবনো তায়মিয়ার শ্রেণী ভুক্ত কি না?

উঃ—এই সম্পর্কে এমামোল-ওয়াক্তি মালেকোল-ওলামা হজরত মাওলান আব্দুল বারী ফেরেঙ্গী মহল্লি ছাহেবির মন্তব্য এই যে—ইহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, নবি (ছাঃ) বায়াতুর রেজওয়ানকালে যে বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, হজরত ওমর (রাঃ) উহা পূজা হওয়ার আশঙ্কাতে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কথিত হয় নাই যে, ছাহাবাগণের জামানাতে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যে মছজেদগুলি ছিল, উক্ত হজরত তৎসমস্ত উৎপাটন করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, অথচ তিনি তৎসমস্তের জিয়ারত করা পছন্দ করিতেন না, তিনি নিজের সঙ্গিদিগকে বলিয়াছেন, যদি নামাজের ওয়াক্ত হয়, তবে এই স্থানে নামাজ পড়িয়া লও। আর বলিয়া ছিলেন, প্রাচীন উম্মতেরা এই জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাহারা এইরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ স্থানগুলিকে এবাদতগাহ বানাইয়া ছিল। উক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রামানিত হয় যে, ছাহাবাগণের জামানাতে লোকেরা তৎসমুদয়ের জিয়ারত করিতেন, তাঁহার কঠোরতা সত্ত্বেও তিনি লোকদিগকে জিয়ারত ও নামাজ হইতে বাধা দেন নাই, মছজেদগুলিকে ভাঙিয়া ফেলেন নাই। প্রত্যেক অবস্থাতে মছজেদ সম্মানার্থ,. বিশেষতঃ যে মছজেদগুলি মোতাবারেক স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। আমি বুঝিতে পারি না, নজদি দল ইহা কেন করেন? মাজারের গুম্বুজগুলি ও মছজেদগুলি কেন ধ্বংস করেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের মধ্যে

প্রাচীন অজ্ঞতা এখনও বর্ত্তমান আছে। কবর সমূহের নিকটে মছজেদ প্রস্তুত করা সমস্ত আলেম জায়েজ বলিয়াছেন, কোরআন শরিফে ইহা জায়েজ হওয়া নিম্নোক্ত আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয়—যাহা "হামদার্দ্দ পবিত্রতা উল্লেখ করিয়াছেন। উহা ছুর কোহাফের আরত,—

فقالوا ابنوا عليهم بنيانا و بهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امو
هم لنتخذن عليهم مسجدا ☆

"অনন্তর তাহারা বলিল তাহাদের, উপর (আছহাবে কাহাফের উপর) দালান প্রস্তুত কর, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ। যাহারা তাহাদের কার্য্যের সম্বন্ধে পরাক্রান্ত হইয়া পড়িল, তাহার বললি, সত্যই আমরা তাহাদের নিকট মছজেদ প্রস্তুত করিব।

আপনি গবেষণাপূর্ব্বক লক্ষ্য করুন, ঐ মছজেদ প্রস্তুত কারিগণ উৎকৃষ্ট মতধারী, এবং সাধু প্রকৃতির লোকছিলেন, ইহা তফছির করিব হইতে বুঝা যায়। তাহারা মুছলমানদিগের জন্য মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা মাদারেক হইতে বুঝা যায়। আপনি নিজে লক্ষ্য করুন, لنتخذن عليهم مسجدا ☆ (নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট মছজেদ বানাইব) কোরআন শরিফে বিনা এনকার ও বিনা প্রতিবাদে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। আরবি على শব্দের অথ عند এই হেতু তফছির কারকগণ বলে, গর্ত্তের দ্বার দেশে বানান হইয়াছে। ইহার বিপরীত । (এবনো-কাছির) যে হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, উহা এই اتخذوا ابور انبياء هم مساجد ☆ ইহার অর্থ—প্রাচীন উম্মতগণ নবিগণের কবরগুলি ছেজদা স্থল বানাইতেন। কবরগুলিকে মছজেদ বানান, আর কবরের নিকট মছজেদ বানান পৃথক পৃথক বিষয়। ইহাতে কোরআন ও হাদিছের মধ্যে বৈষম্যভাব থাকিল

না, এই হেতু আমরা কোরআনের উপর আমল করিয়া থাকি, হাদিছের উপর ও আমল করিয়া থাকি, এই হেতু আমরা বলি কবরের নিকট ও নেক লোকের সান্নিধ্যে মছজেদ প্রস্তুত করা উত্তম কার্য্য। পক্ষান্তরে গোরের উপর মছজেদ বানান জায়েজ। প্রথম কথা কোরআন হইতে ও দ্বিতীয় কথা হদিছ হইতে সপ্রমান হইয়াছে।

খাফাজী ও রুহোল-মায়নি লেখকের মতে এতদুভয়ের মধ্যে আছমান ও জমিনের পার্থক্য আছে। রুহোল-মায়ানি লেখকের মধ্যে অহাবিএতের গন্ধ আছে। তাঁহার কথা তাঁহার বেদয়াত মতগুলির সহায়তা কল্পে গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না। বয়জবী ও এমাম রাজি প্রভৃতি যাহা প্রকাশ করেন তাহাই শক্তিশালী মত।

আলুছি যে দলীল বর্ণনা করিয়াছেন, উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এবনোকছিরের লিখিত মন্তব্যের উপর গবেষণা করিলে, ইহা প্রকাশিত হইবে যে, গোরগুলিকে মছজেদ বানান ও তৎসমুদয়ের এবাদত করা পৃষক বিষয়। আর গোরগুলির নিকট মছজেদ বানান পৃথক বিষয়। নবি (ছাঃ) এর গোরস্তানে বিশেষতঃ শবেবরাতের ছেজদা করা অসংখ্য রেওয়াএতে আছে।

এক্ষণে বাকী থাকিলে কবরগুলির গুম্বজ প্রস্তুত করার মছলা। আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, কোরানের কোন আয়াত ও কোন হাদিছে ইছা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ নাই। কেবল এই হাদিছ نهى رسول الله صلعم عن البناء على القبو و ☆ অর্থাৎ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কবর সমুহের উপর দালান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই হাদিছটি দাবি প্রমাণ করিতে যথেষ্ট নহে। ইহা জানা যায় না যে, এই নিষেধের মর্ম্ম কি? মকরুহ-তহরিমি, কিম্বা তঞ্জিহি। প্রকাশ্য মত এই যে, উহার মর্ম্ম মকরুহ-তঞ্জিহি। যেরূপ তিনি এই ধরণের বলিয়াছেন,.

نهى رسول الله صلعم عن تشديد البناء ☆ "নবি (ছাঃ) ঘরবাড়ী দৃঢ় করিতে নিষেধ

করিয়াছেন।" এই নিষেধ প্রকাশ্য মতে মকরুহ তঞ্জিহি, নচেৎ সমস্ত বড় বড় এমারত উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

আরও গোরের উপর দালান প্রস্তুত করার অর্থ কি? উহার পার্শ্বে কিছু প্রস্তুত করা কিম্বা উহার উপর কিছু প্রস্তুত করা, ইহা সম্ভব যে শব্দের অর্থ হয় কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইহা মাজাজি (অপ্রকৃত) অর্থ, এইহেতু ইহাতে কবরের উপর দালান নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যাইবে, কেননা হকিকি ও মাজাজি উভয় অর্থ একত্রে গৃহীত হইতে পারে না। যদি উহার মাজাজি অর্থ গ্রহণ করাও হয়, তবে বলা হইবে যে, ইহা সাধারণ গোরের অবস্থা বিশিষ্ট গোরগুলির এইরূপ ব্যবস্থা নহে। এই বৈশিষ্টতা আলেমগণের এবারত হইতে বুঝা যায়।

আর স্বয়ং নবি (ছাঃ) এর মাজার হইতে এই বৈশিষ্টতা সপ্রমাণ হয়, কেননা উহা হজরত আএশা (রাঃ)র ছাদ বিশিষ্ট হোজরায় মধ্যে ছিল, তখন ত গুম্বজ বিশিষ্ট মছজেদ ছিল না, মছজেদের অবস্থা যেরূপ ছিল, হজরত আয়েশা (রাঃ)র হোজরার সেইরূপ অবস্থা ছিল হজরত ওমার (ছাঃ) উক্ত হোজরার সংস্কার করাইয়াছিলেন। হজরত ওমার বেনে আব্দুল আজিজ নুতন করিয়া উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ছাহাবাগণের সময় বিনা বাদ-প্রতিবাদে কবরগুলির উপর গুম্বজ থাকা সপ্রমাণ হইয়াছে। কেহ উহা বিরুদ্ধাচরণ করিলেও উহা মকরুহ-তঞ্জিহি ভাবে ছিল, যেহেতু মকরহি তঞ্জিহির মুল মর্ম্ম না করা উত্তম হওয়া বুঝা যায়। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, দালান, কোঠাতে উন্নতি হইতে থাকিলে জীবিত ও মৃতদের অবস্থা একই প্রকার।

ইহা জানা দরকার যে আরবী নিষেধ ব্যঞ্জক لا تفعل "তুমি করিও না', ইহাতে হারাম সাব্যস্ত হইতে পারে, কিন্তু نهى শব্দ যাহার অর্থ বাধা দেওয়া, বিনা 'করি না, قرينه উহা দ্বারা

হারাম সপ্রমাণ হওয়া গ্রহণযোগ্য নহে, নচেৎ এই শব্দ দ্বারা গরম পানি পান করা, প্রত্যেক দিবস কেশবিন্যাস করা ও রৌদ্রে বসিয়া থাকা নিষেধ করা হইয়াছে এবং দুগ্ধবতী জন্তুগুলি জবহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কাজেই এই সমস্ত বিষয় হারাম হইয়া যাইবে অবশ্য কতক হারামকে এই (نهى) শব্দ দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে, ইহার হারাম হওয়া অন্যান্য দলীল হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে, এই হেতু ইহার প্রতি হারাম হওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, نهى শব্দ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয় নাই। নিষেধের প্রথম শ্রেণী মকরূহি তঞ্জিহি ও ইহা না করা উত্তম, ইহাই মর্ম্ম হইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা করিলে চলিবে না, যে কার্য্য নাকরা উত্তম , ইহা অন্য ব্যাপারের জন্য বিনা জরুরী কারণে উত্তম কার্য্যরূপে পরিগণিত হয়, বরং ওয়াজেব কার্য্যের ভুমিকা হইলে ওয়াজেব হইয়া যায়, উহা হারাম হইতে পারে না—যাহা রহিত করা জরুরী হইতে পারে, বরং কাজী শওকানীর মতানুসারে হারাম জান্নির উপর মৌনাবলম্বন করা উচিত। যাহারা গোরের উপর গম্বুজ বানান হারাম হওয়ার মতো ধারন করেন, তাহারাও এ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করার মতকে অগ্রগণ্য ধারনা করেন। আমি আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা আবদুল হাই লাখ্‌ নবীর অনুসরণে ইহা মকরুহ তঞ্জিহি হওয়ার মত ধারণ করিয়াছি। কারণ তিনি সাধারণ আলেম ও বোজর্গান নেককার দিগের গোরে গুম্বজ বানান উত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ফকিহগণের এবারতে কিম্বা মোজতাহেদগণের কওলে হারাম হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায় না? ফকিহগণের রেয়ওরাএত অধিকাংশ স্থলে عام ব্যাপক উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু কোন قيد শর্ত্তের সহিত জড়ীভুত হইয়া থাকে, কোন না কোন বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে এই শর্ত্তের কথা উল্লেখিত হইয়া থাকে, এই ব্যাপক আহকামের শর্ত্ত ফেকাহতে বর্ত্তমান আছে।

যদি বিনা কোন উপকারে কবরে এমারত করা হয়, তবে মকরুহ তঞ্জিহি হইবে। যদি অক্‌ফ করা জমিতে কিম্বা অন্যের জমিতে উহা করা হয়, তবে হারাম হইবে। আর যদি ইহার দ্বারা কোন উপকার লাভ হয়, তবে মকরুহ হইবে না, বরং উত্তম হইবে। উপকারগুলির মধ্যে এই যে যাহারা জিয়ারত করিতে উপস্থিত হয়, তাহাদের শান্তি হয়, লোকদের চক্ষে গোর বাসিদের সম্মান প্রকাশ হয়, ইত্যাদি।

গোরের উপর গুম্বজ করার অবস্থা অবিকল মছজেদ গুলির অবস্থা। অলিদের প্রস্তুত করা মছজেদকে আবান বেনে ওছমান না পছন্দ করিয়াছিলেন, প্রাচীনদিগের জামানাতে যে গৌরবান্বিত মছজেদগুলি ছিল, যদি তৎসমস্ত উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়, তবে ইহা ছুন্নত হইবে, কিম্বা বেদায়াত হইবে। আমার নিকট উহা বেদয়াত হইবে, কেননা এইরূপ দুনইয়ার দৃঢ়তা নবি (ছাঃ) নিজের রীতি অনুসারে ও আয়ের স্বল্পতা হেতু নিষেধ করিয়াছিলেন, নচেৎ ইহা এমন কোন বিষয় নহে যে, নিষেধ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে ইহা দাবী করা যে, তথায় বেদয়াত কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে, যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয়, তবে উহা নিষেধ করা যাইতে পারে। যদি বাড়ীতেও উন্নত অট্টলিকাতে হারাম কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তবে ঘরবাড়ী ও অট্টালিকা উৎপাটিত করিয়া ফেলা হয় না। যদি কাহারও বাড়ী ও অট্টলিকা উৎপাদিত হয়, তবে তাহার অবমাননা করা হয় কিনা?

তৃতীয় গোরকে পোক্ত করার মছলা, আমি এস্থলে মত এবং আমার বোজর্গ দাদা মাওলানা আবদুর রাজ্জাক ছাহেবের এবারত উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিতেছি,—

আনওয়ারে গায়বিয়া, মোজতাবায়ি প্রেসে মুদ্রিত, ৩ পৃষ্ঠা,—

গোর শরীরের তুল্য হইয়া থাকে, জীবিত লোকদের শরীরের যে ব্যাপারগুলি করিলে আত্মার যন্ত্রনা হইয়া থাকে, দফনের পরে ঐরূপ

কার্য্যগুলি করিলে আত্মার যন্ত্রণা হইয়া থাকে। জীবিতের সঙ্গে যে কার্য্য করিলে, রুহের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। মৃতের জীবিতাবস্থায় তাহাদের যেরূপ তা'মিজ তওকীর করা হইয়া জরুরী, কিন্তু যেরূপ তা'জিম তওকীর শরিয়তে নিষিদ্ধ, উহা প্রত্যেক সময় নিষিদ্ধ। স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করা উদ্দেশ্যে পোক্তা কবর বানান জায়েজ।"

আল্লামা আস্কালানী প্রকাশ করিয়াছেন যে কাফেরদের গোর খনন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মুছলমানদের গোর খুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, বরং কতক প্রাচীন ফকিহ কাফেরদের গোর খনন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া নাজায়েজ বলিয়াছেন। মুছলমানদের গোর খুড়িয়া ফেলাতে সকলেরই মতে গোরবাসিদের অবমাননা করা হয়।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সাধারণতঃ কবর জমির অপেক্ষা উচ্চ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ নবি (ছাঃ) এক গোর এক বিঘাত কিম্বা কিছু কম-বেশী উচ্চ ছিল, হুজুরের মাজার মাহিপোশ্‌ত ছিল, কিম্বা চৌকোনা ছিল, তিন এমাম প্রথম মত ধারণ করিয়াছেন, এমাম শাফেয়ি শেষ মত ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু একদল অন্যদলের মতে উপর আমল করা জায়েজ মনে করেন, অবশ্য কোনটি আফজল ও মছনুন ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

এস্থলে হযরত আলির হাদিছ ব্যতীত অন্য কোন হাদিছ নাই, ইহা বুঝা যায় যে, হজরত আলিকে কোন্ গোরগুলি সমান করিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল, তবে প্রকাশ্যমত এই যে, কাফেরদিগের গোরগুলির জন্য এইরূপ হুকুম হইয়াছিল কেননা সেই সময় তাহাদের গোর সকল ছিল, উহা সমান করার কারণ হয়ত ইহা পূজা করার জন্য ছিল, কিম্বা অন্য কিছু ছিল, কি পরিমাণ উচ্চ হইলে, উহা সমান করা হইবে তাহা উল্লিখিত হয় নাই, কোন বস্তুর সমান করা হইবে, তাহাও জানা যায় না, হাদিছে আছে।

ولا متشرفا الا سويته ☆

"কোন উচ্চ গোর পাইলেই উহা সমান করিয়া দিবে।"

প্রকাশ্য মত এই যে, উচু গোরের অর্থ উক্ত গোর যাহা-নিয়মের থাকে, গোরের সহিত সেইরূপ তা'জিম তওকীর পালন করা নবি (ছাঃ)-এর গোরকে জমির সমান করিয়া দেওয়া হইত।

ইহা স্বত্বঃসিদ্ধ যে, অধিকাংশ আহলে ছুন্নত জামায়াত এই হাদিছটি গ্রহণযোগ্য স্থির করেন নাই, ইহা কতকের মত, কেননা ইহা—সমস্ত হদিছ ও কার্য্যের বিপরীত। নবি (ছাঃ) এর সম্মুখে হজরত বেলাল হজরত এবরাহিমের কবর বানাইয়াছিলেন এবং উহার উপর পানি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, ইহাতে পানি মিশ্রিত মৃত্তিকা (কর্দ্দম) দ্বারা গোর প্রস্তুত করা জায়েজ হওয়া প্রমাণিত হয়।

যদিও পোক্ত কবর বানান মকরুহ তাঞ্জিহি, কিন্তু স্মৃতি চিহ্ন রক্ষার্থে নবি (ছাঃ) হজরত ওছমান বেনে মজউনের গোরের উপর প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা এতবড় প্রস্তর ছিল যে, হজরত (ছাঃ) যাহাকে উহা উঠাইয়া আনিতে বলিয়াছেন, তিনি উহা উঠাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তখন নবি (ছাঃ) স্বয়ং উহা উঠাইতে তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতে পোক্তা কবর প্রস্তুত করা জায়েজ হওয়ার দলীল গ্রহণ করা হয়।

আর যে হাদিছে পোক্তা গোর করা নিষেধ করা হইয়াছে—উহা হয় মকরুহ তঞ্জীহ হইবে, না হয় মনছুখ হইবে, কেননা প্রথম অবস্থাতে গোর জিয়ারত করা নিষেধ করা হইয়াছিল, যখন উহা জায়েজ হইয়া গেল, তখন গোরগুলি স্থায়ী রাখা জায়েজ হইয়া গেল।

গোরের উপর কিছু লেখা নিষেধ করা হইয়াছে। এমাম আজম এই প্রস্তর স্থাপন করার হাদিছ হইতে কিছু লেখা জায়েজ হওয়ার হুকুম দিয়াছেন, কেননা নবি (ছাঃ) এর উদ্দেশ্যে গোরের স্মৃতি চিহ্ন

রক্ষা করা। এইজন্য ফকিহগণ নরম মৃর্ত্তিকাতে শোক্তা কবর করার আদেশ দিয়াছেন, এমন কি কতক ফকিহ লৌহের তাবুতের অনুমতি দিয়াছেন।

কেহ কেহ কবরের উচ্চতা সম্বন্ধে কোন সীমা স্থির করেন নাই, বিশেষতঃ শরিফদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইহার হারাম কিম্বা মকরুহ তহরিমি হওয়া সম্বন্ধে কোন দলিল নাই। এমন কি কাজী শওকানি লিখতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কবরের উচ্চতা সংক্রান্ত হারাম হওয়া জান্নি, এই হেতু এ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করা জায়েজ, কাজেই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলার কারণ কি?

মূল কথা আমরা গোরের অবমাননা করা জীবিতদের অবমাননা করার তুল্য ধারণা করি, ইহা কোন সাধারণ বিষয় বলিয়া ধারণা করি না।"

লাখনুর মাদ্রাসা আলিয়া নেজামিয়ার হেড মোর্দারেজ মাওলানা মোহাঃ এনায়েতুল্লাহ ছাহেব উক্ত 'হোঁদায়া' পুস্তকে লিখিয়াছেন;—

মাওলানা আবদুল হাই ফরুকী লিখিয়াছেন, কোরান পাকে গুম্বজ ও মাজার ইত্যাদির আহকাম নাই, এক আয়ত দ্বারা উহা জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত হয়, কিন্তু এবনো-কছির ও আলুছির মতানুসারে উহা গ্রহণযোগ্য নহে। তৎপরে তিনি হাদিছ ও ফেকহ হইতে উহা নাজায়েজ হওয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি ইহা সপ্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি যে, কোরান, হাদিছ এজমায়ে উম্মত ও ফেকহের কোন দলীল দ্বায়া গোরের উপর গুম্বজ ও কবরগুলি জমি অপেক্ষা উচ্চ করা এবং উহার নিকট মছজেদ বানান হারাম হওয়া দূরের কথা মকরুহ তহরিমি হওয়ার সপ্রমাণ হয় নাই। কাজেই উহা উৎপাটিত ও ধ্বংস করিয়া ফেলার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বরং মুছলমানদিগের মধ্যে ফাছাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় ও কবরগুলি অবমাননা করার সন্দেহে কবর ও গুম্বজগুলি ধ্বংস করা

হইতে বিরত থাকা ইছলাম হিতৈষী-লোকদের রীতি হওয়া উচিত। প্রথমে আমি মাওলানাকে বলিতে চাহিতেছি, কোরাণ শরিফের যে আয়ত তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, অর্থাৎ অতিরিক্ত উচ্চ করা হইয়াছিল। এইরূপ মর্ম্ম না হইলে, হজরত

فقالوا ابنوا علهم بنانا ربهم اعلم بهم قال الذين غليوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ☆

উহা আপনার একরার অনুসারে দাবির বিপরীত, এবানো কাছির ও বর্ত্তমানের আল্লামা আলুছির এবারত কোরআনের প্রতি যোগিতা করিতে যথেষ্ঠ সহায় হইতে পারে না, মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মতানুসারে হাদিছে মোতাওয়াতের দ্বারা কোরানে প্রতিযোগিতা করা যাইতে পারে না। কাজেই তফছির কারকদিগের এবারতগুলি ও এক অপ্রসিদ্ধ হাম্বলী আলেমের কথা কিরূপে গ্রহণ যোগ্য হইবে।

আরও আল্লামা আলুছির এবারতগুলির দ্বারা দলীল পেশ করা ও মোহাম্মদ বেনে আবদুল অহাবের কথা দ্বারা প্রমান পেশ করা একই কথা। কে না জানে যে, আলুছি ও নওয়াব ছিদ্দিক হাছান এরূপ এক মতাবলম্বী ছিলেন যে, আলুছির তফছির নওয়াব ছিদ্দিক হাছান ছাপাইয়া ছিলেন। আলুছির পুত্র নওয়াব ছাহেবের শিশ্য ছিলেন। এবনো তায়মিয়া ও এবনো কাইয়েমের খাঁটি মোকাল্লেদ ছিলেন, অন্য দলীল ব্যতীত তাহাদের কথা দ্বারা দলীল গ্রহণ করিলে উহা কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে। সত্য কথা এই যে, যদি আলুছির কথার প্রতি আস্থা স্থাপন করা হয়, তবে মাওলানা ফারুকির কথার উপর আস্থা স্থাপন করা কেন হইবে না?

এবনে-কাছিরের কথা কোরানের স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত, শেহাবে খাফাজী উক্ত আয়ত হইতে গোরের স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত, শেহাবে খাফাজী উক্ত আয়ত হইতে গোরের উপর গুম্বজ বানান জায়েজ

হওয়ার কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার কথা কোরান শরিফের স্পষ্ট মর্ম্মের সহিত খাপ খায়, কাজেই ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না যে, কেন আমি বলিব না যে, কোরানের স্পষ্ট মর্ম খাফাজীর মতের সহিত মিল খায়, যতক্ষণ ইহার বিপরীত কোন দলীল না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ হইতে পারে না। আরও এবনে কাছির যে হাদিছ গুলি দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসমস্তের এই আয়াতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। আপনি বিবেচনা করুন, কবরগুলিকে মছজেদ বানান এবং কবরগুলির নিকট মছজেদ বানান এতদুভয়ের মধ্যে কতবড় পার্থক্য।

কোরাণ শরিফে যে ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সমস্ত তফছিরকারক বর্ণনা করিয়াছেন যে, গর্ত্তের দ্বারদেশে কিম্বা উহার নিকট কোন স্থানে মছজেদ বানান হইয়াছিল। এইস্থলে হাদিছগুলিতে যে বিষয়ের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, উহা মূল কবরকে ছেজদাস্থল করা। কবরের নিকটস্থলে মছজেদ বানান নিষিদ্ধ হওয়া উক্ত হাদিছগুলি দ্বারা সপ্রমাণ হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরান শরিফ কোন প্রকারের মাওলানা ফারুকীর যুক্তি সমর্থন করে না নিজে তিনি ইহা স্বীকার করিলেও বরং স্পষ্টতর বিপরীত ভাব প্রকাশ করে।

মাওলানা ফারুকি যে হাদিছগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, উহার মূলে দুইটি হাদিছ রহিয়াছে, প্রথম হাদিছ অধিকাংশ মোহাদ্দেছ নিজ নিজ ছন্দে বিভিন্ন শব্দে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা এই—আল্লাহ ইহুদি ও নাছারাদিগের উপর লানত করুন, তাহারা নবিদিগের কবরকে ছেজদাস্থল বানাইয়াছিল।

দ্বিতীয় হযরত আলীর হাদিছ, উহার অনুবাদ এই—'আমি তোমাকে কি উক্ত কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিব না, যে কার্য্যের জন্য নবি (ছাঃ) আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত নবী (ছাঃ) আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি কোন উচ্চ গোর ত্যাগ করিব না, কিন্তু উহা

সমান করিয়া ফেলিব, আর কোন মুর্ত্তিকে ত্যাগ করিব না, কিন্তু উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিব। প্রথম হাদিছ ভিন্ন ভিন্ন শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে কেবল গোরগুলিকে ছেজদাস্থল করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মাওলানা ফারুকি এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়া বলিয়াছেন, কোরান ও হাদিছের এই স্পষ্ট বর্ণনা উচ্চ আওয়াজে ঘোষনা করিতেছে, গোরের উপর গুম্বুজ প্রস্তুত করা, তথায় উপস্থিত হইয়া বরকত লাভের জন্য নামাজ পড়া, উক্ত কবরগুলির জন্য অক্‌ফ স্থির করা নাজায়েজ ও হারাম। শরিয়তে ইছলামে এই বিষয় গুলির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। এই এমারতগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিলে শরিয়তের একটি উৎকৃষ্ট ফরজ আদায় করা হইবে।

উক্ত মাওলানা দাবি করিয়াছেন, উল্লিখিত আয়ত হাদিছগুলি দ্বারা নিম্নোক্ত ৫টি দাবী সম্প্রমান হয়,—

(১) গোরের উপর মছজেদ বানান হারাম।

(২) উহার উপর গুম্বুজ বানান হারাম।

(৩) তথায় উপস্থিত হইয়া বরকত লাভ উদ্দেশ্য নামাজ পড়া হারাম।

(৪) তৎসমস্তের জন্য কোন বস্তু অক্‌ফ করা হারাম।

(৫) উক্ত এমারাতগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলা শ্রেষ্ঠতম ফরজ।

মাওলানা কোরানের একটি আয়ত, অর্দ্ধ আয়ত কিম্বা একটি শব্দ উক্ত ৫টি দাবির পক্ষে অনুকুলে উপস্থিত করিতে পারে নাই।

তিনি যে হাদিছগুলি পেশ করিয়াছেন, একটি ব্যতীত অন্যগুলিতে ইহাই বুঝা যায় যে, কবরকে মছজেদ (ছেজাদাস্থল) বানান নিষিদ্ধ কবরকে ছেজদাস্থল বানান পৃথক বস্তু আর কবর বাদ দিয়া উহার নিকেটে মজজেদ বানান পৃথক বস্তু গুম্বজ পৃথক বস্তু, যদি হাদিছে

কাবরকে ছেজোদাস্থল বানান নিষিদ্ধ হয়, তবে গুম্বজের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি ?

ইহাও জানা আবশ্যক যে আহাদ হাদিছের দ্বারা কোন বিষয় হারাম সপ্রমাণ হইতে পারে না, যদি আমরা উক্ত ছুরা কাহাফের আয়তকে উক্ত পাঁচটি দাবীর বিপরীতে পেশ করি, তবে মাওলানার পক্ষে তফছিরকারক গণের দুর্ব্বল ও গ্রহনের অযোগ্য মতের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিত অন্য কোন পন্থা থাকিবে না, যদি মাওলানার উপস্থাপিত আহাদ হাদিছ তাঁহার দাবীর অনুকূল হয়, তবে কোরান পাকের প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।

হজরত আলীর ছাদিছ কবর উচ্চ করার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, গুম্বজ ইত্যাদির সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই।

নবী (ছাঃ) এর কবর উটের কদুদের তুল্য উচ্চ ছিল, ইহা বোখারিতে আছে। মোল্যা আলি কারী বলিয়াছেন, গোরের চিহ্ন স্বরূপ উহা এক বিঘত উচ্চ করা ছুন্নত, যেরূপ নবি (ছাঃ) এর কবর ছিল, এবনো হাব্বান নিজ ছহিহ কেতাবে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

যদি হজরত আলিও অন্যান্য ছাহাবা উহা মন্দ জানিতেন তবে উহা নিষেধ করিতেন।

হজরত আলি কবরের উপর ঠেশ লাগাইয়া বসিতেন, যদি উহা জমি অপেক্ষা উচ্চ না হইত তবে, কিরূপে তিনি ঠেশ লাগাইয়া বসিতেন? ইহাতে বুঝা যায় যে, কোব্বা ও কবরের নিকট এমারত সম্বন্ধে কোন কথা এই হাদিছে নাই।

এবনো তায়মিয়ার কথা আমাদের সমক্ষে দলীল স্বরূপ উপস্থিত করা যেরূপ খৃষ্টান পৌলের কথা দ্বারা ত্রিত্ববাদের মতবাদ উদ্ধৃত করা। যদি তিনি খৃষ্টানদের কথা উল্লেক করেন, তবে কি আমাদের পক্ষে দলীল স্বরূপ গ্রহণীয় হইবে?

এবনো তা'য়মিয়ার কথাতে ইহা'তে প্রমাণিত হয় নাই যে, সর্ব্বতোভাবে কবর উচ্চ করা এবং উহার নিকট কোব্বা প্রস্তুত করা হারাম ও উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজেব।

এবনো তায়মিয়া মেনহাজ এবং উহার টীকাতে লিখিয়াছেন,—

و يكره تجصيص القبور البناء عليه فى حريمه و خارجه فى غيز المسبلة الا ان خشى نبش او حفر سبع او حدم سيل و يحرم البناء فى المسبلة ☆

সাধারনের জন্য অক্‌ফ করা স্থান না হইলে কবর চুনকাম করা এবং উহার মধ্যে ও বাহিরে দালান করা মকরূহ, কিন্তু যদি কাফন চুরির, হিংস্র পশুর গোর খনন করার কিম্বা বন্যাতে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে উহা মকরূহ হইবে না। সাধারণের জন্য অক্‌ফ করা স্থান হইলে, তথায় দালান করা হারাম হইবে।' তিনি যে দোর্রোল মোখতারের এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে লিখিত আছে।

و لا يرفع عليه بناء و قيل لا بأس به و هو المختار ☆

গোরের উপর দালান করা যাইবে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহাতে কোন দোষ নাই। ইহাই মনোনীত মত।

উহার টীকা রদ্দোল-মোহতারে যদিও ইহা মনোনীত হওয়া কাহারও মত নহে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তবু নূতন ছাপার ১।৮৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

(و لا يرفع عليه بناء) اي يحرم لو للزينة و يكره لو للاحكام عد الدفن و اما قبله فليس بقير امداد و في الا حكلم غن جامع الفتنوي و قيل لا يكره البناء اذا كان الميت من المشايخ و العلماء

و السادات اه قلت لكن هذا فى غير المقابر المسبلة ☆

'কবরের উপর দালান করা সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্য হইলে হারাম হইবে, দাফনের পরে মজবুতির জন্য হইলে মকরুহ হইবে, দফনের পূর্বে হইলে উহা কবর নহে, ইহা এমদাদে আছে।

জামেয়োল ফাতাওয়া হইতে আহকাম কেতাব উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি মৃত পীর, বোজর্গ, আলেম ও সৈয়দ হন, তবে গোরের উপর দালান করা মকরুহ হইবে না, আমি বলি সাধারনের অক্ফ করা গোরস্তান না হইলে এই ব্যবস্থা হইবে।

نعم فى الامداد عن الكبرى و اليوم اعتاد وا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش و رأ را ذلك حسنا ☆

হাঁ, এমদাদ কেতাবে কোবরা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, বর্ত্তমান জমানাতে গোর খনন হইতে রক্ষা করার জন্য কাঁচা ইষ্টক দ্বারা উচ্চ করিয়া গাথিয়া দেওয়ার রীতি হইয়াছে, ইহা তাহারা উৎকৃষ্ট রীতি ধারণা করিয়াছেন।

তিনি বাহারোর রায়েকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে আছে।

ولا يرفع عليه بناء قالوا اراه به السفط الذى يجعل فى : ديارنا على القبر و قال في الفتاوي اليوم اعتاد وا السفط ☆

গোরের উপর দালান প্রস্তুত করা হইবে না। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, দালানের অর্থ আমাদের দেশে গোরের উপর ছোট তাবুত বানান হয়

ফাতাওয়াতে আছে বর্ত্তমান জামানাতে ছোট তাবুত বানান নিয়ম স্থির করিয়াছেন।

ইহাতে গুম্বজের কোন কথা নাই, ছোট তাবুত বানান তিনি দেশ প্রচলিত নিয়ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(ولا الآجر الخشب) و قيده الامام السخسى بان لا يكون الغالب على الارأضي النز و الرخاوة فان كان فلا بأس بهما كاتخان تابوت من حديد لهذا و قيده فى شرح المجمع بان يكون حوله اما لو كان فوقه لا يكره لانه يكون عصمة السبع اه

কবরে পোক্তা ইষ্টক ও শুষ্কবাঁশ দিবে না, এমাম ছারাখ্ছি বলিয়াছেন, উহার শর্ত্ত এই যে, অধিকাংশ সময় জমি ভিজা (সেতসেতে) ও নরম না হয়, যদি জমি এইরূপ হয়, তবে পোক্তা ইষ্টক ও শুষ্কবাঁশ দেওয়াতে দোষ নাই, যেরূপ উপরোক্ত কারণে লৌহের তাবুতে দেওয়াতে দোষ নাই। শরহে মাজমা কেতাবে আছে, যদি লাশের চারিদিকে পোক্তা ইষ্টক ও শুষ্ক বাঁশ থাকে, তবে দোষ হইবে; আর যদি কবরের উপর হয় তবে মকরুহ হইবে না, কেননা উহাতে হিংস্র জন্তু হইতে নিরাপদে থাকা যায়।'

ইহাতে বুঝা যায় গোরের উপরি ভাগে পোক্তা প্রাচীর দেওয়াতে দোষ নাই।

মূল কথা, বাহারোর রায়েকে মূল কবর পোক্তা করা মকরুহ কিনা ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে হারাম হওয়ার কথা ত নাই।

মওলানা ফারুকির চারি পাঁচটি দাবির মধ্যে কোন একটি প্রমাণ করিতে পারিলেন না, বড় জোর মকরুহ সাব্যস্ত করিতে পারেন,

পক্ষান্তরে ফকিহগণ, প্রাচীন আলেমগণ ও ছাহাবাগনের জামানাতে কবরের উপর তাঁবু, প্রাচীর ও ছাদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, আলেমগণ ইহার উপর মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, অন্ততঃ কেহ কঠিন প্রতিবাদ করেন নাই। এইরূপ মতভেদ ঘটিত মসলাতে বিশেষতঃ যখন উহা মকরুহ হওয়া ও না হওয়াতে মতভেদ হইয়াছে, তখন এবনে ছউদের এরূপ কার্য্য করা যাহাতে মুছলমানদিগের অবমাননা, বরং স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)'এর অবমাননা, কেবল আমাদের দৃষ্টিতে নহে, বরং সমস্ত কাফের ও মোশরেকদিগের দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে বরং ইহার ধারণা হয় যে, কাফেরেবা এই কার্য্যগুলি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সমস্ত গোর, বরং নবি (ছাঃ) এর কবরের সহিত বাতিল ধারণা করিতে পারে, অন্ততঃ সমস্ত মুছলমান সমাজের মধ্যে এরূপ অশান্তির আশঙ্কা উপস্থিত হয় যাহা রহিত করা সম্ভব না হয়, কিরূপে জায়েজ হইতে পারে।

এক্ষণে আমি এবারত উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা মাওলানা ফারুকীর দাবির বিপরীত।

ছহিহ বোখারি—

لام مات الحسن بن لعى ضربت امراته القبة على قبره ثم رفعت

"যে সময় হাসান বেনে আলি এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার গোরের উপর গুম্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপর তিনি উহা দূরীভুত করিয়াছিলেন।

আয়নি ঃ—

وضرب عمر رضه على قبر زينب بنت جحس و اضربه مهمد
بن الحنفية على قبرابن عباس ☆

(হজরত) ওমার (রাঃ) জাহাশের কন্যা জয়নবের গোরের উপর গুম্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বেনেল হানাফি (হজরত) এবনো আব্বাছের গোরের উপর কোব্বা স্থাপন করিয়াছিলেন।

ছহিহ বোখারি,—

عن عروة بن زبير لما سقط عليهم الحائط فى زمان الوليد بن عبد الملك اكذ و افى بنائه ☆

"ওরওয়া বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, অলিদ বেনে আব্দুল মালেকের জামানাতে যখন মাজার সমূহের উপর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহারা উহা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

এছাবা,—

مات الحكم بن ابى العاص فى خلافة عثمان فضرب على قبره فسطاس فى يوم صائف فتكلم الناس في ذلك فقال عثمان رضه قد ضرب في عهد عمر علي زينب بنت جحس فهل رآيتم عائبا عاب ذلك ☆

"হজরত ওছমানের খেলাফত কালে হাকাম বেনে আবিল আছ এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাঁহার গোরের উপর গ্রীষ্মকালে কোব্বা স্থাপন করা হইয়াছিল, এসম্বন্ধে লোকেরা বাদানুবাদ করিতে লাগিল, তখন হজরত ওছমান (রাঃ) বলিলেন, হজরত ওমর (রাঃ)র জামানাতে জয়নব বেন্তে জাহাশের গোরের উপর কোব্বা স্থাপন করা হইয়াছিল, তোমরা কি কোন দোষারোপ কারীকে দোষারোপ করিতে দেখিয়াছ?

মেরকাত,—

و قد اباح السلف البناء على قب ر المشائخ و العلماء المشهورين ليزو رهـم الناس و يستر يحوا بالجلوس فيه ☆

প্রাচীন বিদ্বানগণ প্রসিদ্ধ পীর বোজর্গ ও আলেমগণের গোরের উপর দালান প্রস্তুত করা এই উদ্দেশ্যে জায়েজ বলিয়াছেন যে, লোকেরা তাঁহাদের জিয়ারত করিতে পারে এবং তথায় বসিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে।

আল্লামা এবনো হাজার আস্কালানি লিখিয়াছেন ঃ—

قال البيضاوى لما كانت اليهود النصارى يسجدون امقبور الانبياء تعظيما لشانهم يجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلوة نحوها و اتخذوا اوثانا لعنهم النبى صلعم و منع المسلميى عن مثل ذلك فاما من بنى مسجد في جوار صالح و قصد التبرك بالقرب منه لا للتغظيم له ولا لتوجه نحوه فلا يدخل فى ذلك الوعيد ☆

বয়জবী বলিয়াছেন, যেহেতু য়িহুদী ও খৃষ্টানেরা নবিদিগের গোরকে তাহাদের দরজার সম্মান করা উদ্দেশ্যে ছেজদা করিত, তৎসমুদয়কে কেবলা স্থির করিয়া নামাজ পড়া কালে সেই দিকে মুখ ফিরাইত এবং প্রতিমা স্থির করিয়াছিল, এই হেতু নবি (ছাঃ) তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মুছলমানদিকে এইরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন নেককারের নিকট মছজেদ প্রস্তুত করে এবং এই নৈকট্য বরকতের ইচ্ছা করে,

তাঁহার তা'জীমের নিয়ত না করে এবং সেই দিকে মুখ না করে, তবে ইহা উক্ত ভীতির অন্তর্গত হইবে না।

এস্থলে আমি সকলের উপকারের জন্য একটী অতিরিক্ত বিষয় উল্লেখ করা জরুরী ধারণা করি, হাদিছ শরীফে যে কোন হুকুম امر (আদেশ) শব্দে কথিত হইয়াছে, প্রত্যেক স্থলে উহা ফরজ জানা জরুরী নহে। এইরূপ যে কোন স্থলে نهى (নিষেধ) শব্দে কোন কথা উল্লেখিত হইয়া থাকে, উহা হারাম জানা জরুরী নহে। হাদিছ শরিফে এক নহে, দশ বিশ স্থলে نهى (নিষেধ) শব্দ আসিয়াছে, কিন্তু তথায় হারাম হওয়া উদ্দেশ্য নহে। বরং কোন স্থলে মকরুহ তরহিমি, কোন স্থলে মকরুহ তাঞ্জিহি, কোন স্থলে স্বাস্থ্য হানিকর হিসাবে, কোন স্থলে ব্যক্তি বিশেষের উপকার হেতু نهى (নিষেধ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন হাদিছে কয়েকটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোনটি হারাম এবং কোনটি মকরুহ হইয়াছে।

এস্থলে আমি কয়েকটি হাদিছ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি এবং তদ্দারা ইহাই প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি যে, نهى শব্দ-দ্বারা বিনা কোন দলীলে হারাম অর্থগ্রহণ করা ছহিহ নহে।

(১) نهى عن الشرب فى انية الذهب و الحرير ☆

নবি (ছঃ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(২) نهى عن لبس الذهب و الحرير ☆

নবি (ছঃ) স্বর্ণের গহনা ও রেশমি বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩) نهى عن جلود النمران يركب عليها ☆

নবি (ছঃ) চিতাবাঘের চামড়ার জীনের উপর আরোহন করিতে

নিষেধ করিয়াছেন।

(৪) نهى عن تشييد البناء ☆

নবি (ছাঃ) ঘরবাড়ী দৃঢ় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫) نهى ان يمش الرجل ذكره بيمينه ☆

নবি (ছাঃ) পুরুষ লোককে ডাহিন হাত দ্বারা নিজের লিঙ্গকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৬) نهى ان يمشى فى فعل واحد ☆

নবি (ছাঃ) একখানা জুতা পরিয়া চলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৭) نهى ان يستقبل القبلة ببول عائط ☆

নবি (ছাঃ) মলমুত্র ত্যাগ করা কালে কেবলার দিকে মুর্খ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৮) نهى عن السوم قبل طلوع الشمس ☆

নবি (ছাঃ) সূর্য্য উদয় হওয়ার পূর্ব্বে সওদা খরিদ নিষেধ করিয়াছেন।

(৯) نهى عن ذبح فتى الغنم ☆

নবি (ছাঃ) যুবক মেষ জবহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি মকরুহ তঞ্জিজহি।

আজমীর শরিফের সৈয়দ মৌলবি এ'জাজ আলি ছাহেব লিখিয়াছেন।

জান্নাতোল মোয়াল্লার জিয়ারত মোস্তাহাব, তথায় ছাহাবা ও তাবেয়িগণের গোর সকল আছে, আমরা নির্দ্দিষ্টভাবে জানিনা যে, কোথায় কোন ছাহাবা ও ছাহাবিয়ার গোর আছে। যেরূপ অমুক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির গোর নহে, এরূপ ক্ষেত্রে গোরগুলি ধ্বংস করা কিম্বা উহার

উপরিস্থ গুম্বজ নষ্ট করা শরিয়তসঙ্গত কার্য্য হইতে পারে না। এস্থলে কতকগুলি কথা লেখা জরুরী মনে করি ঃ—

(১) আলেমগণের সর্ব্ববাদিসম্মত মত এই যে, মুছলমানদিগের সম্মান করা মৃত ও জীবিত উভয় অবস্থাতে সমান। আল্লমা এবনে হোমাম ফৎহোল কদীরে লিখিয়াছেন ঃ—

☆ الا تفاق علي حرمة مسلم ميتة كحر مته حيا ☆

ইহা সর্ব্বাদি সম্মত মত এই যে, মৃত মুছলমানের সম্মান জীবিত মুছলমানের তুল্য।

হাদীছে আছে ঃ—

☆ كسر عظم الميت و اذ اه ككسره حيا ☆

মৃতের অস্থিচূর্ণ করা এবং উহাকে কষ্ট দেওয়া যেরূপ তাহার জীবিতাবস্থায় তাহার অস্থির চুর্ণ করাও সেইরূপ।"

আহম্মদ বেনে হাম্বল, আবুদাউদ ও এবনো মাজা প্রভৃতি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

কোন রেওয়াএতে এইরূপ আছে ঃ—

☆ الميت يوذيه في قبره ما يوذيه في بيته ☆

'মৃতকে উক্ত বিষয় তাহার গোরে যন্ত্রণা দিয়া থাকে, যাহা তাহার গৃহে যন্ত্রণা দিয়া থাকে।

হজরত এবনো মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

☆ اذى المومن في موته كان اه في حياته ☆

'ইমানদারকে তাহার মৃত্যুর পরে কষ্ট দেওয়া যেরূপ তাহার জীবদ্দশাতে কষ্ট দেওয়া।'

এরূপ ছাহাবাগণের কথা ও হাদিছ অনেক আছে যে সমস্তের দ্বারা আলেমগণ একমত হইয়াছেন যে, মৃতেরা উক্ত বিষয়গুলি দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় কথা, যেস্থানে গোর না থাকে, তথায় গুম্বজ বানান কাহারও মতে নাজায়েজ নহে। আর গোরের উপর গুম্বজ বানান হইলে, কেবল অহাবিদের মতে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত।

আরও একটি কথা, জাল কবরের জিয়ারত করা নাজায়েজ, হাদিছ সমূহে এইরূপ জিয়ারত হারাম সপ্রমান হইয়াছে, আমি অবাক হইতেছি, যেস্থলে জাল গোর হওয়ার ধারনা হয়, তথায় গুম্বজ কেন নষ্ট করা হইল এবং গোর কেন বাকী রাখা হইল?

আমরা জানিতে পারিয়াছি, জাল গোর খনন করিয়া ফেলা হয় না, কেবল গুম্বজ নষ্ট করা হইয়াছে। যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয় যে, ঐ গোরগুলি নিশ্চয় বোজোর্গদিগের গোর, তবে তাঁহাদের অসম্মান করা হইল। আর যদি বোজোর্গদিগের গোর, তবে তাঁহাদের অসম্মান করা হইল। আর যদি তাঁহাদের গোর না হয় বরং জাল কবর হয়, উহার উপরিস্থ গুম্বজ ধ্বংস করা হউক, মুল কবরকে খনন করিয়া ফেলা ওয়াজেব ছিল।

তৃতীয় কথা, আমাদের আলেমগণের মতে এরূপ স্থলে গোর উৎখাত করা হইবে না। এবং উহার গুম্বজ নষ্ট করার আবশ্যক নাই, এবং সাধারণ লোকদিগকে ভ্রান্তি হইতে সাবধান করা হইবে। কেননা ইহা সম্ভব যে, সেই গোরগুলি বিশিষ্ট বোজর্গের কিম্বা অন্য কোন মুছলমানের হইবে, উহাতে হাড্ডী থাকুক, আর নাই থাকুক, সমস্ত অবস্থাতে গোর খনন করার আশঙ্কাতে গোর উৎখাত করা জায়েজ হইবে না জায়েজ হওয়ার কোন হেতু নাই।

খাজানাতোর রেওয়াএতে আছে ঃ—

و اذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لان الحرمة باقية ولا يجوز لا حد ان يبني فوق القبور بيتا او مسجدا لان موضع القبور حق القبور و لهذا لا يجوز نبشه انتهي مختصرا ☆

"যদি মৃত গোরের মধ্যে মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া থাকে, তবে অন্যকে সেই গোরে দফন করা মকরুহ হইবে, কেননা তাহার সম্মান বাকী থাকে। আরও কাহারও পক্ষে গোরগুলির উপর গৃহ কিম্বা মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে, কেননা গোরের স্থানটি মৃতের হক। এই হেতু গোর খনন করা জায়েজ নহে।"

এস্থলে একটি জরুরী লেখা যুক্তি যুক্ত মনে করি, আল্লামা জয়লয়ী লিখিয়াছেন,—

و ول بلى الميت و صار ترابا جاز دفن وغيره فى قبره و زرعه و البناء عليه ☆

যদি মৃত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তবে তাহার গোরে অন্য লাশ দাফন করা, উহার উপর চষা করা এবং উহার উপর অট্টালিকা প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে।

কিন্তু আল্লামা সারাম্বলালী 'এমদাদোল ফাত্তাহ' কেতাবে আল্লামা জয়লয়ীর উক্ত-মত রদ করিয়া দিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—

و يخالفه مافى التتار خانية اذا صار الميت تربا فى القبر يكر

دفن غيره في قبره لان الحرمة باقيه ☆

"তাতারখানিয়া কেতাবে যাহা আছে তাহা জয়ললীর মতের উহা এই—যদি লাশ গোরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তবে উক্ত গোরে অন্যলাশ দাফন করা মকরুহ হইবে, কেননা মৃতের সন্মান বাকী থাকে।

আর একটি কথা, গোরের মৃতের সমস্ত অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হইবে কি না, ইহা উহা খনন ব্যতীত জানা অসম্ভব, উহা মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার অকাট্য জ্ঞান ব্যতীত গোর খনন করা জায়েজ হইতে পারে না, আরও মৃতকে কষ্ট দেওয়া শরিয়তে নিষিদ্ধ, এইহেতু গোর খনন করারর কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

সাধারণত গোরের উপর গুম্বজ প্রস্তুত করা নাজায়েজ হওয়া ও উহার ধ্বংস করার পক্ষে একটি হাদিছ বর্ণনা করা হয়, উক্ত হাদিছ হইতে উহা প্রমাণিত হয় না। আর ফকিহগণের و يكره البناء عليه

"উপর দালানপ্রস্তুত করা মকরুহ এই কথাতে উক্ত দাবি সপ্রমান হয় না, কেননা গোরের উপর অট্টালিকা বানান এই কথার স্পষ্ট মর্ম, মূল কবরের উপর অট্টালিকা বানান এবং উহার সংলগ্ন বানান, ইহাতে মৃতের হক নষ্ট হয় উহাতে উহার চারিদিকে গৃহ বানান নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায় না, যাহারা উক্ত হাদিছ কিম্বা এই প্রকার ফেকাহ এবারত হইতে উপরোক্ত প্রকার দাবি করেন, তাঁহাদের দাবী বাতীল। এইরূপ অকম্মন্য দলীল দারা পবিত্র স্থানগুলি মছজিদ গুলি ও গোরগুলি ধ্বংস করা জায়েজ বলা হইতেছে, বরং ফরজ ওয়াজেব বলা হইতেছে, আর গুম্বজ প্রস্তুত করা হারাম, কোফর ও শেরক বলা হইতেছে, আর গুম্বজ প্রস্তুত করা হারাম, কোফর ও শেরক বলা হইতেছে এবং সাধারণ লোকদের আকিদা নষ্ট করা হইতেছে, ইহা অতি দুঃখের কথা। এস্থলে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া জরুরী। রদ্দোল মোহতারে

আহকাম ও জামেরোল-ফাতাওয়া হইতে যে রেওয়াএত করা হইয়াছে, উহাতে শব্দ আছে, ইহাতে দুর্ব্বল মত হওয়া প্রমাণিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, অনেক স্থলে উহাতে জইফ মত হওয়া বুঝা যায়।

ওমদাতোর রেয়ায়া,—

فائدة . كثيرا اما يذكرون حكما مصدرا بلفظة قيل و يكتب الشراح و المحشون تحته انه اشارة الى ضعفه و الحق انه ان علم قائله انه التزم يذكر الحكم المجروح بهذه الصفة و يشير بها الى ضعفه قضي به جزما و الا فلا يجزم يذلك و من ثم قال الشرنبلا لى ضيفه قيل ليس كل ما دخلت عليه يكون ضعيفا ☆

(২) بناء على القبر এর ব্যাখ্যা سفط ছোট তাবুত বলিয়া লিখিত আছে ইহাতে গুম্বজের হারাম অপমানিত হয় না।

খাজানাতোল ফাতাওয়া,—

و لا يرفع عليه البناء قالو اراد به السفط السذي فى ديار نا على القبور و لا يجعل السفط على القبور ☆

গোরের উপর দালান করা হইবে না, ফকিহগণ বলিয়াছেন, উহার অর্থ ছোট তাবুত যাহা আমাদের দেশে গোরের উপর বানান হইয়া থাকে।

ইহা যেন বানান না হয়।

মুফিদোল মোস্তাফি কেতাবে মুহিত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—

كره ابو حنيفة البناء على القبور و ان يعلم بعلامة قالو اراد الذى
على القبر فى ديارنا ☆

(এমাম) আবুহানিফা (রঃ) গোরের উপর দালান করা এবং কোন চিহ্ন স্থাপন করা মকরুহ বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ বলিয়াছেন আমাদের দেশে গোরের উপর যে ছোট তাবুত বানান হয়, তাহাই মকরুহ বলিয়াছেন।

মোগরে নামক অভিধান আছে,—

و يستعار للتابوت الصغير ☆

سفط শব্দ ছোট তাবুতে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূল কথা গোরের উপর গুম্বজ বানান কোরাণ হাদিছ ও ফেকহে নিষিদ্ধ হয় নাই।

আমি বলি যে এবনো-তায়মিয়া গুম্বজ প্রস্তুত করিয়া হারাম, শেরক ও কোফর বলিয়াছেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজেব হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, দুনইয়ার কোন দ্বায়িত্ব সম্পন্ন আলেম তাহার এই কথাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লন নাই, তাঁহার অবস্থা বিস্তারিত রূপে মৎপ্রণীত ছায়েকাতোল-মোছলেমিন কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

এস্থলে কয়েকটি এবারত উদ্ধৃত করিতেছি,—

আল্লামা-এবনে হাজার 'ফাতাওয়ায় হাদিছিয়া' কেতাবে লিখিয়াছেন,—

এবনে-তায়মিয়া এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যে, খোদাতালা তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই, তাহাকে ভ্রান্ত, অন্ধ বধির ও লাঞ্ছিত করিয়া ছিলেন, এমামগণ তাহার কলুযিত অবস্থাগুলি ও মিথ্যাকথাগুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই সমস্ত (অবগত হওয়ার)

ইচ্ছা করেন, তাহাকে এমাম মোজতাহে (তাকিউদ্দিন) সুবকি, তাঁহার পুত্র তাজদ্দিন সুবকি ও শেষ এমাম এজ্জদ্দিন ও তাঁহাদের সমসাময়িক শাফয়ি, মালেকি ও হানাফি বিদ্বানগণের কথা পাঠ করা উচিত।

এবনো-তায়মিয়া কেবল পরবর্তী সময়ের ছুফিগণের উপর প্রশ্ন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বরং (হজরত) ওমর বেনে খাত্তাব ও (হজরত আলিবেনে আবি তালেবের ন্যায় লোকগিগের উপর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মূল কথা, তাহার কথার গুরুত্ব নাই, বরং উহা জমিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। আর বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তিনি বেদয়াতি, ভ্রান্ত, ভ্রান্তকারী এবং সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

তিনি সর্ব্বদা প্রাচীন লোকদের উপর দোষারোপ করিতেন, এমন কি তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাহার উপর বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন, তাহাকে ফাছেক ও বেদায়াতি স্থির করিলেন, বরং তাহাদের অধিকাং শ বিদ্বান তাহাকে কাফের বলিতেন, এমাম তাজদ্দিন ছুবকি প্রভৃতি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এবনে তায়মিয়া নিম্নোক্ত মছলাগুলিতে এজমার খেলাফ করিয়াছেন, যদি কেহ বলে যে, আমার উপর তালাক, তবে ইহাতে তালাক হইবে না, কাফফারা দিতে হইবে। স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করিলে, কাজা করিতে হইবে না।

তিন তালাক দিলে এক তালাক হইবে।

তরল বস্তুতে ইন্দুরের ন্যায় কোন জীব মরিলে উহা নাপাক হইবে না।

রাত্রিতে নাপাক হইলে, বিনা গোছলে তাহাজ্জদ পড়িয়া লইবে।

কোরান শরিফ নবসৃষ্ট পদার্থ।

খোদাতায়ালা অঙ্গ প্রতঙ্গ ধারী।

খোদাতায়ালা আরশে থাকেন, তিনি আরশের পরিমাণ আয়তন বিশিষ্ট। তিনি আকাশ হইতে নামিয়া আসেন। নবিগণ নিষ্পাপ নহেন।

হজরতের গোর শরিফ জিয়ারত করা উদ্দেশ্য বিদেশ গমন করা হারাম।

জাওহরে মোনাজ্জম, ১৫ পৃষ্ঠা,—

এবনো-তায়মিয়া অমার্জ্জনীয় ভ্রম করিয়াছেন, তিনি এরূপ বিপদ গ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, যাহার কুফল চিরতরে ভোগ করিতে থাকিবেন, তিনি এমামগণের এজমার খেলাফ করিয়াছেন, সত্যপরায়ণ খলিফাগণের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, এরূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন যাহা শ্রবণ করিলে, কর্ণ বধির ও মন অসন্তুষ্ট হইয়া যায়, অবশেষে তিনি সুলতান কর্ত্তৃক কারাগারে বন্দী হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হন।

পাঠক, এইরূপ লোকের কথায় গোরের উপর গুম্বজ বানান নাজায়েজ হইতে পারে না।

১৭৪৭। প্রঃ—বালকদের খৎনা দেওয়া উপলক্ষে জিয়াফত খাওয়া যায় কি না?

উঃ—জায়েজ, রেফাহোল মোছলেমিন, ১৯ পৃঃ।

১৭৪৮। প্রঃ—স্ত্রীলোকদের ঈদের নামাজ পড়িতে আছে কিনা?

উঃ—ওয়াজেব নহে।

১৭৪৯। প্রঃ—মুনশী লোকের পাগড়ী ব্যবহার করিতে আছে কি?

উঃ—সকলের পক্ষে পাগড়ী ব্যবহার করা মোস্তাহাব, জইফ ছন্দে হাদিছ উহাতে ৭০ গুণ বেশী ছাওয়াব হওয়ার কথা আছে।

১৭৫০। প্রঃ—যে ব্যক্তি তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে লইয়া স্বামী স্ত্রী রূপে ব্যবহার করিতেছে, তাহকে আপন গ্রামে সমাজ চ্যুত করিয়া রাখা হইবে—না, সমস্ত গ্রামে?

উঃ—সমস্ত গ্রামে তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখা ওয়াজেব।

১৭৫১। প্রঃ—কোন মুনশী আপন বিবির এবং নিজের হাতে ও পায়ে আলতা লাগায় এবং চক্ষে সুরমা লাগায় এবং সুরমার দ্বারা কপালে ফোটা দেয়, তাহার খতিবি জায়েজ কি না?

উঃ—স্ত্রীর হাতে পায়ে আলতা দেওয়া জায়েজ, নিজের হাতে পায়ে আলতা লাগান জায়েজ নহে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের চক্ষে সুরমা লাগান জায়েজ।

কপালে ফোটা দেওয়া হিন্দুদের রীতি, ইহা হইতে পরহেজ করা জরুরী। রেফাহোল-মোমেনিন, ৩৮। এইরূপ লোকের খতিবি করা মকরুহ।

১৭৫২। প্রঃ—কেহ কেহ তামাকের আলো পাতা চুনের দ্বারা গুলিয়া দাঁতের গোঁড়ায় ব্যবহার করে এই অবস্থায় কোরান শরিফ তেলাওয়াত করা কি?

উঃ—দাঁতের পীড়া নিবারণ কল্পে ইহা করাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য ইহাতে দুর্গন্ধ হইলে, মুখ পরিষ্কার করিয়া তেলাওয়াত করিবে।

১৭৫৩। প্রঃ—একজন তামাক বিড়ি খাইয়াছে, কিন্তু অন্য কিছু খায় নাই। চন্দ্র দেখার সংবাদ শুনা মাত্র সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত অন্য কিছু খাইল না তাহাকে কাজা রোজা করিতে হইবে কি না?

উঃ—হাঁ একটি রোজা কাজা করিতে হইবে।

১৭৫৪। প্রঃ—একজন লোক চন্দ্র দেখার সংবাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি চন্দ্র দেখিয়াছ কি? উত্তর হইল যে, "আমি চাঁদ দেখি নাই, আমার ভাই এবং গ্রামের অন্যান্য লোক দেখিয়াছে" ইহাতে যাহারা দেখিয়াছে তাহাদিগকে আনিয়া জানাইবার জন্য লোক গেল, এবং যাহারা দেখিয়াছে তাহারা নিকটেই ছিল। অনুমান ১০/১৫ মিনিট মধ্যে তাহারা আসিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে উক্ত ব্যক্তি বাড়ির ভিতর গিয়া ভাত খাইয়া ফেলিল। লোক আসিবার পরে জানিয়া উক্ত দিনের জন্য রোজা রহিল। আর লোক বলিল, চাঁদের সংবাদ পাইয়া খাইয়াছ, তোমার প্রতি ৬০টি রোজা কাফ্ ফারা আদায় করিতে হইবে। সে উত্তর করিল, আমি খাওয়ার পূর্ব্ব জানি যে চাঁদ উঠে নাই। যে ব্যক্তি

সংবাদ দিয়াছে, সে নিজে দেখে নাই, কাজেই যাহা করিয়াছি হাদিছ অনুযায়ী খুব ঠিক করিয়াছি। এক্ষণে ব্যবস্থা কি?

উঃ—বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চাঁদের অপেক্ষা করা জরুরী, ইহার পূর্ব্বে এফতার করা অন্যায়, একজন লোক যদি বলে যে, অন্যে চাঁদ দেখিয়াছে, ইহাতে রোজা রাখা ওয়াজেব হইবে।

تقبل شهادة و احد علي اخر۔ در مختنر
بخلاف الشهادة على الشهادة فى سائر الا هام حيث لا تقبل مالم يشهد على شهادة كل رجل رجلان او رجل و امراتان.شامى ☆

১৭৫৫। প্রঃ—একজন খাইতে ছিল, যখন ২-১ লোকমা খাওয়া বাকি আছে, তখন একজন সংবাদ দিল যে, চাঁদ দেখিয়াছি। সে কোন উত্তর না দিয়া বাকি কয়েক লোকমা ছিল, উহা খাইয়া পানি পান করতঃ সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রাখিল, ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—একটি রোজা কাজা করিতে হইবে।

১৭৫৬। প্রঃ—একজন লোকের সহিত কেহ ঠকবাজি (প্রতারনা) করিলে, সে প্রতিশোধ স্বরূপ তাহার সহিত ঠকবাজি করিতে পারে কি না?

উঃ — যে পরিমান করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমান করিতে পারে, না করা উত্তম।

ছুরা নহল শেষ রুকু;—

و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ط ولئن صبرتم لهو خير للصبرين ☆

১৭৫৭। প্রঃ — শাবান চাঁদের শেষ দিবসে রমজানের চাঁদ হওয়ার আশায় রোজা রাখিলে, দোরস্ত হইবে কি না?

উঃ—যদি শাবানের শেষে ৩টি কিম্বা ততোধিক রোজা রাখে, কিম্বা কাহারও বিশিষ্ট দিনে রোজা রাখার অভ্যাস থাকে, আর সেই দিবস শাবানের শেষ দিবস হয়, তবে দোষ হইবে না, নচেৎ খাস খাস লোকেদের রোজা রাখাতে দোষ নাই, সাধারণ লোকেদের ঐ দিবস রোজা রাখা মকরুহ।

১৭৫৮। প্রঃ—কন্যা পক্ষ হইতে বরের জন্য বিবাহকালীন ঘড়ী, আংটি, খাট, পালঙ্ক ইত্যাদির নাম করিয়া টাকা গ্রহণ করা দোরস্ত কি না?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৭৫৯। প্রঃ—হাড়, হাড়ের নলার মধ্যে চর্ব্বি, নরম বা কচি হাড় ও মাছের কাঁটা চিবাইয়া খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

১৭৬০। প্রঃ—২।৩ জন ওয়াকেফ লোকের মুখে শুনা গেল যে, সমস্ত ময়দা-কলে গম বা ময়দা সাফ করিবার জন্য যে ব্রাস ব্যবহার হয় ঐ ব্রাস শুকরের লোম হইতে তৈয়ারি। ঐ ময়দা বা ময়দার জিনিস খাওয়া তরিকত পন্থীর ক্ষতিকর কিনা এবং আম লোকের খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—পরহেজ করিতে পারিলে, অতি পরহেজগারি হইবে।

১৭৬১। প্রঃ—একটি লোক বলিয়া থাকে যে, যিনি আল্লাহ তায়লোর নূর হইতে সৃজিত, যাহার হৃদয়ে ৯০ সহস্র কথা আছে, যাহার হৃদয়ে হাদিছ কোরান এলম কালাম ইত্যাদি পরিপূর্ণ, তাঁহার উপর জাদুর আছর হওয়া ওহোদের যুদ্ধে তাঁহার দান্দান মোবারক শহিদ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। আরও সে বলিয়া থাকে, গো-

মাতার পূজা করিলে, ইহা ও পরকালে তাহার সুখের রাজ্য হয়, এইরূপ গো কোরবানী স্বর্গীয় কালাম হইতে পারে না, জীবনের রচিত কথা। এলম কালামের উপকারিতা অপেক্ষা হিন্দুদের মন্ত্রের উপকারিতা অধিক, সে ব্যক্তি নামাজ রোজা করে না, ইহার জওয়াব এবং এইরূপ লোকের ব্যবস্থা কি?

উঃ—আল্লাহতায়ালার জাতি নুর হইতে হজরতের পয়দা হওয়া কাফেরী কথা, ইহার দলীল জরুরী-মছলা তৃতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে।

হজরতের উপর জাদু হওয়া ছহিহ হাদিছে আছে। তাঁহার দান্দান মোবারক শহিদ হওয়া ছহিহ হাদিছে আছে, ইহা এনকারকারী গোমরাহ অবশিষ্ট কথাগুলি কাফেরী কথা।

গো পূজা করা কাফেরী, গো কোরবানীর কথা কোরানে আছে, উহাকে খোদার কালাম বলিয়া স্বীকার না করা বড় কাফেরী।

এই লোকের জানাজা পড়া হারাম, মুসলমানের গোরস্থানে তাহাকে দফন করা হারাম। তাহাকে সমাজচ্যুত করা ফরজ।

১৭৬২। প্রঃ—কোরাণ মজিদে ১৭ স্থান জের, জবর ও পেশের পরিবর্ত্তনের কাফের হইতে হয়, ঐ শব্দগুলির অর্থ ও তাহার বিপরীত অর্থ কি?

উঃ— (১) انعمت عليهم ইহার অর্থ তুমি (খোদা) তাহাদের উপর নেয়ামত প্রদান করিয়াছ।" এস্থানে انعمت عليهم পড়িলে, বিপরীত অর্থ হয়,—"আমি (মানুষ) তাহাদের উপর নেয়ামত দান করি।

(২) ছুরা বাকারের ১৫ রুকু ঃ— و اذا بتلى ابراهيم ربه

এই স্থলে و اذ ابتلىٰ ابراهيم ربه পড়িলে এইরূপ বিপরীত

অর্থ আর যে সময় এবরাহিমকে তাহার প্রতিপালক পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

(৩) উক্ত ছুরার ৩৩ রুকুর আয়ত ঃ— و قتل داود جالوت ,
আর দাউদ, জালুতকে হত্যা করিয়াছিলেন।"

এস্থলে و قتل داود جالوت , পড়িলে, এইরূপ বিপরীত অর্থ হয়— "আর দাউদকে জালুত হত্যা করিয়াছিল।"

(৪) এই ছুরার ৩৫ রুকুর আয়ত ঃ— و الله يضاعف ,
আর আল্লাহ দ্বিগুণ করিয়া দেন।

এস্থলে و الله يضاعف , হইলে, এইরূপ বিপরীত অর্থ হইবে— "আর আল্লাহকে দ্বিগুণ করা হইয়া থাকে।"

(৫) ছুরা নেছাব ২৩ রুকুর আয়ত—

رسلا مبشرين و منذرين

"কতকগুলি সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রছুলকে (প্রেরণ করিয়াছি)" এস্থলে যদি ومنذرين , পড়া হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে ঃ—

"রাছুলগণকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।"

(৬) ছুরা তওবার প্রথম রুকুর আয়ত ঃ—

ان الله بري من المشركين و رسوله ☆

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার রছুল মোশরেকগণ হইতে পৃথক (নারাজ) এই স্থলে و رسوله , পড়িলে এইরূপ বিকৃতি অর্থ হইবে,

—নিশ্চয় আল্লাহ মোশরেকগণ ও নিজের রাছুল হইতে নারাজ।"

(৭) ছুরা বনি-ইছরাইলের ২ রুকুর আয়ত ঃ—

وما كنا معذبين "আর আমি শাস্তি প্রদানকারী হই না।

এস্থলে معذبين পড়িলে, এইরূপ বিকৃত অর্থ হয়, "আর আমি শাস্তিগ্রস্থ হই না।"

(৮) ছুরা তা-হার ৭ রুকু আয়ত ঃ—

و عصى آدم ربه , অর্থ— "আর আদম নিজের প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিল।"

এস্থলে و عصى آدم ربه , পড়িলে, এইরূপ বিকৃত অর্থ হয়— "আর আদমের প্রতিপালক আদমের বিরুদ্ধাচরণ করিল।"

(৯) ছুরা আম্বিয়ার ৬ রুকুর আয়ত ঃ—

اني كنت من الظلمين "নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইয়াছি।"

এস্থলে كنت পড়িলে, এইরূপ বিকৃত অর্থ হয়, "তুমি (খোদা) অত্যাচারিদিগের অন্তর্গত হইয়াছে।"

(১০) ছুরা শোয়ারার শেষ রুকুর আয়ত ঃ—

لتكون من المنذرين "এই হেতু যে, তুমি ভীতিপ্রদর্শন কারিদের অন্তর্গত হইবে।"

এইস্থলে من المنذرين পড়িলে এইরূপ বিকৃত অর্থ হইবে,

"(মোহাম্মদ) তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইবে।"

(১১) ছুরা ফাতেরের ৪ রুকুর আয়ত ঃ—

انما يخشى الله من عباده العلماء "ইহা ব্যতীত নহে যে, আল্লাহকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে আলেমগণ ভয় করিয়া থাকেন।

এই স্থলে انما يخشى الله من عباده العلماء পড়িলে এইরূপ বিকৃত অর্থ হয়, "ইহা ব্যতীত নহে যে, আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে আলেমগণকে ভয় করিয়া থাকেন।"

(১২) ছুরা ছাফ্যাতের ২ রুকুর আয়ত ঃ—

ولقد ارسلنا فيهم منذرين, "আর সত্যসত্যই আমি তাহাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারিগণকে (নবিগণকে) প্রেরণ করিয়াছি।"

এইস্থলে منذرين পড়িলে, এইরূপ বিকৃত অর্থ হয়, ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছে এইরূপ লোকদিগকে তাহাদের মধ্যে সত্য সত্যই প্রেরণ করিয়াছি।"

(১৩) ছুরা হাশরের শেষ আয়ত ঃ—

المصور (খোদা) আকৃতি সৃষ্টিকারী।"

এইস্থলে المصور হইলে, এইরূপ বিকৃত অর্থ হইবে, "খোদার আকৃতি গঠন করা হইয়াছে।"

(১৪) ছুরা মোজাম্মেলের ১ম রুকু ঃ—

فعصى فرعون الرسول "তৎপরে ফেরয়াওন

রাছুলের (হজরত মুছার) অবাধ্যতা করিল।"

এইস্থলে فرعون الرسول পড়িলে, এইরূপ অর্থ হয়। তৎপরে রাছুল ফেরয়াওনের অবাধ্যতা করিল।

(১৫) ছুরা মোরছালাত ২ রুকু ঃ—

ان المتقين فى ظلال

"নিশ্চয় পরহেজগারগণ ছায়া সমূহের মধ্যে থাকিবেন।"

ছায়া সমূহের অর্থ আরশের ছায়া, ছারকার ছায়া, তুবা বৃক্ষের ছায়া, ইত্যাদি।

কেরাতের কেতাবে আছে, ظلال পড়িলে, কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু ইহার কারণ বুঝা যায় না, কেননা মোন্তাহাল আরবে ظلال শব্দে অর্থ ছায়াদার বস্তু বলিয়া লিখিত আছে, কাজেই ظلال বহুবচন ও ظلال একবচন এতটুকু প্রভেদ আছে, অর্থের তারতম্য বুঝা যায় না।

(১৬) ছুরা নাজেয়াত, ২ রুকু ঃ—

انما انت منذر من يخشها

"ইহা ব্যতীত নহে যে, তুমি যে ব্যক্তি উক্ত দোজখের ভয় করে, তাহার ভীতি-প্রদর্শনকারী।"

منذر স্থলে منذر পড়িলে এইরূপ অর্থ হয়, তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কাজিখানে আছে, نحن خلقنا স্থলে خلقنا পড়িলে جعلنا স্থলে جعلنا পড়িলে ও انزلنا স্থলে انزلنا পড়িলে, কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে, —এস্থলগুলিতে এইরূপ অর্থ হয় "আমাকে (খোদাকে) সৃষ্টি করিয়াছে, আমাকে বানাইয়াছে ও আমাকে নাজেল করিয়াছে।

আরও কতকগুলি স্থলের কথা কেয়াত শিক্ষাতে উল্লেখ করিয়াছি।

১৭৬৩। প্রঃ—শুক্রবারে ফজরের নামাজ কাজা হইয়াছে, তৎপরে মছজেদে আসিয়া দেখি ঈমামের এক রাকায়াত জুমার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—যদি সে ছাহেবে তরতিব হয়, তবে প্রথম ফজরের ফরজ পড়িয়া লইয়া জুমার নামাজের শেষাংশে দাখিল হইবে, নচেৎ তাহার জুমার ফরজ বাতীল হইবে। আর ছাহেবে-তরতিব না হইলে, প্রথমে জুমার নামাজে শরিক হইবে, পরে ফরজ আদায় করিবে।

১৭৬৪। প্রঃ—কোন এক ব্যক্তি প্রথম বিবাহের স্ত্রীকে তিনতালাক বায়েন দিয়া অন্য 'ক' নাম্নী স্ত্রীলোককে দ্বিতীয়বারে বিবাহ করে। তাহার ১ম বিবাহের কাবিলনামা এইরূপ শর্ত্তে রেজেষ্ট্রী করা হইয়া ছিল যে, তুমিবন্ধ্যা কিম্বা চিররুগ্না না হইলে, অন্য নেকাহ করিতে পারিব না, করিলে ঐ নব্য স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক বাএন হইয়া আমায় পক্ষেহারাম হইয়া যাইবে।

ঐ ব্যক্তি বিবাহের কয়েক মাস পরেই উক্ত 'ক' নাম্নী স্ত্রীকে বাড়ী রাখিয়া বিদেশে গমন করে এবং কিছু দিবস পরে পুনঃ বাটীতে আসিয়া তালাক দেওয়া স্ত্রীকে তহলিল করিয়া নেকাহ করে এবং তাহাকে বিদেশে লইয়া যায়। এখন উক্ত 'ক' নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে নাই, কিন্তু সুস্থা ও নিরুগিনীর মন দুঃখে বাটিতে বাস করিতেছে, এখন কি ব্যবস্থা হইবে?

উঃ—তহলিল করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে নেকাহ করা মাত্র উক্ত কাবিল-

নামার শর্ত্ত অনুসারে তাহার উপর তিন তালাক হইয়া গিয়াছে, এখন উভয়ে জেনা করিতেছে, সন্তান হইলে হারামজাদা হইবে।

১৭৬৫। প্রঃ—কোন এক গ্রামবাসী হিন্দু ও মুছলমানেরা চাঁদা করিয়া কাপও মেডেল প্রস্তুত করিয়া নানা গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া ফুটবল খেলিতে আরম্ভ করে এবং শেষ খেলার দিন ঢাক, ঢোল, কাঁশী ও বাঁশী আতসবাজিসহ খেলা শেষ করিয়াছে, ইহার সাহায্যকারী ও দর্শকগণের ব্যবস্থা কি?

উঃ—ফুটবল খেলা যে নাজায়েজ ও হারাম, ইহার দলীল অতিজরুরী মছলা কেতাবে পাইবেন। ঢাক, ঢোল, কাঁশী ও বাঁশী বাজান যে হারাম, ইহা ছুরা লোকমানের ومن الناس من يشتري بهو الحديث الخ এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। আতশবাজী যে হারাম তাহা ان المبذرين كانو اخوان الشياطين এই আয়ত হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে। এই কার্য্যের সহায়তাকারী ও দর্শক উভয়ে গোনাহ কবিরাতে লিপ্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোক বিনা তওবাতে মরিলে, দোজখের আজাব ভোগ করিবে।

১৭৬৬। প্রঃ—গায়ের মহরম স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ধর্ম্ম-বাপ, বেটী ভাই, বোন ইত্যাদি সম্বন্ধ করিয়া থাকে, ইহা কি?

একজন কোন স্ত্রী-লোককে ধর্ম্ম-বেটি বলিয়া ৭/৮ বৎসর পরে তাহাকে নেকাহ করিতে চাহে, এমন কি সে সেই পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে, এখন তাহাকে সমাজে লওয়া চলে কি না?

উঃ—এইরূপ ধর্ম্ম-কুটুম্বিতা করিলে ব্যভিচার ইত্যাদি মহা মহা গোনাহ কার্য্যের সৃষ্টি হয়, কাজেই ইহা নাজায়েজ। দোর্রোল মোখতার ঃ—

کل ما ادی الی مالا یجر زلا یجوز

ধর্ম্মকুটুম্বিতা করিয়া ধর্ম্ম-মাতা, ধর্ম্ম-বোন বলিলে, প্রকৃত মাতা

ও বোন হয় না, কাজেই এতদুর্ভয়ের মধ্যে নেকাহ জায়েজ।

জেনা কার্য্য ধর্ম্ম-বেটীর সঙ্গে হউক, আর অন্য স্ত্রী-লোকের সহিত হউক, হারাম। এইরূপ অপকার্য্যকারিগণকে তওবা করাইয়া ও তা'জির (সামাজিক শাস্তি) দিয়া সমাজে গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

১৭৬৭। প্রঃ—এদ্দতের মধ্যে নেকার পয়গাম দেওয়া, গ্রাম্য লোকের প্রাপ্য টাকা দেওয়া, কাবিল রেজেষ্টী করা, মোল্লার প্রাপ্য দেওয়া এবং তাহার পিত্রালয় হইতে নিজের বাটিতে লইয়া রাখা কি?

উঃ—ছুরা বাকারা, ৩০ রুকু ঃ—

ولا جناح عليكم فيما عرضتم بهمن خطبة النساء او اكننتم فى انفسكم ـ علم الله انكم ستذكرو نهن ولكن لا تواعد و هن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا و لكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولو ا قولا معروفا ـ ولا تعذموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتب اجله ط

এই আয়তে বুঝা যায় যে, এদ্দতের মধ্যে স্পষ্টভাবে নেকাহ করার প্রস্তাবকরা নাজায়েজ।

নিজের বাটিতে লইয়া যাওয়া নাজায়েজ, ইহাতে জেনার পথ প্রশস্ত হইবে। অন্যান্য কাজগুলিও নাজায়েজ।

১৭৬৮। প্রঃ—ছোট ভাইর বউ বড় ভাইর সমক্ষে যাইতে পারে কি না? যে ঘরে ছোট ভাইর বউ থাকে, তথায় বড় ভাইর যাওয়া নিষেধ এই প্রথা কিরূপ? ছোট ভাইর স্ত্রীও বড়ভাই এক সঙ্গে মুরিদ হইতে পারে কি না?

উঃ—

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

ইহাতে বুঝা যায় যে, ছোট ও বড় সমস্ত ভাইর স্ত্রীকে পর্দ্দা পালন কারা জরুরী।

আর এই প্রথা যে, যে ঘরে ছোট ভাইর স্ত্রী থাকে সেই ঘরে আবশ্যক হইলে, বড় ভাইর গমন করা দোষনীয় কার্য্য, ইহা হিন্দুদের প্রথা। যদি ছোট ভাইর স্ত্রী পর্দ্দার মধ্যে অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া থাকে, তবে দরকার বশতঃ সেই ঘরে বড় ভাইর যাতায়াত করা দোষনীয় নহে। যে পাগড়ী ছোট ভাইর স্ত্রী মুরিদ হওয়ার জন্য ধরিয়াছে, বড় ভাই বাহির হইতে সেই পাগড়ী ধরাতে কোন দোষ নাই।

১৭৬৯। প্রঃ—মাইয়েতকে গোরের তলদেশে পশ্চিম অর্দ্ধাংশ নীচু করিয়া খনন করিয়া উহাতে মৃতকে দক্ষিণ কাতে ডাহিন পার্শ্বের উপর পূর্ব্বে ঠেশ লাগাইয়া শোওয়াইলে কি হয়?

على شقه الايمن এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা কি?

উঃ—কবরের পশ্চিমদিকে গর্ত্ত করিয়া উহার মধ্যে লাশ রাখা ছুন্নত, ইহাকে লাহাদ বলা হয়, শক্ত মাটি হইলে, এইরূপ করা ছুন্নত, লাশকে পশ্চিম মুখ করিয়া ডাহিন কাত করিয়া রাখিবে, কেবলা মুখ করিয়া রাখা ওয়াজেব কিম্বা ছুন্নত ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

নরম মাটি হইলে, অন্য প্রকারে কবর করা জায়েজ হইবে। শাঃ ১/৮৩৭, আলঃ, ১/১৭৬।

১৭৭০। প্রঃ—কন্যার বিবাহে পণ লওয়া হইল না, কিন্তু বরপক্ষের কর্ত্তা স্বেচ্ছায় ১০/১৫ সের মিষ্টান্ন আনিল, তাহা গ্রহণ করা কি? আর তাহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ছাল্লাতলার দরুণ ২৫/৩০ টাঃ কিম্বা ১০ টাকা লওয়া হইল, শালাদিগের হাত ধোয়ান বাবৎ ১০ টাকা, মাথা বাঁধান বাবৎ ৫ টাকা, দ্বার ধরানি বাবৎ ২ টাকা, দাই, নাপিত, চৌকিদার, স্কুল, মক্তব, মছজেদ এই সমস্তের দরুণ ৭ টাকা লওয়া হইল, ইহা পণে গণ্য হইবে কি না?

উঃ—কিছু মিষ্টান্ন বিবাহ অন্তে বিতরণ করা ছুন্নত। দাই নাপিত চৌকিদার, স্কুল, মক্তব, মছজেদ এই সমস্তের দরুণ— স্বেচ্ছায় বরকর্ত্তা যাহা প্রদান করে, জায়েজ, জুলুম করিয়া লইলে, নাজায়েজ হইবে। অবশিষ্টগুলি নাজায়েজ।

১৭৭১। প্রঃ—গ্রামে একজন এমাম আছেন, তিনি সব সময়ে কোরান ভুল পড়িতেছেন, উহা গ্রাম্য লোকেরা জানিতেছেন, কিন্তু এমাম ছাহেবকে কিছু বলিবার জন্য কেহই সাহস করেন না, মাতব্বরগণ প্রায় সকলে তাহার পক্ষাবিলম্বী। বাধ্য হইয়া তাহার পিছনে নামাজ পড়িতে হয়, ইহা জায়েজ হইবে কি?

উঃ—যদি এমাম কোরান শরিফের অক্ষর শুদ্ধ করিয়া পড়িতে না পারেন, আর 'কারী' মোক্তাদী পিছনে থাকেন, তবে সকলের নামাজ বাতীল হইবে।

১৭৭২। প্রঃ—কতক লোক ফরজ নামাজ পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া তওবা করে, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—কয়েক সময় দোয়া কবুল হইয়া থাকে, নামাজের ছালাম ফিরাইবার সময় দোয়া কবুল হইয়া থাকে, এইহেতু উক্ত সময়ে সমস্ত জীবনের গোনাহ মাফ চাওয়া উচিত, ইহাতে গোনাহ মাফ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

মেশকাত ৮৮ পৃষ্ঠা ঃ—

كان رسول الله صعلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلثا

নবি (ছাঃ) যখন নিজের নামাজ শেষ করিতেন, তখন ৩ বার এস্তেগফার পড়িতেন।"

১৭৭৩। প্রঃ—কোন অমুছলমান ব্যক্তিকে তাহার রোগ চিকিৎসার

জন্য কিম্বা বিদ্যা-শিক্ষার জন্য ফেৎরার টাকা দান করা কি? অমুছলমান ভিক্ষুককে সাধারনভাবে ফেৎরার টাকা দেওয়া কি?

উঃ—মুছলমান হউক, আর অমুছলমান হউক, কাহাকেও চিকিৎসার জন্য ফেৎরা দেওয়া জায়েজ নহে।

আর অমুছলমানগণকে দান হিসেবে ফেৎরা দেওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ নহে।

শামী, ২/৯২।

১৭৭৪। প্রঃ—হিন্দু ও মুছলমান দ্বারা মিলিত ভাবে দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইলে, তাহাতে ফেৎরার টাকা দান করা যায় কি না?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৭৭৫। প্রঃ—ফেৎরার টাকা দ্বারা মুছলমানি সংবাদপত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ খরিদ করা কি?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৭৭৬। প্রঃ—গত তিন বৎসর যাবত বর্ষাকালে গড়পড়তা তিন হইতে সাড়ে তিন পালি এবং ফসলের সময় চার হইতে পাঁচ পালি ধান্য বিক্রয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ফসলের সময় ১০ পালি ধান্য দিবার একবার যদি কাহাকেও বর্ষাকালে টাকা ধার দেওয়া যায়, তাহা জায়েজ হইবে কি না? বর্ষাকালে লোকের অভাব অনাটনের সুযোগ লইয়া এইরূপ তেজারতী করিলে জুলুমবাজী হইবে কি না?

উঃ—ইহা জুলুম ও মকরুহ তহরিমি হইবে। ইহার প্রমান বহুস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৭৭৭। প্রঃ—মাদ্রাছা ব্যতীত কোন সাধারণ স্কুল কলেজ ফেৎরার টাকা দান করা কি?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৭৭৮। প্রঃ—মছজেদের এমাম ও ইদগাহের এমাম ফেৎরার হকদার হইবেন কি না? হইলে কি পরিমান হকদার হইবেন?

উঃ—যদি এমাম ফেৎরার ছাহাবে-নেছাব না হন কিম্বাকোরাএশী বা ছৈয়দ না হন তবে দান স্বরূপ ফেৎরা লইতে পারেন, ওজরত স্বরূপ নহে, ইহার কোন পরিমাণ ঠিক নাই। আর ছাহেবে-নেছাব বা কোরাএশী হইলে, উহা লওয়া জায়েজ নহে।

১৭৭৯। প্রঃ—ঈদের নামাজ বিশেষ কোন কারণে ১২টার পূর্ব্বে পড়া না হইলে ১২টার পরে পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে না, বরং পর দিবস উহা পড়িয়া লইবে।

১৭৮০। প্রঃ—জুমার ঘরে নামাজ অন্তে সাংসারিক ও সামাজিক কোন বিষয় কিম্বা গ্রাম্য কলহ নিষ্পত্তি ও সমাজ সংস্করণ সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে কি না?

উঃ—মছজেদে বিচার ব্যবস্থা ও ফৎওয়া দেওয়াতে দোষ নাই তাহতাবি, ১/২৭৮।

যদি মোবাহ কথা ববির ধারনায় মছজেদে বসিয়া এতৎসম্বন্ধে কথা বলে তবে সকলের মতে মকরুহ হইবে।

আর যদি এবাদতের নিয়তে বসিয়া থাকে, তৎপরে মোবাহ কথা বলিয়া ফেলে, সমধিক ছহিহ মতে মকরুহ হইবে না।

মন্দকথা মছজেদে বলা নিষিদ্ধ। শাঃ ১/৪৮৯, তাহাঃ, ১/২৭৮।

১৭৮১। প্রঃ—একটি ডোম মুছলমান হইয়াছিল, তিনি এখন ভাল আলেম ও কারী হইয়াছেন, মছলা মাছায়েলে ভাল জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার খৎনা হয় নাই, তিনি বাগেল অবস্থায় (১৮ বৎসর বয়সে) মুছলমান হইয়াছেন, এই জন্য খৎনা হয় নাই। তিনি একজন খাঁটি পরহেজগার ও ইমানদার, তাঁহার পাছে নামাজ পড়া কি?

উঃ—এক রেওয়াএতে আছে, তাহার খৎনা দেওয়া মাফ হইয়া

যাইবে, কারণ খৎনা দেওয়া ছুন্নত, আর গুপ্তঙ্গ ঢাকা ফরজ, ফরজ তরক করিয়া ছুন্নত আদায় করা জায়েজ নহে।

এইরূপ ব্যক্তির পশ্চাতে অবাধে নামাজ জায়েজ হইবে। ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

১৭৮২। প্রঃ—একজনার রোজার ফেৎরা কয়জনকে দিতে হইবে?

উঃ—একজনকে দেওয়া জায়েজ এবং দুই চারিজনকে দেওয়াও জায়েজ। ইহাই ছহিহ মত, ইহার দলীল শামীকেতাব হইতে ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৭৮৩। প্রঃ—একটি লোক মানশা করিয়াছিল যে, আমার ছেলে হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে, আমি প্রতি মাসে ৩টি রোজা ও ২০ রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করিব, তাহার নিয়ত পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সে উক্ত নামাজ ও রোজা করিতে পারিতেছেনা, এক্ষেত্রে কি করিতে হইবে?

উঃ—মানশা আদায় করিতে হইবে। যদি আদায় না করিয়া মরিয়া যায়, তবে প্রত্যেক নামাজ ও রোজার পরিবর্ত্তে ফেৎরা পরিমান কাফফারা দিতে হইবে, নচেৎ আজাব ভোগ করিতে হইবে।

১৭৮৪। প্রঃ—কোন ব্যক্তি পীরগিরি করে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কিন্তু জবরদস্তি করিয়া লোকের স্বত্ব (জমাজমি) গ্রাস করে, এইরূপ লোকের এমামতি করা ও তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—এইরূপ ব্যক্তি ফাছেক, তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তাহরিমি।

১৭৮৫। প্রঃ—কোন ব্যক্তি চুরি করে, ঘুষখায়, লোকের উপর মিথ্যা অপবাদ প্রদান করে, জুমার এমামের বেতন দিতে সমাজের লোকদিগকে নিষেধ করে, প্রতিবেশীরউপর অন্যায় অত্যাচার করে

এবং ব্যভিচারের সাহায্য করে, মোকদ্দমার গোয়েন্দাগিরি করে, পীর ফকির বলিয়া দাবি করে এবং জুমা ও ঈদের এমামতি করে, তাহার নিকট মুরিদ হওয়া, তাহার পাছে নামাজ পড়া ও তাহার সঙ্গে সমাজ করা কি?

উঃ—এইরূপ লোকের নিকট মুরিদ, হওয়া সমাজ করা, তাহার বাটিতে খাওয়া জায়েজ নহে। তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১৭৮৬। প্রঃ—এক ব্যক্তি লোকদিগকে নামাজ রোজার জন্য তাম্বি-তাড়না করিতে দেখিলে বলে, নামাজ পড়িও না, দেখি তাহারা কি করিতে পারে, উক্ত ব্যক্তি গচ্ছিদ হরণ (আমানতে খেয়ানত) করে, মজুর লইয়া বা চাকর রাখিয়া বেতন দেয় না, সর্ব্বদা লোকজনের বা ভাইদিগের সহিত কলহ ফাছাদ করে, এইরূপ লোকের ব্যবস্থা কি?

উঃ—এরূপ ব্যক্তি দোজখের কঠিন শাস্তিগ্রস্থ হইবে, তাহার পাছে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

১৭৮৭। প্রঃ—একজন মৌলবী বিড়ী খায়, লোকে যদি বলে, আপনি কেন বিড়ী খান? তদুত্তরে সে বলে, একজন পয়গম্বর বিড়ী খাইয়াছেন, তাই আমিও খাই, এইরূপ লোকের ব্যবস্থা কি?

উঃ—এরূপ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, কোন নবী বিড়ী খান নাই, একজন নবীর উপর মিথ্যা দোষাপরোকারী অতিকম ফাছেক, তাহার পশ্চাতে নামাজ মকরুহ তহরিমি।

১৭৮৮। প্রঃ—একজন মৌলবী শেরকি মন্ত্র জানে ও পাঠ করে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—নাজায়েজ।

১৭৮৯। প্রঃ—কোন এক ব্যক্তি তাহার মুরিদগণের নিকট হইতে

হজ্জ করিব ও একজন বড় মাওলানা আনিয়া সভা করিব বলিয়া অনেকগুলি টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না, তাহার ফৎওয়া কি?

উঃ—যদি নিতান্ত জরুরত বশতঃ তিনি সে বৎসর হজ্জে যাইতে পারিলেন না এবং সভা করাইতে পারিলেন না, কিন্তু পর বৎসরে উহা করেন, তবে কোন দোষ হইবে না আর যদি তাহার হজ্জ করার ইচ্ছা না থাকে এবং সভা করার বাসনা না থাকে, বরং পরের টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য থাকে, তবে বড় ফাছেক, তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি, এইরূপ লোকের সহিত সমাজ করা নিষিদ্ধ।

১৭৯০। প্রঃ—কোন এক ব্যক্তি বলে, যদি আমার বংশের মধ্যে কেহ হজ্জ করে তবে আমরা চুরি, দাগাবাজি, লুচ্চামি ও মানুষের হক নষ্ট করিলে কোন দোষ হইবে না। তাহার সঙ্গে সমাজ করা, তাহার বাড়িতে খাওয়া ও তাহার হাতে বয়য়ত করা কি?

উঃ—এইরূপ ব্যক্তির হারাম কার্য্যগুলি হালাল জানার জন্য কাফের হওয়ার বিশেষ আশঙ্খা আছে, তাহাকে কলেমা-রদ্দে-কোফর পড়িয়া ও তওবা করিয়া নূতন মুছলমান হইতে হইবে ও নিজের বিবির সহিত নেকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে, নচেৎ তাহার নিকট বয়য়ত করা ও অন্য কোন কার্য্য জায়েজ হইবে না।

১৭৯১। প্রঃ—কোন একজন ফকির কোন লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কিছু জাদু মন্ত্র লিখিয়া তাহার বাড়ির চারি কোণে পুতিয়া রাখে, ইহাতে একটি ছেলে মারা যায়। অবশেষে ইহা জানা যায় এবং ইহার সাক্ষীও পাওয়া যায়, কিন্তু সেই ফকির বলে, আমি কোরাণ লইয়া জুমার ঘরে গিয়া বলিব যে আমি ইহা করি নাই, এইরূপ ব্যক্তির ব্যবস্থা কি?

উঃ—এইরূপ কার্য্যের সাক্ষী পাওয়া গেলে তাহাকে জাদুকর বলা যাইবে, সে কোরাণ হাতে লইয়া ও কোন কছম করিলে, বিশ্বাস করা

যাইবে না, তাহার হাতে বয়য়ত করা, তাহার বাড়িতে খাওয়া তাহার সঙ্গে শরিক হইয়া কোরবানি করা ও তাহার সঙ্গে সমাজ করা কিছুই জায়েজ হইবে না। জাদু করিয়া মানুষ মারিয়া ফেলা কাফেরী, হারাম ও গোনাহ করিব।

১৭৯২। প্রঃ—কোন ব্যক্তি বলে, যে মৌলবী ও মাওলানা তারিকা লইয়াছে তাহার পাছে নামাজ পড়া ও তাহার ওয়াজ শুনা নাজায়েজ, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—যে মৌলবী মাওলানা এরূপ জাহেল ফকিরের নিকট মুরিদ হইয়াছে যে, সে পীরত্বের ৫টি শর্ত্ত অর্জন করে নাই, সঙ্গীত বাদ্য কাওয়ালী করিয়া থাকে, তাহার মজলিশে মুরিদা নর্ত্তন-কুর্দ্দন (নাচানাচি-লাফালাফি) করিয়া থাকে, মাওলানা মৌলবিগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, নামাজ রোজা বা শরিয়তে প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে, স্ত্রীলোকদিককে হাত ধরিয়া মুরিদ করে, টকি ও গ্রামোফনে মাতোয়ারা, এইরূপ নামধারী পীরের নিকট যে মৌলবী ও মাওলানা বয়য়ত করিয়াছে, তাহার পাছে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

আর যদি পীর পঞ্চ শর্ত্তধারি হন ও শরিয়তের এক তিল বিন্দু বিরুদ্ধাচরণ না করেন, তাঁহার নিকট বয়য়ত করা জায়েজ, এইরূপ মৌলবী ও মাওলানার পাছে নামাজ পড়া নিষেধকারী ব্যক্তি গোমরাহ ও বেদয়াতি।

১৭৯৩। প্রঃ—কোন ব্যক্তি বলে, জুম্মার সমস্ত এমাম দোজখী হইবে, কারণ তাহাদের কেহ কেহ কুলুখ ব্যবহার করে না, এইরূপ এমামের পাছে নামাজ পড়া কি?

উঃ—যদি কতক এমাম কুলুখ ব্যবহার না করে, তবে সমস্ত এমাম দোজখী হইবে কেন?

হাদিছে আছে ঃ—

استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه

"তোমরা প্রস্রাব হইতে পরহেজ কর, কেননা অধিকাংশে গোরের শাস্তি উহা হইতে হয়।

যে এমামেরা কুলুখ ব্যবহার করে না, তাহাদের মূত্রনালী হইতে হয়ত প্রস্রাবের বিন্দু নির্গত হইতে থাকে, ইহাতে শরীর ও কাপড় নষ্ট হইতে থাকে, এবং ওজু নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ এমামের পাছে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হইবে।

১৭৯৪। প্রঃ—কোন কারণ বশতঃ জুমার এমাম জুমা ত্যাগ করিয়াছে কোন কোন মুছল্লি বলিল আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া একজন যোগ্য এমাম রাখিব ইহা লইয়া মুছল্লিগণের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইল। কতক মুছল্লি ও কতক বেনামাজি যুক্তি করিয়া অবশিষ্ট নামাজিদের মত না লইয়া এরূপ এক এমাম নিয়োজিত করিলেন যে, সে ওজুর ফরজ ও ছুন্নত কার্য্য অবগত নহে, কোরাণ ভুল পড়ে, জবরের স্থলে পেশ পড়ে, আর অনেক ভুল পড়ে সেই ভুল ধরিলে, সে বলে, কে তোমাদিগকে জুমার নামাজ পড়িতে ডাকে, রমজান শরিফের মাসে শওয়ালের খেৎবা পড়ে, সেই কথা বলিলে, সে গালিগালাজ করে, তাহার পাছে নামাজ পড়া কি?

উঃ—যদি কোরানের অক্ষর ভূল পড়ে, আর পাছে কোন কারী থাকে, তবে সকলের নামাজ বাতিল হইবে। দ্বিতীয় জবর স্থলে পেশ পড়িলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে সকলের নামাজ বাতিল হইবে।

আর যদি পাছে কোন কারী না থাকে এবং জের জবরের পরিবর্ত্তনে অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে গালিগালাজ করার জন্য সে ফাছেক হইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১৭৯৫। প্রঃ—কোন মছজেদ পোক্তা করা হইতেছে, এই অবস্থায়

পূরাতন ঘরের খুটি ও টিন দহলিজ কিম্বা স্কুলঘরে লাগান জায়েজ হইবে কি? উক্ত ঘরের মাটি কি করিতে হইবে?

উঃ—খুটি ও টিন অন্য কোন মছজেদে লাগাইবে। কিম্বা বিক্রয়করিয়া উহার মূল্য মছজেদে ব্যয় করিবে। ইহা ব্যতীত দহলীজ ও মক্তবে লাগান জায়েজ হইবে না। মছজেদের মাটি মছজেদের বারান্দা ইত্যাদিতে লাগাইবে।

১৭৯৬। প্রঃ—সম্প্রতি পীর বাদশা মিঞা তাহার মুরিদিগের নিকট এই ফৎওয়া জারি করিয়াছেন যে, যাহারা জুমার নামাজ পড়ে তাহাদের পাছে নামাজ হইবে না, ইহা কি কোন ফেক্‌হ শাস্ত্রে আছে? তিনি ইহাহ বলিয়াছেন যে, মৌলানা আসরাফ আলি সাহেব নাকি তাঁহার কোন কেতাবে লিখিয়াছেন যে, বাংলা দেশে জুমা হয় না, ইহা কি?

তিনি আরও বলেন যে, জুমা পড়ে এমন কোনও আলেম তাঁহার সহিত বাহাছ করিবার জন্য তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও হাজির হন নাই। ইহার ফৎওয়া কি?

উঃ—তলখিছোল হবির, ১৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—

বয়হকি "মারেফাত কেতাবে এবেনে-ইছহাক ও মুছা বেনে আকবর মাগাজী হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (হজরত) নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফের দিকে হিজরত কালে যে সময় বনি আমর বেনে আওফ দলের নিকট হইতে রওয়ানা হইয়া বনি ছালেমের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় জুমার সময় উপস্থিত হইয়াছিল, কাজেই তিনি তাহাদের সহিত জুমা পড়িয়াছিলেন। বনি-ছালেম 'কোবা' ও মদিনা শরিফের মধ্যস্থিত একটি গ্রাম।"

আরবী শব্দ এইরূপ وهي قرية بين قياد المدينة উহাকে কোবা ও মদিনার মধ্যস্থিত একটি গ্রাম।

খোলাছাতোল অফা, ১৯৬ পৃষ্ঠা, —

"এবনো-ইছহাক বলিয়াছেন, বনি-ছালেম বেনে আওফের নিকট জুমার সময় উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাতে তিনি বৎনে-ওয়াদীতে জুমা পড়িয়াছিলে।

জাদোল ময়াদের হাসিয়াতে মুদ্রিত ছিরাতে এবনে হেসামের ১।২৭৪ পৃষ্ঠা,—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বনি ছালেম বেনে আওফের নিকট উপস্থিত হইলে, জুমার সময় উপস্থিত হইল, ইহাতে তিনি বৎনে-ওয়াদীর মছজীদে জুমা পড়িয়াছিলেন।

এইরূপ তারিখে তাবারীর ২।২৫৫ পৃষ্ঠায় মাওহাবে লাদোন্নির ১।৬৭ পৃষ্ঠায়, জার কানির ১।৩৫৪ পৃষ্ঠায়, ফতুহোল বোলদানের ১২ পৃষ্ঠায় মেরকাতের ২।২০৩ পৃষ্ঠায় মাদারোজন্নবুয়তের ২।৬৪ পৃষ্ঠায় ওজ্জবোল কলুবের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) বৎনে-ওয়াদিতে বনি ছালেম নামক গ্রামোজুমা পড়িয়াছিলেন।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, বনি ছালেমের বৎনে-ওয়াদী আমাদের দেশের গ্রামগুলির ন্যায় একটি গ্রাম এক্ষেত্রে পীর বাদশাহ মিঞার ফৎওয়া অনুসারে হজরত নবি (ছাঃ) এর পাছে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না? যদি জায়েজ হয় তবে আমাদের দেশের জুমা পাঠ-কারিদের পাছে জুমা জায়েজ হইবে।

এস্থলে একটি কথা জানা কর্ত্তব্য, শরিয়তের শহর পৃথক, দেশাচারের শহর পৃথক, অনেক স্থলে দেশাচারের গ্রামগুলি শরিয়তের হিসাব শহর বলিয়া গণ্য হইবে।

ছুরা নামাল, ৩ রুকু,—

قالت ان الملك اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة

"বিলকিছ বলিলেন, সত্যই যখন বাদশাহগণ কোন গ্রামে (শহরে) প্রবেশ করেন, উহা ধ্বংস করিয়া দেন এবং উহার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন। এস্থলে বিলকিছের দ্বারা শহরকে গ্রাম বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ছুরা আন কাতুব, ৪ রুকু, —

انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ☆

নিশ্চই আমি এই গ্রামের অধিবাসীগিদের উপর তাহাদের অপকার্য্য জন্য আছমান হইতে আজাব নাজিল করিব। এস্থলে হজরত লুতের 'ছাদুর' শহরকে গ্রাম বলা হইয়াছে।

ছুরা ইয়াছিন, ২য় রুকু,—

و اضرب لهم مثلا اصحب القرية ☆

"এবং তাহাদের জন্য গ্রামবাসিদিগের দৃষ্টান্ত প্রকাশ কর। এস্থলে এন্তাকিয় শহরকে গ্রাম বলা হইয়াছে।

ছুরা আ'রাফ, ২১ পৃষ্ঠা,—

و سئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحوم اذا يعدون فى السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا سبتون ال تاتيهم كذ لك ☆

এবং তাহাদিগকে গ্রামবাসিদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যাহারা সমুদ্রের তীরে উপস্থিত ছিল, যখন তাহারা শনিবার সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, যে সময় তাহাদের নিকট তাহাতে শনিবারের তাহাদের (সমুদ্রের) মৎস্যগুলি ভাসমান অবস্থায় আসিত, আর যে

দিবস তাহারা শনিবার পালন না করিত, সেই দিবস উক্ত অবস্থায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইত না।

এস্থলে বনি ইছরাইলদিগের আয়লা শহরকে গ্রাম বলা হইয়াছে।

ছুরা জোখরাফ, ৩ রুকু,—

و قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القيتين عظيم ☆

"তাহারা বলিল, কেন এই দুই গ্রামের একজন মহৎ ব্যক্তির উপর কোরান নাজেল করা হইল না?

এই আয়াত মক্কা শরিফ ও তায়েফকে গ্রাম বলা হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, শরিয়তের হিসাবে যাহা শহর, দেশাচারে অনেক স্থলে তাহা গ্রাম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ফেক্‌হের কেতাবে যে, গ্রামে জুমা নাজায়েজ বলা হইয়াছে, উহা শরয়ি গ্রামের জন্য বলা হয় নাই।

জোখরাফ, ২ রুকু,—

و كذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباء نا على امة و انا علي اثارهم مقتدون ☆

"এইরূপ আমি তোমার পূর্বে কোন গ্রামে যে কোন ভীতিপ্রদর্শক প্রেরণ করিয়াছি তথাকার সম্পদশালিরা বলিয়াছিল যে নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃগণকে এই ধর্মের উপর প্রাপ্ত হইয়াছি, আর আমরা তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণকারী। অনেক নবী শহরে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এস্থলে শহরকে গ্রাম বলা হইয়াছে।

ছুরা শুরা, ১ রুকু,—

و كذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القري ومن حولها . اهل مادر شهو راكه مكه است ☆

মক্কা শরিফকে ওম্মোলকোরা বলা হইয়াছে, গ্রামগুলির মাতা, কিন্তু তফছিরে হোছাএনিতে উহার অর্থ শহরগুলির মাতা বলা হইয়াছে। রদ্দোল মোহতার, ১৫৯ পৃষ্ঠা ও তাহতাবি ১।৩৩৮ পৃষ্ঠা,

و هذا يصدق علي كثير من القرى ☆

"এই এমাম আবু ইউছফের রেওয়াএত অনুযায়ী অনেক গ্রাম ও শহর গণ্য হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দেশাচারে যে সমস্ত স্থানকে গ্রাম বলা হয়, তন্মধ্যে বহু স্থানকে শরিয়ত অনুযায়ী শহর বলা হইবে।

বারজান্দির ১৬৮ পৃষ্ঠার ও আবুল-মাকারেমের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।,—

فی المضمرات قال ابو القاسم اذا اذن الوالی او القاضی باداء الجمعة في قرية فيها سوق جاز اتفاقا لانه مجتهد فيه فان الشافعي قال كل قرية يسكنها الربعون رجلا احرار آ لا يظعنو عنها صيفا و شتاء يقام لهم الجمعة فيها ☆

"মোজামারাত কেতাবে আছে, আবুল কাছেম বলিয়াছেন, যে গ্রামে বাজার আছে যদি আমির কিম্বা কাজী তথায় জুমা আদায় করার হুকুম দেন, তবে সকলের মতে তথায় জুমা জায়েজ হইবে। কেননা

এই মছলাটি এজতেহাদী, এইহেতু (এমাম) শাফেয়ী বলিয়াছেন, যে গ্রামে চল্লিশজন আজাদ (স্বাধীন) লোক অবস্থিত করেন, তাহারা শীত গ্রীষ্মকালে অন্যত্রে বাস করেন না, তথায় জোমা কায়েম করা যাইবে।

দোর্রোল মোখতারের ১।৬২ পৃষ্ঠায় আছে,—

وفي القهستاني اذن الحاكم ببناء الجامع فى الرستاق اذن الجمعة اتفاقا على قاله السرخسي و اذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه ☆

কাহাস্তানিতে আছে, হাকেম গ্রামে জোমার মছজেদ প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলে, সকলের মতে জোমার অনুমতি দেওয়া হইবে, ইহা (এমাম) ছারাখছি বলিয়াছেন, আর যদি জোমা পড়ার হুকুম দেন, তবে এজমা মতে উহা জায়েজ হইবে।

শামী, ১৫৭০ পৃষ্ঠা ও তাহাবী, ১।৩৩৯ পৃষ্ঠা,—

عبارة القهستاني تقع فرضا في القضبات و القرى الكبيرة التي فيها اسواق قال ابوالقاسم هذا بلا خلاف اذا اذن الوالي او القاضى ببناء المسجد الجامع و اداء الجمعة لان هذا مجتهد فيه فاذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليها ☆

কাহাস্তানির এবারত এই,—কসবাগুলিতে ও যে বড় গ্রামগুলিতে বাজার আছে, তথায় জোমা ফরজ আদায় হইবে। আবুল কাছেম বলিয়াছেন, যদি আমির কিম্বা কাজী জামে মছজেদ প্রস্তুত করিতে ও জুমা আদায় করিতে হুকুম দেন, তবে বিনা মতভেদে জুমা আদায়

হইয়া যাইবে। কেননা এই মছলাটি এজতেহাদী, কাজেই যদি এস্থলে হুকুম পাওয়া যায়, তবে এজমা মতে উহা জায়েজ হইবে।

কবিরি ও জামে মোজমারাতে আছে,

لا يشك في جواز الجمعة في البلاد و القصبات ☆

"নগর ও কসবা সমূহে জোমা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত নহে। আরও শামী কেতাবে আছে,—

"কসবা ও বড় গ্রামে পীর বাদশাহ মিঞার ফাতাওয়ার অসারতার জন্য মক্কা শরিফের মুফতীগণের একটি ফাতাওয়া উদ্ধৃত করিতেছি,—

ফৎওয়াটি এই,—

এসম্বন্ধে আপনাদের মত কি?

আমি যে সমস্ত শহর বন্দর ও কছবাগুলির উল্লেখ করিব, তৎসমস্ত স্থলে জুমা ও ঈদ, পাঠ করা ছহিহ হইবে কিনা?

প্রথম কলিকাতা, উহাতে দুইশত কিম্বা তদধিক মছজেদ আছে উহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুমান চারিলক্ষ কিম্মা তদধিক অধিবাসী আছে। দ্বিতীয় ঢাকা, যেহেতু উহা প্রাচীন শহর, এই হেতু উহাতে চারিশত কিম্বা তদধিক মছজেদ আছে, উহাতে অধিবাসীগণের সংখ্যা অনুমান একলক্ষ কিম্বা তদধিক হইবে। তৃতীয় ফরিদপুর, তথায় অনেক মছজেদ আছে এবং উহার অধিবাসীগণের সংখ্যা অনুমান দুই সহস্র হইবে। এইরূপ নদীয়া ময়মনসিংহ, বরিশাল, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, যশোহর, মাদারিপুর, সুধারাম, চট্টোগ্রাম, রংপুর, দীনাজপুর, এবং উল্লিখিত শহরগুলি ব্যতীত কতক গুলি বন্দর আছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটিতে স্থায়ী ও বিদেশী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহস্র বা তদধিক অধিবাসী আছে, যথা ঝলকাটি নলছিটি, শরিকল, টরিকি, মদনগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ হাজিগঞ্জ, মোলফাৎগঞ্জ, দওলতখান। উক্ত শহরগুলিতে উল্লিখিত বন্দরসকল ব্যতীত বহু বস্তি আছে, প্রত্যেকের অধিবাসীগণের

সংখ্যা বহুশত হইবে, হিন্দুস্থানের ব্যবহারে তৎসমুদয়কে কছবা বলা হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশে বাজার ও মছজেদ আছে, আমি কতিপয় কছবার নামোল্লেখ করিতেছি যথা, — ফরিদপুরের অন্তর্গত চিকন্দী, পালংরংখোলা, বিনোদপুর, বাহাদুরপুর, সরমঙ্গল, রাজানগর, বোরহানগঞ্জ, কেবলনগর, জাজিয়া ইত্যাদি। ঢাকার অন্তর্গত মনছুরগঞ্জ, বালাছিয়া, চাঁদপুর, রেকাবিবাজার, জাঙ্গিরা ইত্যাদি। বরিশালের অন্তর্গত পেলতি, সৈয়দগাঁও, মূল্যাদি, শায়েস্তা আবাদ, বাউফল, গাল চিপা, মুদাগঞ্জ, ফুলঝরি, বাহমনা, সৈয়দপুর, গাহালু ও শিরযোগ। যদি তৎসমুদয় স্থলে জুমা ও দুই ঈদ জায়েজ হয়, তবে যে ব্যক্তি বলে যে, যে কোন উক্ত শহর, বন্দর ও কছবাগুলিতে জুমা দুই ঈদ পড়িবে, সে গোমরাহ (ভ্রান্ত) হইবে, তাহার পক্ষে কি ব্যবস্থা হইবে?

উত্তরঃ—হাঁ, এই শহর ও কছবাগুলিতে জুমা ও দুই ঈদ্ ছহিহ হইবে। শরহে বেকায়া কেতাবে আছে, যে স্থানে বৃহত্তম মছজেদ তথাকার অধিবাসীগণের স্থান সঙ্কুলান না হয়, উক্ত স্থানকে শহর বলে। বেকায়া লেখক শরিয়তের আহকামে, বিশেষতঃ শহর সমূহে হদ জারী করা সম্বন্ধে শিথিলতা প্রকাশ হওয়ার জন্য প্রথম তফছির ত্যাগ করিয়া এই দ্বিতীয় তফছির মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

দোর্‌রোল-মোখতারে আছে,—যে স্থানের বৃহত্তম মছজেদে তথাকার জুমার হুকুম প্রাপ্ত অধিবাসিগণের স্থান সঙ্কুলান না হয়, সেই স্থানটি শহর হইবে। (শরিয়তের) আহকামে শিথিলতা প্রকাশ হওয়ার জন্য অধিকাংশ ফকিহ এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, ইহা মোজতবা কেতাবে আছে।

তাহতাবী কেতাবে আছে, এই মতের উপর অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বান ফৎওয়া হইয়াছে। সৈয়দ এবনো শোজা বলিয়াছেন, এসম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট মত। ওয়াল-ওয়ালজিয়াতে আছে, ইহাই ছহিহ মত।

ছালাজি বলিয়াছেন, আমি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোত্তম মত এবং বোরহানোশ শরিয়াহ এই মতের উপর আস্তা স্থাপন করিয়াছেন। ইহা নহরোল-ফায়েকে আছে।

বাহরোর রায়েকে আছে, এমাম আবু ইউছোর রহমতুল্লাহ আলায়হের রেওয়াএতে আছে, যদি লোকে তাহাদের পাঞ্জাগানা মছজেদগুলির মধ্যে বড়টিতে সমবেত হয়, তবে তাহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, (এরূপ স্থানকে শহর বলা হয়), ইহার উপর অধিকাংশ ফেকহ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানের ফৎওয়া হইয়াছে। আবু শোজা বলিয়াছেন এতৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট মত। ওয়াল-ওয়ালজিয়াতে আছে, ইহাই ছহিহ মত। শরেহ-ইলইয়াতে আছে যে কোন স্থানের অধিবাসীগণের মধ্যে বালক, স্ত্রীলোক ও দাসগুলিকে বাদরিয়া যাহাদের উপর জুমাওয়াজেব হইয়াছে, যদি তাহারা তথাকার বৃহত্তম মছজেদে সমবেত হয়, তবে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, এইরূপ স্থানকে জামে-শহর বলা হয়। ইহা আবু ইউছোফ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। মুছলমানদিগের উপর বাদশাহ কাফের হইলে, কিম্বা মুছলমান সুলতানের নিকট হইতে অনুমতি লওয়া কষ্টকর হইলে, সুলতানের শর্ত্তটি রহিত হইয়া যায়।

বাহরুল উলুম (রঃ) ইহা আরকানে আরবায়া কেতাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি কোন শহরের হাকেম কাফের হয়, তবে তথাকার মুছলমানদিগের উপর জুমা কায়েম করা ওয়াজেব ও মুছলমান বাদশাহ হওয়ার শর্ত্ত রহিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহাদের উপর একজন মুছলমান এমাম নিযুক্ত করার আবেদন করা ওয়াজেব। জামেয়োর রমুজে আছে সুলতান বা খলিফার অর্থ এই যে, শহরের অধিপতি—যাহার উপর অন্য কাহার ও কর্ত্তৃত্ব না থাকে, বিচারক হউক, আর অত্যাচারী হউক, কেহ কেহ তাহার বিচারক

হওয়ার শর্ত্ত করিয়াছেন, ইহা কাজিখানে আছে। বাদশাহ শব্দ সাধারণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহার মুছলমান হওয়া শর্ত্ত নহে। যদি তাহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে বাদশাহ হওয়া শর্ত্ত হইবে, নচেৎ উহা শর্ত্ত হইবে না। এক্ষেত্রে যদি মুছলমানগণ একতাভাবে একটি লোককে এমাম স্থির করিয়া নামাজ পড়েন তবে জায়েজ হইবে, ইহা হালাবী ইত্যাদি কেতাবে আছে।

তহজিব কেতাবে আছে, যদি বাদশাহের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করা কষ্টকর হয়, তৎপরে লোক একজনার নিকট এই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়-যে, তাহাদের সহিত জুমা পড়ে, তবে ইহা জায়েজ হইবে। ইজাজ কেতাবে আছে আবুল হাছান (রঃ) বলিয়াছেন, যদি বাদশার অনুপস্থিতে কিম্বা মৃত্যুতে অন্য বাদশাহ নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার অনুমতি গ্রহণ করা কষ্টকর হয়, তবে লোকদিগকে তাহাদের নামাজ পড়ার জন্য একতা ভাবে একজন লোককে নির্দ্দিষ্ট করাতে কোন দোষ নাই; কেননা যে সময় (হজরত) ওছমান (রাঃ) শত্রুদল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন তখন লোকে (হজরত) আলি (রাঃ) কে অগ্রনী স্থির করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদিগকে লইয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।

আরও তাঁহারা এই ফরজ কায়েম করা আবশ্যক বুঝিলেন, কাজেই তাঁহাদের এজমা (একমত হওয়া) ধার্ত্তব্য হইল। ইহা এবরাহিম শাহিতে আছে।

বাহারোর-রায়েকে খোলাছা কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যদি তথায় কাজী কিম্বা মৃত বাদশার স্থলাভিষিক্ত (নাএব) না থাকে, তৎপরে সাধারণ লোকে একজনকে এমাম স্থির করে, তবে জরুরতের জন্য উহা জায়েজ হইবে।

দোর্রোল মোখতারে আছে,—উল্লিখিত লোকদের বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণ লোকদের খতিব নিযুক্ত করা অগ্রাহ্য হইবে, কিন্তু তাহাদের অভাবে জরুরতের জন্য ইহা জায়েজ হইবে। এইরূপ কাজিখান কেতাবে আছে।

ফাতাওয়ায় আলমগিরিতে আছে, যে শহরগুলির অধিপতি কাফের হয়, তৎসমস্ত স্থলে মুছলানদিগের সম্মতিতে কাজী নির্ব্বাচিত হইবে এবং তাহাদিগের পক্ষে একজন মুছলান হাকিম তলব করা ওয়াজেব, ইহা মোরাজোদ্দেরায়া ও তাহতাবি কেতাবে আছে।

এ সম্বন্ধে কতকগুলি হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাদশাহ বিচারক হউক, আর অত্যাচারী হউক, কেয়ামত পর্য্যন্ত জুমা ফরজ রূপে স্থায়ী থাকিবে। আরও জুমা ছহিহ হওয়ার শর্ত্তগুলি কোরআন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই, বরং মোজতাহেদগণের এজতেহাদে সপ্রমাণ হইয়াছে, কাজেই তৎসমস্তের নির্ভুল এবং ভ্রান্তিমূলক উভয় প্রকার হওয়ার সম্ভবনা আছে, পক্ষান্তরে নিঃসন্দেহে স্পস্ট কোরআন ও হাদিছে জুমা কায়েম করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, কাজেই জুমার হুকুম প্রাপ্ত স্বদেশ-বাসিদিগের উপর উহা কায়েম করা ওয়াজেব হইয়াছে। ওছুলে ফেক্হে এই দুইটি নিয়ম বিবিবদ্ধ করা হইয়াছে (১) সন্দেহের জন্য নিশ্চিত বিষয়টি নষ্ট হইতে পারে না (২) এজতেহাদকারী বিদ্বান্ কখনও ভ্রম করেন এবং কখনও প্রকৃতব্যবস্থা দেন। যখন আমরা উক্ত নিয়ম কানুনদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করি, আমাদের পক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, যেরূপ শরিয়ত প্রবর্ত্তক (আল্লাহ ও রাছুল) আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ জুমা আবাদ করা হইবে, উহা ছহিহ হইবে এবং জোহরের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে।

যে ব্যক্তি জুমা আদায়কারীকে গোমরাহ বলিয়াছেন তাহার হুকুম এই যে, সে নিজেই গোমরাহ, যদি সে উক্ত মত ত্যাগ না করে,

তবে উপযুক্ত শাস্তি (তাজির) পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহতায়ালার নিকট সন্দেহ নিক্ষেপ কারিদের সন্দেহ ও ভ্রান্তদের ভ্রান্তি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। এই ফৎওয়ার আরবি এবারত মৎপ্রণীত 'গ্রামে জুমা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া' কেতাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই ফৎওয়াতে মক্কা শরিফের মুফতী ও মাওলানা আবদুল্লাহি ছেরাজ তথাকার কাজি মাওলানা মোহাম্মদ আমিন, হারাম শরিফের মোদার্রেছ মাওলানা আবুল খায়ের মিয়াদাদ, মছজেদোল হারামের মোদার্রেছ ও এমাম মাওলানা হাছান আরাব ও শায়খোল হিন্দ ও বাঙ্গালা মোহম্মদ হোছাএন হিন্দি, মছজেদোল হারামের মোদার্রেছ মাওলানা আবুল হামিদ দাগেস্তানি, মাওলানা খলিল বেনে আদাম নাজাশি ও মছজেদোল হারামের খতিব মাওলানা আবদুল্লাহ বেনে মোস্তাফা মেয়দাদ প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ২৮জন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলেমের দস্তখত আছে।

এক্ষণে আমি বলি, মক্কাশরিফের মুফতিগণের ফৎয়া অনুযায়ী বাংলা দেশের অধিকাংশ গ্রামে জুমার নামাজ ফরজ তাঁহাদের ফৎওয়া অগ্রগণ্য হইবে, না পীর বাদশাহ মিঞার ফৎওয়া গ্রহণীয় হইবে জিজ্ঞাসা কারিগণের বিচার সাপেক্ষ।

পীর বাদশাহ মিঞা বলিয়াছেন,—

মাওলানা আশরাফ আলি খানাবী ছাহেব কোন কেতাবে লিখিয়াছেন যে, বাংলাদেশে জুমা হয় না ইহা কি?

উত্তর —

(১) মাওলানা আশরাফ আলি খানাবী ছাহেবের শিক্ষক শ্রেণীস্থ মাওলানাগণের কয়েকটি ফৎওয়ার সংক্ষিপ্তসারে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

রামপুরের মাওলানা ছালামতুল্লাহ ছাহেব ও অন্যান্য মোর্দারেছগণের ফৎওয়া,—

দীনের আলেমগণ, শরিয়তের ফৎওয়াদাতাগণ ও মহামতি হানাফী বিদ্বানগণ নিম্নোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের সমাধানে কি বলেন?

প্রথম প্রশ্ন,—গ্রামসমূহে জুমা জায়েজ কিনা? কোন কোন লোক বলেন যে, গ্রামসমূহে প্রত্যেক অবস্থাতে জুমা জায়েজ নহে, তাহাদের এইরূপ সত্য কিম্বা ভ্রান্তিমূলক?

আমাদের অঞ্চল ও পল্লীসমূহে এরূপ অনেক গ্রাম আছে, যে সমুদয়ে এত জুমার হুকুমপ্রাপ্ত নামাজী আছে যে, যদি তাহারা সমবেত হন, তবে মছজেদে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, এইরূপ গ্রামে জুমা নামাজ জায়েজ হইবে কি না?

পুরাতন কাল হইতে এই গ্রাম সমূহে জুমা হইয়া আসিতেছে, কতক মোল্লা উহা পড়িতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। জুমা পরিত্যাগ কারিদের উপর শরিয়তের কি কি তাড়না ও শাস্তি সপ্রমাণ হইয়াছে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন — যে গ্রামগুলিতে দুই তিনটি মছজেদ না থাকে, বরং একটি মছজেদ থাকে এবং উক্ত গ্রামে জুমার হুকুমপ্রাপ্ত এত অধিক নামাজী থাকে যে তাহাদের স্থান উক্ত মছজেদে সঙ্কুলান না হয়, তথায় জুমা জায়েজ হইবে কি না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে ব্যক্তিরা বলেন যে, প্রত্যেক অবস্থাতে গ্রামে জুমা হইবে না, তাহাদের এইরূপ বলা একেবারে ভ্রান্তিমূলক, বরং প্রশ্নোল্লিখিত গ্রাম ও শহর বলিয়া অভিহিত হইবে যাহা জুমার একটি শর্ত্ত, এইরূপ গ্রামে মজহাবের মনোনীত ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মতানুযায়ী নিঃসন্দেহে জুমা জায়েজ হইবে।

শহরে-বেকায়াতে আছে, জুমা আদায়ের জন্য শর্ত্ত। যে স্থানের অধিবাসিগণ তথাকার মছজিদে সমবেত হইলে, তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, উক্ত স্থানটিকে শহর বলা হয়। বেকাইয়া লেখক একটি মতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন। দোর্রোল-মোখতার ইত্যাদিতে আছে, জুমা

ছহিহ্ হওয়ার জন্য শহর একটি শর্ত্ত, যে স্থানের বড় মছজেদে তথাকার অধিবাসীগণের স্থান সঙ্কুলান হয় না, যাহাদের উপর জুমা ফরজ হইয়াছে, উক্ত স্থানটিকে শহর বলা হয়। অধিকাংশ ফকিহ্ ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন।

আল্লামা শামী, বলিয়াছেন, আবু শোজা বলিয়াছেন, শহরের অর্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। বেকাইয়া, মোখতার ও উহার টিকাতে এই মতটি গৃহীত হইয়াছে। দোরারের মতনে এই মতটি প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছদরোশ শরিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছেন। ফাতাওয়ায় অল্‌ওয়ালজিয়াতে আছে, শহরের এই অর্থটির মনোনীত ও সর্বোৎকৃষ্ট হওয়া ছহিহ মত।

জুমা ত্যাগকারীদিগের পক্ষে অনেক তাড়না ও শাস্তির কথা উল্লিখত হইয়াছে, আমি এস্থলে কয়েকটি হাদিছ লিখিতেছি,—

(১) এবনো ওমার ও আবু হোরয়রা বলিয়াছেন যে, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে তাঁহার মিম্বরের কাষ্ঠ সমূহের উপর বলিতে শুনিয়াছি, লোকেরা যেন অবশ্যই তাহাদের জুমা ত্যাগ করা হইতে বিরত থাকে, নতুবা সত্যই আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর করিয়া দিবেন। (এমাম) মোছলেম এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) আবু জিয়াদ জামারি বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শৈথিল্য বশতঃ তিন জুমা ত্যাগ করে, আল্লাহ তাহার অন্তরে মোহর করিয়া দেন, আবুদাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি, এবনোমাজা, দারমি ও মালেক ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। মোল্লা আলি কারী, মেশকাতের টিকা মেরকাতে লিখিয়াছেন, অধিকাংশ ছুন্নত-অল-জামায়াত ভুক্ত আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান বলিয়াছেন, মোহর করিয়া দেওয়া অর্থ এই যে, তাহাদের অন্তরে 'কোফর' সৃষ্টি করিয়া দিবেন ও তাহাদের ঈমান কাড়িয়া লইবেন। মায়াজাল্লাহ্।

(৩) এবনো মছউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবি (ছাঃ) জুমা ত্যাগকারী দলের জন্য বলিয়াছেন, সত্যই আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, লোকদের নামাজ পড়াইবার জন্য একজনকে আদেশ করি, তৎপরে জুমা ত্যাগকারী লোকদের গৃহগুলিকে দগ্ধ করিয়া ফেলি। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

(৪) এবনো আব্বাছ রেওয়াএত করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জরুরী কারণ ব্যতীত ত্যাগ করে, যে গ্রন্থ মুছিয়া যাইবে না এবং পরিবর্ত্তিত হইবে না, উহাতে মোনাফেক বলিয়া লিখিতে হইবে। শাফেয়ি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

(৫) আবু জায়াদ জামারি, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে তিন জুমা ত্যাগ করে, সে মোনাফেক।

এবনো-খোজায়মা ও এবনো হাব্বান ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। রজিন রেওয়াএত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা হইতে নারাজ হইয়া গেল।

(৬) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধারাবাহিক তিন জুমা ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি ইছলামকে নিজের পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করিল। আবুইয়ালী ইহা ছহিহ ছনদে রেওয়া এত করিয়াছেন।

(৭) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, এক ব্যক্তি দিবসে রোজা করে এবং রাত্রিতে তাহাজ্জদ পড়ে কিন্তু জামায়াত ও জুমায় উপস্থিত হয় না, তাহার অবস্থা কি? তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি দোযখী হইবে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, জুমা কায়েম করা ইমান ও ইছলামের শ্রেষ্ঠত চিহ্ন, দীনের শত্রুদের উপর ইছলাম ও মুছলমান জামায়াতের শক্তি প্রকাশের নিদর্শন এবং ইছলামের সৌন্দর্য এই হেতু

উহা কায়েম করিতে বিশেষরূপে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। মুছলমানদিগের পক্ষে নিতান্ত জরুরী যে, প্রশ্নকারীর বর্ণনা মতে যে গ্রামগুলিতে বহু নামাজী থাকে, তৎসমস্তস্থলে নিশ্চই জুমা কায়েম করিবে। কাহারও কথায় ও প্ররোচনায় পড়িয়া কিছুতেই জুমা ত্যাগ করিবে না। জুমা ত্যাগকারিগন যদি নিজেদের দীন ইছলাম ও ইমান রক্ষা করিতে চাহেন, তবে এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহ ও রাছুলের ভয় করেন, বেদীন ও দোজখিদের দলভুক্ত নহেন, উল্লিখিত ভয়ঙ্কর পরিনাম হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন ও মুছলমানদিগকে রক্ষা করেন এবং জুমা আদায়কারীদের সুসংবাদ লাভের উপযুক্ত পাত্র হয়েন।

ফাতাওয়ায় ইরশাদিয়াতে আছে, যে গ্রামে একটি মছজেদ থাকে এবং তথাকার জুমার হুকুমপ্রাপ্ত নামাজিদিগের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, উক্ত গ্রাম শহর হইবে, ঐ এক মছজেদ বড় মছজেদ বলিয়া গণ্য হইবে। বরং জুমা কায়েম করার জন্য মছজেদ শর্ত্ত নহে, যদি কোন গ্রামে মছজেদ না থাকে, কিন্তু তথায় জুমার হুকুমপ্রাপ্ত বহু নামাজি থাকে এবং উহা বড় গ্রাম হয় তবে জুমা ছহিহ, হওয়ার অন্যান্য শর্ত্ত পাওয়া গেলে তথায় জুমা ছহিহ্ হইবে।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যদি বড় গ্রামে জুমা পাঠ করে, কিন্তু তথায় জামে, মছজেদ না থাকে, তবে তথায় মছজেদ প্রস্তুত করুক, আর নাই করুক জুমা জায়েজ হইবে।

এই ফৎওয়াটি রামপুরের আশেকিয়া মাদ্রাছার প্রথম মোদার্রেছ মাওলানা মহম্মদ ছালাতুল্লাহ ছাহেহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, ইহাতে নিম্নোক্ত মাওলানাগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন—

(১) মোহম্মদ আরশাদ আলি (এরশাদিয়া মাদ্রাছার প্রথম মোদার্রেছ।

(২) মোহম্মদ জহুরোল হোছাএন (রামপুর মাদ্রাছা আলিয়ার প্রথম

মোদার্রেছ)। (৩) মোহম্মদ মোনাওয়ার আলি (রামপুর মাদ্রাছার প্রথম মোহাদ্দেছ)। (৪) গোলাম রছুল (আনওয়ারোল-উলুল মাদ্রাছার দ্বিতীয় মোদার্রেছ)। (৫) মোহম্মদ মায়জুল্লাহ (রামপুর মাদ্রাছা আলিয়ার তৃতীয় মোদার্রেছ)। (৬) উজির মোহাম্মদ (রামপুর মাদ্রাছা আলিয়ার পঞ্চম মোদার্রেছ)। (৭) মোহাম্মদ শরাফতুল্লাহ (রামপুর মাদ্রাছা আলিয়ার ষষ্ঠ মোদার্রেছ)। (৮) খাজা আহমদ। (৯) মোহাম্মদ ফজলেহক। (১০) নজির আহমদ। (১১) মোহাম্মদ এানএতুল্লাহ খাঁ (মাওলানা এরশাদ হোছেন সাহেবের খাস শিষ্য)। (১২) মোহম্মদ আমানাতুল্লাহ। (১৩) মোহইউদ্দিন মোহম্মদ এজাজ হোছেন মোজাদ্দেদী। (১৪) মোহম্মদ এমদাদুল্লাহ। (১৫) মোহাম্মদ হেদাএতুল্লাহ। (১৬) মোহম্মদ কাছেম। (১৭) সৈয়দ আলি। (১৮) মোহম্মদ ছোলায়মান। (১৯) আব্দুল আউল (মাওলানা কারামতআলি জৌনপুরী ছাহেবের পুত্র)। (২০) মোহম্মদ ছলিমদ্দিন। (২১) মোহম্মদ বেশারাত আলি। (২২) মোহম্মদ আলিমদ্দিন।

রামপুরের মাওলানা এরশাদ হোছাএন ছাহেব ও শাহজানপুরের মাওলানা মোহম্মদ রিয়াছত আলি খাঁ ছাহেবের ফৎওয়ার অনুবাদ,

কি বলেন, দীনের আলেমগণ, —এই মছলা সম্বন্ধে যে খোরাছন দেশে বড় বড় গ্রামে আছে প্রত্যেক গ্রামে শত ঘর, ৫০ ঘর লোকের বাস, এই দেশের অধিবাসী সমস্তই হানাফী মজাহাবাবলম্বী মুছলমান, এই স্থানে বেদীন ও মজহাব বিদ্বেষী কেহ নাই। এই গুলিতে (জুমার) নামাজ ছহিহ হওয়া সম্বন্ধে মহা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, (এইরূপ গ্রামে) জুমা জায়েজ হইবে, কেহ কেহ বলেন জুমা জায়েজ হইবে না। আমাদের কতক মোল্লা বলিতেছেন, এই স্থলে জুমা নিশ্চয় জায়েজ হওয়া চাই। প্রত্যেক মোল্লা নিজের মছজেদে এই উপদেশ প্রদান করেন যে, দীন ইছলাম উন্নত হইবে, উহার দুর্বলতা দূরীভূত হইবে। কতক গ্রাম শহর হইতে বহুদূরে, কতক

কিছু নিকটে অবস্থিত, এই মছলা সম্বন্ধে হানাফী মজাহাবে যাহা কিছু ছহিহ মত হয়, হানাফী মজহাবের কেতাবের বরাতসহ লিপিপদ্ধ করিয়া ছওয়াব লাভ করুন।

উত্তর ঃ — যদি উল্লিখিত গ্রাম সমূহে শহরের মর্ম পাওয়া যায় এবং এই শর্ত্তের ন্যায় জুমা ছহিহ হওয়ার অবশিষ্ট শর্ত্তগুলি পাওয়া যায়, তবে তৎসমুদয় স্থলে জুমা ছহিহ হইবে। হানাফি ফকিহগণের মনোনীত ও ফৎওয়াগ্রাহ্য রেওয়াএত অনুযায়ী শহরের মর্ম এই যে, যে স্থলের অধিবাসীগণ এত বেশী হয় যে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের উপর জুমা ফরজ হইয়াছে, ইহাদের স্থান বড় মছজিদে সঙ্কুলান না হয়, এমন কি জামে মছজেদ প্রস্তুত করার আবশ্যক হইয়া পড়ে, উক্ত স্থানকে শহর বলা হয়।

দোর্রোল মোখতারে আছে, জুমা ছহিহ হওয়ার জন্য শহর একটি শর্ত্ত, যে স্থানের বড় মছজেদে তথাকার জুমার হুকুম প্রাপ্ত অধিবাসিদিগের স্থান সঙ্কুলান না হয়, উক্ত স্থানকে শহর বলে, ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া হইয়াছে।

আল্লামা শামী 'রদ্দোল মোহতার' কেতাবে লিখিয়াছেন, আবু শোজা বলিয়াছেন, এতৎসম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই মতটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অলওয়ালজিরা কেতাবে আছে, ইহাই ছহিহমত ইহা বাইরোর কারেকে আছে। বেকাইয়া, মোখতারের মতন ও টীকাতে এই মত গ্রহণ করা হইয়াছে। দোরার কেতাবে দ্বিতীয় মতের পূর্ব্বের এই মতটি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি এই মতটি প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শহর সমূহে শরিয়তের আহকাম, বিশেষতঃ হদ্দ সকল জারি করা সম্বন্ধে শিথিলতা প্রকাশ হওয়ায় ছদরোশ শরিয়া এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

যদি কোন গ্রামে একটি মছজেদ থাকে, সেই মছজিদটি বড় মছজেদ ধরিতে হইবে, জুমার হুকুমপ্রাপ্ত নামাজিদের সংখ্যাধিক্য

হওয়ায় উক্ত মছজিদে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হইলে, উক্ত স্থানকে শহর বলা যাইবে।

আর যদি কোন গ্রামে একটি মছজেদ না থাকে কিন্তু তথায় জুমার হুকুম প্রাপ্ত বহু অধিবাসী থাকে, তবে অন্যান্য শর্ত্ত পাওয়া গেলে, তথায় জুমা জায়েজ হইবে। ইহা তাতারখানিয়াতে আছে।

শামী কেতাবে আছে, মবছুতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে শহরগুলি কাফের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত দারোল ইছলাম হইবে।

তৎপরে তিনি উক্ত কেতাবের ১৬।১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

"যে গ্রামগুলি শরিয়ত সঙ্গম শহরের নিকটবর্ত্তী, তৎসমুদয় স্থলে জুমা ফরজ হইবে কি না, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। তজনিছ কেতাবে আছে যে, উক্ত প্রকার স্থানে জুমা ফরজ হইবে না। আর মোজমারাত কেতাবে আছে যে, তথায় জুমা ফরজ হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যদি তথাকার লোক শহরে জুমা পড়িয়া বিনা কষ্টে গৃহে রাত্রিবাস করিতে পারে, তবে তাহাদের উপর জুমা ফরজ হইবে। বাদায়ে কেতাবে এই মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত স্থির করা হইয়াছে। আল্লামা তাহতাবি বলেন বাদায়ে লেখকের মতটি সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট। দ্বিতীয় যে গ্রামগুলি শহরতলী না হয়, তথায় শরিয়তের হাকিম (বর্ত্তমাণ আলেম শ্রেণী) জুমা পড়িবার কিম্বা জুমারঘর প্রস্তুত করার হুকুম দিলে, তৎসমুদয় স্থলে সমস্ত বিদ্বানের মতে জুমা ফরজ হইবে। ইহা মোজামারাত ও তাহতাবিতে আছে।

লেখক—মোহাম্মদ কেয়ামদ্দিন আবদুল বারি, এই ফৎওয়াটি মাওলানা মোহম্মদ আবদুল বাকি, মাওলানা মোঃ আবদুল হমিদ ও মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল আজিজ সাহেব কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

ঢাকা ও হুগলী মাদ্রাছার মাওলানাগণের

ফৎওয়া

প্রঃ—শরিয়ত অনুযায়ী শহর কাহাকে বলে?

উঃ—শহরের মর্ম্ম লইয়া ফকিহগণ মতভেদ করিয়াছেন। অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের মনোনীত ও পরবর্ত্তী জমানার অধিকাংশ আলেমের ফৎওয়া গ্রাহ্যমত এই যে, যে স্থানের এইরূপ অধিবাসী গণের স্থান তথাকার বড় মছজিদে সঙ্কুলান হয় না—যাহাদের উপর জুমা ফরজ হইয়াছে। ইহা বরজন্দি, তনবিরোল আবছার ও দোর্রোল মোখতার কেতাবে আছে, শেষোক্ত কেতাবে আছে যে, ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন। আবু শোজা, বলিয়াছেন, এসম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। অলওয়ালজিয়া কেতাবে আছে, ইহাই ছহিহ মত। কেকাইয়া মোখতারের মতন ও উহার টিকাতে এই মতটি গৃহীত হইয়াছে। দোরারে এই মতটি বলবৎ করা মানসে অন্য মর্ম্মের পূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ছদরোছ শরিয়া সমস্ত শহরে শরিয়তের আহকাম, বিশেষতঃ হদ জারি সম্বন্ধে শিথিলতার জন্য এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

আরকানে আরাবায়াতে আছে,—

এমাম আবুইউছোফ রহমতুল্লাহে আলাহের রেওয়াতে শহর ঐ স্থানটিকে বলা হয় যে স্থানের অধিবাসীগণের সংখ্যা এই পরিমাণ হয় যে, তথাকার বৃহৎ মছজিদে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না (হেদায়া) কেতাবে ইহাকে বলাখীর মনোনীত মত বলা হইয়াছে।

অধিকাংশ বিদ্বান্ বর্ত্তমান কালের লোকদের ও দেশপতিগণের ফাছাদ দর্শন করিয়া এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, কেননা হদ জারি করার ও অত্যাচারের নিকট হইতে প্রপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণ করার শর্ত্তটি জুমা নামাজের ইছলামের প্রধান চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও উহার ওয়াজেব হওয়া বাতিল করিয়া দেয়, কাজেই আমাদের মজহাবে বলখির মনোনিত রেওয়াএতটি একমাত্র ফৎওয়ার উপযুক্ত।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, বড় মছজিদ অর্থে জামে মছজেদ হইবে, কিম্বা পাঞ্জাগনা মছজেদ হইবে। কেহ কেহ উহার অর্থ জামে মছজেদ বলিয়া প্রকাশ করিলেও বারজান্দি কেতাবে খাজানা কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে—এসম্বন্ধে সর্ব্বো-কৃষ্ট মত এই যে, যদি তাহারা এরূপ সংখ্যায় হয় যে, তাহারা তথাকার বৃহৎ মছজেদে সমবেত হইলে, তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, এমন কি তাহাদের জামে মছজেদ প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বৃহৎ মছজেদের মর্ম্ম জামে মছজেদ নহে। ফাতাওয়ায় জাহেদীদে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, বৃহৎ মছজেদের মর্ম্ম পাঞ্জাগানা মছজেদ। বাহ্‌রোর রায়েকে আছে, মোজতবা কেতাবে আবু ইউছোফ (রঃ) হইতে লিখিত হইয়াছে যে, যদি তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদের পাঞ্জগানা মছজেদগুলির মধ্য হইতে বড় মছজেদটি সমবেত হয়, এবং উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, তবে উক্ত স্থানটিকে শহর বলে, ইহার উপর অধিকাংশ বিদ্বান ফৎওয়া দিয়াছেন। এই মর্মানুসারে অনেক গ্রামকে শহর বলা যাইবে। ইহা শামী ও তাহতাবি কেতাবে আছে। শামী কাহাস্তানি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে কছবা ও বড় গ্রামগুলিতে জুমা ফরজ হইবে।

প্রঃ—যে গ্রামগুলিতে শহরের মর্ম্ম না পাওয়া যায়, তৎসমুদয় স্থলে জুমা ফরজ হইবে কি না?

উঃ—তেরমেজি শরিফে এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি বাটী হইতে মছজেদ এত দূরে অবস্থিত যে, উক্ত মছজেদে জুমা পড়িয়া রাত্রির পূর্ব্বে বাটী উপস্থিত হইতে পারে, তবে তাহার উপর জুমা ওয়াজেব।

বিদ্বানগণ এসম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, একদল বলেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিতে পায়, তাহার উপর জুমা ফরজ হইবে। আর একদল বলেন, যে ব্যক্তি জুমা পড়িয়া রাত্রির পূর্ব্বে বাটীতে পৌছাতে পারে

তাহার উপর জুমা ফরজ হইবে। ফৎহোল-কদরী ও তাহবীতে আছে যে, ইহাই বাদায়ে, লেখকের মনোনীত মত, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। এই ফৎওয়াতে ঢাকা, হুগলী, চট্টোগ্রাম, নওয়াখালী প্রভৃতি স্থানের ৬৭ জন মওলানা ও মৌলবী ছাহেবের দস্তখত আছে অনেকদিবস পূর্ব্বে কলিকাতা মাদ্রাছার মোর্দারে ছগণের অবিকল এইরূপ একখানা ফৎওয়া মুদ্রিত হইয়াছে—

"ঢাকা হইতে হিন্দুস্থানের একখানা ফৎওয়া প্রচারিত হইয়াছে, উহা এই,—যে স্থানে মিসরের (শেরয়ি শহরের) কোন প্রকার হদ ব্যাখা পাওয়া না যায়, তথায় জুমার নামাজ পড়া মকরূহ তহরিমি অথবা গোনাহ করিয়া হইবে। এই ফতওয়াতে নিম্লোক্ত আলেমগণ স্বাক্ষর মরিয়াছেন। (১) মাওলানা মোহম্মদ জহির আহমদ ছাহেব আজিমাবাদী, (২) মাওল্না আহমদ রেজা খাঁ সাহেব বেরেলবি। (৩) মুফতি মাওলানা আজিজর রহমান ছাহেব দেওবন্দী (৪) মাওলানা মাহমুদ হাছান ছাহেব দেওবন্দী। (৫) মাওলানা রসিদ আহমদ ছাহের গাঙ্গুহি। (৬) মাওলানা আহমদ হাছান কানপুরী। (৭) মাওলানা মোহাম্মদ ফারুক মোদারেছে দারোল উলুমে নেদ্ওয়াহ। (৮) মাওলানা আবদুল লতিফ মুফতিয়ে নদ-ওয়াহ। (৯) মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হামিদ লাখনোবী। (১০) মাওলানা মোহম্মদ ছোলায়মান ফুলওয়ারি।

এই মুফতিগণের ফৎওয়াতে বুঝা যায় যে, শহরের দুইটি তারিফ ছহিহ, কোন এক তারিফ যে স্থলে পাওয়া যায়, তথায় জুমা ফরজ হইবে, ইহাতেও বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলে জুমা ফরজ হওয়া সপ্রমাণ হয়। এই সমস্ত বিবরণে পীর বাদশাহ মিঞার দাবি বাতীল হওয়া প্রমাণিত হয়। এক্ষেণে আসুন, মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেবের মত সম্বন্ধে আলোচনা করা হউক।

মাওলানা থানাবী ছাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ১।৬১ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন,—

في رد المختار عن القهستاني و تقع فرضاً في القصبات و القرى الكبيرة التي فيها اسواق اه يه روايت صريح ہے قصبات کے محل جمعه و عيدين هونے ميں ۔ فقه اور حديث ميں جو لفظ مصر آيا ہے وه اس کو بهي شامل ہوا ☆

"রদ্দোল মোহতারে কাহাস্থানি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কছবাগুলিতে এবং যে বড় গ্রামগুলিতে বাজার সকল আছে, তৎসমুদয় স্থলে জুমা ফরজ হইবে। এই রেওয়াতটি কছবাগুলি জুমা ও দুই ঈদের (উপযুক্ত) স্থান হওয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষনা করিতেছে। ফেক্‌হ ও হাদিছে যে মেছের শব্দ আসিয়াছে উক্ত কছবা গুলি উহার অন্তর্গত হইবে।

আরও তিনি উহার ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

سوال – نماز جمعه کے انعقاد کے سرائط سے جو سلطان اور امام کا ہونا نزديك اصاف کے معتبر ہے اب زمانه موجوده ميں يه شرط نہيں پائی جاتی تو اس مورت ميں جمعه ہو سکتا ہے اگر ہے تو وه کيا اسباب ہيں ؟

الجواب - فى الهداية ولا يجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان لانها تقام بجمع عظيم و قد تقع المنازعة فى التقديم التقدم الخ و في الدر المختار و نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر اما مع عدمهم فيجوز للقرورت روايت اولىٰ سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقصود لذاته نہیں ہے بلکہ بحکمت سد فتنه کے ہے سوا گر تواض مسلمین سے یہ حکمت حاصل ہو جاوے تو معنی یہ شرط مفقود نہوگی چنانچہ روایت ثانیه میں اس کی تصریح موجود ہے ☆

প্রঃ—হানাফিদিগের নিকট জুমার নামাজছহিহ হওয়ার জন্য বাদশাহ ও এমাম হওয়া গ্রহণযোগ্য শর্ত্ত। বর্ত্তমান জমানতে এই শর্ত্ত পাওয়া যায় না, এই সূত্রে জুমা ছহিহ হইবে কি? যদি হয় তবে ইহার হেতুগুলি কি?

উত্তর ঃ—হেদায়াতে আছে, বাদশাহ ব্যতীত কিম্বা বাদশাহ যাহার প্রতি আদেশ দিয়াছেন তাহা ব্যতীতও জুমা কায়েম করা জায়েজ নহে কেননা উহা বিরাট জামাত সহ আদায় করা হয়। আর কখন এমাম নির্দ্ধারিত করা ও এমাম হওয়া লইয়া কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

দোর্রোল-মোখতারে আছে, সাধারণ লোকদের খতিব নিয়োজিত করা যদি বাদশাহ কিম্বা তাঁহার আদ্দিষ্ট লোক থাকে, তবে অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু যদি উপরোক্ত ব্যক্তি না থাকে তবে জরুরতের জন্য জায়েজ হইবে। প্রথম রেওয়াতে বুঝা যায় যে, বাদশাহ থাকার শর্ত্ত

মূল উদ্দেশ্য নহে, বরং অশান্তি ও ফাছাদ দূরীভুত করা উদ্দেশ্যে এই শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এক্ষণে যদি মুছলমানদিগের সম্মতিতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে এই শর্ত্তের অভাব হইল না, যে রূপ দ্বিতীয় রেওয়াএতে স্পষ্টভাবে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মাওলানা থানাবী সাহেবের মতে বাংলা দেশের বহুস্থানে জুমা ফরজ হইবে।

পীরবাদশাহ মিঞা যে বোজর্গের নাম লইয়া নিজের মত প্রকাশ করিতে চাইয়াছেন, তাঁহার ফৎওয়া দ্বারা পীর বাদশাহ মিয়ার মত বাতীল হইয়া গেল।

আরও উক্ত মাওলানা ছাহেব ফতাওয়ায় এমদাদীয়ার জেলদে আওয়ালের তাতেম্মার ২২।২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

اگر ایک قریہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں تین چار ہزار کی مردم شماري ہے اور اس میں ضروري حوائج کے لیئے بازار بھی ہے وہاں جمعہ بلا تکلف جائز ہے اور اگر ایک قریہ اتنا بڑا نہیں ہے مگر اس کے قریب دسرا قریہ بھي ہے کہ مجموعہ دونوں کا اس سابق ایک کے مثل ہے تو دیکھنا چاہئے کہ اس دوسرے قریہ کو نچلے قریہ سے کیسا اتصال ہے اگر ایسا اتصال ہو کہ دیکھنے والے کو اگر یہ نۂ بتلا سدیا جاوے کہ فلاں جگہ سے دوسرا قریہ شروع ہوا ہے تو دونوں کو ایک ھي سمجھو ایسا اتصال سے

ان دونوں کو متحد سمجھا جائیگا اور اس مجموعه میں وہ دو پہلی قیدین دیکھی جاوینگی اور ان کے تحقیق کي صورت میں جمعه صحیح ہوگا ☆

যদি একটি গ্রাম এতবড় হয় যে, উহাতে তিনি চারি সহস্র মনুষ্যের গণনা হয়, তথায় আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রের জন্য বাজারও থাকে, তবে তথায় অবাধে জুমা জায়েজ হইবে।

আর যদি একটি গ্রাম এত বড় না হয়, কিন্তু উহার নিকটে দ্বিতীয় গ্রাম থাকে, আর উভয় গ্রাম লিখিত হইয়া প্রথমোল্লিখিত গ্রামের তুল্য হয়, এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, প্রথম গ্রামের সহিত দ্বিতীয় গ্রামের কিরূপ সংযোগ আছে, যদি এরূপ সংযোগ থাকে যে, যদি দর্শকদিগকে ইহা বলিয়া না দেওয়া হয় যে, অমুক স্থান হইতে দ্বিতীয় গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং তবে উভয় গ্রামকে একগ্রাম বুঝিতে হইবে এবং মিশ্রিত উভয় গ্রামে প্রথম দুইটি শর্ত্ত দেখিতে হইবে—(অর্থাৎ গণনাতে তিন চারি সহস্র লোক হয় কি না? তথায় বাজার আছে কি না.)

উভয় শর্ত্ত পাওয়া গেলে, জুমা ছহিহ হইবে।

আরও তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

اور وہاں یه بھی معلوم ہوا که بعض قري متصل چلے گئے ہیں مگر مجموعه سے دائره کی صورت بنتی ہے اور اس محیط کے درمیان میں بہت جگهه غیر آباد ہے جس میں کاشت و باغ

وغیرہ ہے اور بازار کسی ایک حصہ میں نہیں ہے۔ سو عند التامل مجھکو ان کا حکم بھي مثل واحد کے معلوم ہوتا ہے ☆

আরও তথায় ইহাও অবগত হওয়া গিয়াছে যে, কতক গ্রাম সংযোজিত অবস্থায় গিয়াছে, কিন্তু সমস্তই যেন বৃত্ত আকারে (গোলাকারে) পরিণত হইয়াছে; উক্ত বৃত্তের মধ্যস্থলে অনেক স্থল আবাদহীন অবস্থায় আছে, যাহাতে কৃষিক্ষেত্র উদ্দান ইত্যাদি আছে উহার কোন অংশে বাজার নাই। চিন্তা করিলে, আমার মতে উহা একই গ্রাম বলিয়া বুঝা যায়।"

উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যায় যে, মাওলানা থানাবী ছাহেবের মতে বঙ্গদেশের বহুস্থানে জুমা ফরজ হইবে। পীর বাদশাহ মিঞা যে মাওলানা থানাবীর মত প্রমাণ স্বরূপ উপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার মত দ্বারা উক্ত পীর ছাহেবের দাবী ও মত বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে আসুন, মাওলানা থানাবী ছাহেবের মতই গ্রহণযোগ্য ও ফৎওয়ার যোগ্য কিনা, তাহাই আলোচনা করা হউক।

তিনি উক্ত জেলদে আওয়ালের তাতেম্মার ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

প্রঃ—মেছের ও শহরে সম্বন্ধে ফকিহগণ বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রত্যেকটির মুল মর্ম্ম অধিক সংখ্যক মনুষ্য হওয়া বুঝা যায়, কিন্তু তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বুঝা যায় না এই হেতু জুমা আদায় সম্বন্ধে মতভেদ দূরীভূত হইতেছে না, ফেকহের দলীল সমূহ দ্বারা তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিবেন, যে স্থানে আপনার আদেশ অনুযায়ী সংখ্যাধিক্য পাওয়া যায়, তথায় জুমা আদায় করা হইবে, আর যে স্থানে উহা পাওয়া না যায়, তথায় জুমা ত্যাগ করা হইবে।

আর যদি আপনি উক্ত স্থানকে শহর বলেন, সে স্থানকে দেশাচার হিসাবে লোকেরা শহর বলেন, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কতক গ্রামে এত অধিক সংখ্যক মনুষ্যের বাস আছে যে, উহা বড় কছবার

তুল্য হয়। অথচ লোকেরা উক্ত স্থানকে গ্রাম বলিয়া থাকে; মূল কথা ফকিহগণের দলীল কর্ত্তৃক তাহাদের অধিক্যের সংখ্যক জরুরী ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

উঃ—এই সম্বন্ধে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কথা আমার চক্ষে পড়ে নাই। আমার নিকট অতি অল্প কেতাব আছে এই হেতু স্থির সিদ্ধান্ত ও চুড়ান্ত কথা বলিতে পারিব না। কিন্তু জনমত, দার্শনিকদের এই দেশের হাকিমগণের মত অনুসারে চারি সহস্র লোকের বাসস্থানকে কছ্‌বা বলা হয়, ইহা সত্ত্বেও ফকিহগণ যে বড় গ্রামকে জুমা আদায়ের উপযুক্ত স্থান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উহা বাজার থাকা শর্ত্তে করিয়াছেন, এই হেতু আমি ফৎয়াতে ইহাই গ্রহণীয় মত স্থির করিয়াছি যে, যে স্থানে উল্লিখিত দুইটি শর্ত্ত পাওয়া যায়, তথায় জুমা কায়েম করিতে অনুমতি দিয়া থাকি, ইহা অপেক্ষা অধিক তাহকিক আমার নাই।"

আরও তিনি উহার ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ —

ছাওয়াল ঃ—

এক গ্রামে অনুমান ৪০ ঘর লোকের বাস, তথায় একটি মছজেদ আছে, উক্ত মছজেদের স্থান সরকারের পক্ষ হইতে অক্‌ফ করা হইয়াছে। উহাতে জামায়েতের সহিত পাঞ্জাগানা নামাজ পড়া হইয়া থাকে আর উক্ত মছজেদ এই প্রকার যে, যদি কেবল উক্ত গ্রামের নামাজীগণ উহাতে উপস্থিত হন, তবে মছজেদ পূর্ণ হইয়া যায়। আর উক্ত গ্রামে সরকারের পক্ষ হইতে একজন হাকিম নিয়োজিত রহিয়াছেন, যিনি সরকারের আইন কানুন অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন, উক্ত গ্রামের পুর্ব্বদিকে অনুমান এক মাইল ব্যবধানে দ্বিতীয় একটি গ্রাম আছে, উহাতে ৮০।৯০ ঘর লোকের বাস উহার উত্তর দিকে সিকি মাইল দূরে তৃতীয় একটি গ্রাম আছে, উহাতে অনুমান ৩০ ঘর লোকের বাস আছে। উক্ত তিনটি গ্রামের কোন গ্রামে বাজার

নাই, বরং তিন মাইল দূরে বাজার আছে, এক্ষেত্রে উক্ত তিন গ্রামে জুমা নামাজ জায়েজ হইবে কি না।

জওয়াব :—

উক্ত গ্রামগুলি ক্ষুদ্র গ্রাম এই হেতু হানাফী মজহাব অনুযায়ী তৎসমুদয়স্থলে জুমা জায়েজ হইবে না।

আমাদের উত্তর :—

ভক্তিভাজন মাওলানা থানাবী ছাহেবকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি মোজতাহেদ মোস্তাকেল না মোস্তাহেদে মোস্তাছেব? না মোজতাহেদ ফিল মজহাব? না মোজতাহেদ ফেল মাছায়েল না মোরাজ্জেহিন, না আছহাবে-তখরিজ? না আছহাবে তমিজ না মোকাল্লেদে মোহাজ?

ইহার একমাত্র উত্তর হইলে, তিনি বিশুদ্ধ মোকাল্লেদ হইলেন, তখন কি রূপে তিনি নিজ কল্পনা মতে ফৎওয়া প্রচার করলেন? তিন হাজার কিম্বা চার হাজার লোকের বাস হইলে, সেই স্থানকে শহর বলা হইবে, ইহা ফেকহের কোন কেতাবে নাই বলিয়া স্বীকার করিয়া দেশাচারের দার্শনিকদের, আমির হাকেমদের কথা দ্বারা ফৎওয়া প্রচার করা নিজের কেয়াছি মত নহে কি? তিনি ত মোজতাহেদ নহেন, তবে কিরূপে কেয়াছ করিলেন! করিলেও হানাফিরা তাহা শুনিবে কেন? মানিবে কেন? দেশাচারে যে স্থানটিকে শহর বলা হয়, তাহাই শহর হইবে, আর যে স্থানটিকে গ্রাম বলা হয়, তাহাই গ্রাম হইবে। এই কথা ঠিক হইলে, মক্কা শরিফ, তায়েফ, এন্তাকিয়া ও আয়লাও গ্রাম হইবে, কারণ তথাকার লোকেরা তৎসমুদয় স্থলকে গ্রাম বলিতেন, কোরাণ শরিফে ইহার প্রমাণ আছে। অনেক শহর ও কাছবাকে লোকেরা গ্রাম বলিয়া থাকে।

হজরত নবি (ছাঃ) বনিছালেমের বাৎনে ওয়ানীতে জুমা পড়িয়াছিলেন তথায় কি চারি হাজার লোকের বাস ছিল? তথায় কি বাজার ছিল?

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন যে, যে গ্রামে ৮০/৯০ কিম্বা ৩০/৪০ ঘর লোকের বাস, উহা ক্ষুদ্র গ্রাম হইবে, আচ্ছা যদি এক এক বাড়িতে একশত, দেড়শত, কিম্বা দুই শত লোক থাকে তবে তিন, চারি কিম্বা পাঁচ হাজার লোক হইবে, ইহা কিরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম হইল? যদি মক্কা কিম্বা মদিনা শরিফে কোন কারণে তিন হাজারের চেয়ে কম লোক হয়, তবে কি উহা গ্রাম হইয়া যাইবে?

ইতিপূর্ব্বে আপনারা দোর্রোল-মোখতার, তাহতাবীজ ও বাহরোর-রায়েকের এবারতে অবগত হইয়াছেন—

যে স্থানে বড় মছজেদে তথাকর জুমার হুকুমপ্রাপ্ত অধিবাসীগণের স্থান সঙ্কুলান না হয়, উহা শহর হইবে। অধিকাংশ ফকিহ্ ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন।

অধিকাংশ ফকিহ্গণের ফৎওয়া ত্যাগ করতঃ খাটি মোকাল্লেদ মওলানা থানাবীর ফৎওয়া গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিরূপে?

(২) দোর্রেল-মোখতার;—

☆ و اما نحن فعلينا اتباع ما رجحسوه ☆

'আছহাবে তরজিহ সম্প্রদায় যাহা বলবৎ (مرجع) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার তাবেদারি করা আমাদের উপর ওয়াজেব'।

বেকাইয়া প্রণেতা, বোরহানোশ শরিয়া, মোজতাবা প্রণেতা ছালজি, সৈয়দ এবনো সোজা ওয়াল-ওয়ালজিয়া প্রণেতা প্রভৃতি আছহাবে তরজিহ ও আছহাবে তমিজ উক্ত মতটি প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাঁহাদের মত ত্যাগ পুর্ব্বক মোকাল্লেদ শ্রেণীর মাওলানা থানাবী ছাহেবের মত কিরূপে গ্রহণীয় হইবে?

(৩) মাওলানা থানাবী ছাহেবের শিক্ষক শ্রেণী, কিম্বা শিক্ষকের শিক্ষক শ্রেণী মক্কা শরিফের মুফ্তিগণ, রামপুরের মাওলানা ছালামতুল্লাহ ছাহেব ও অন্যান্য ২২ জন মোদার্রছ রামপুরের মাওলানা এরশাদ

হোছেন ছাহেব, শাহ জাহানপুরে মাওলানা রিয়াছত আলি খাঁ ছাহেব লাখনৌ মাওলানা আবদুল বারি, মাওলানা আবদুল বাকি মাওলানা আবদুল হামিদ ও মাওলানা আবদুল অজিজ, মাওলানা মোহাম্মদ জহীর আহমদ ছাহেব আজিমাবাদী, মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ ছাহেব, মুফতি মাওলানা আজিজোর রহমান ছাহেব দেওবন্দী, মাওলানা মাহমুদোল হাছান ছাহেব দেওবন্দী, মাওলানা রশিদ আহমদ ছাহেব গাঙ্গুহী, মাওলানা আহমদ হাছান ছাহেব কানপুরী, মাওলানা মোহম্মদ ফারুক মোদর্রেছে দারোল উলুমে নাদওয়াহ, মাওলানা আবদুল লতিফ মুফ্তিয়ে নাদওয়াহ্ মাওলানা মোহাম্মদ ছোলায়মান ফুলওয়ারী, ও মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌ ছাহেব কলিকাতা, ঢাকা ও হুগলী চট্টোগ্রাম মাদ্রাছার মোদার্রেছগণ অধিকাংশ ফকিহগণের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত সমর্থন করিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন, এত অধিক সংখ্যক মুফতিগণের ফৎওয়ার বিপরীতে মাওলানা থানাবী ছাহেবের ফৎওয়া কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(৪) মাওলানা থানাবী থাহেব যে রদ্দোল মোহতার কেতাব হইতে কছবা ও বড় গ্রামে জুমা ফরজ হওয়ার হুকুম দিয়াছেন, উহার শেষ অংশ পড়িলে, তাঁহার ফৎওয়ার অসারতা প্রকাশিত হয়। উহা এই,

— শামী, ১।

و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز فى الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما فى المضمرت –(الى) و هذا اذا لم يتصل به حكم فان في فتاوى الديناري اذا بنى مسجد في الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعه اتفاقا على ما قال السرخسى اه فافهم و الرستاق القري ☆

আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, যে ক্ষুদ্র গ্রামে কাজী মিম্বর ও খতিব না থাকে, তথায় জুমা জায়েজ হইবে না, যেরূপ মোজমারাত কেতাবে আছে, ইহা ঐক্ষেত্রের ব্যবস্থা যে ক্ষেত্রে কোন হুকুম পাওয়া না যায়, কেননা ফাতাওয়ার দিনিয়াতে আছে, যদি এমামের হুকুমে গ্রামে মছজেদ প্রস্তুত করা হয় তবে তথায় থারাখছির মতানুযায়ী সর্ববাদী সম্মত মতে জুমার হুকুম হইবে। ইহা বুঝিয়া রাখ, কামুছে আছে, শব্দের অর্থ গ্রামে।

আরও তথায় আছে,—

و ظاهر بامر عن القهستاني ان مجود امر السلطان او القاضي ببيلاء المسجد و ادائها فيه حكمر افع للخلاف ☆

কাহাস্তানির উল্লিখিত মতের স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, নিশ্চয়ই বাদশাহ কিম্বা কাজী মছজেদ প্রস্তুত করার এবং উহাতে জুমা আদায় করার আদেশ দিলে জুমার হুকুম হইবে, ইহাতে কোন মতভে কি না।

মবছুত কেতাবে আছে,—

و ان لم يأ مر لهم السلطان فهذه الرؤ ساء و العلماء ايضا نلئبين في حق الشرع و الدين فعليهم ان يقيموا لا جمعة كا لقاضي

আর যদি বাদশাহ তাহাদিগকে আদেশ না দেন, তবে এই সমাজপতিগণ ও আলেমগণই শরিয়ত ও দীন কায়েম করিতে নায়েব হইবেন; কাজেই তাহাদের পক্ষে কাজীর ন্যায় জুমা কায়েম করা ওয়াজেব।

ইহাতে বুঝা যায় যে শরিয়তের আলেম ও খতিব কোন ক্ষুদ্র গ্রামে থাকিলে, তথায় জুমা ফরজ হইবে, কিম্বা কোন আলেম তথায়

মছজেদ প্রস্তুত করিতে ও জুমা পড়িতে হুকুম দিলে, তথায় জুমা ফরজ হইবে।

(৫) তৎপরে তিনি যে মতটি এমাম আবুহানিফা রহমাতুল্লাহে আলয়হের রেওয়াএত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তোহফা কেতাবে সমধিক ছহিহ বলিলেও উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত নহে।

আর অধিকাংশ ফকিহ্ যে রেওয়াএতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উহাতে এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলায়হের রেওয়াএত, মোখতাছার বেকায়ার টিকা শহরে ইলয়াছের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

وما لي كل موضع اهله كثير بحيث لو اجتمعوا لا يسع اكبر مساجده اهله ممن يجب عليه الجمعة روى عن ابى عن ابى حنيفة رح و ابى يوسف رح ☆

"যে স্থানটির অধিবাসী এত অধিক হয় যে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের উপর জুমা ওয়াজেব হয়, যদি তাহারা সমবেত হয়, তবে তথাকার বড় মছজেদের স্তান সঙ্কুলান না হয়, তবে উক্ত স্থানটি জমে শহর হইবে। ইহা এমাম আবু হানিফা (রঃ) ও এমাম আবু ইউছফ (রঃ) হইতে রেওয়এতে করা হইয়াছে।"

দোর্রোল মোখতাল, — শামি, ১।৫৩ পৃষ্ঠা।

بعض الا لفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح و الاصح و الاشبهه و غيره كا لا حوط ولا ظهر☆

هذا محمول علي ما اذا لم يكن لفظ التطحيح فى احد هما أكد من الاخر كما افاده ح لى فلا يتخير بل يتبع الا كد كما ياتى☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, মাওলানা থানাবীর মনোনীত মতটি গ্রহণীয় ও ফৎওয়া গ্রাহ্য নহে।

সর্প দংশনের তদবীর

নিম্নোক্ত চারিটি আয়ত কুড়িবার পানিতে পড়িয়া ফুক দিয়া ঐ পানি সর্পদ্রষ্ট ব্যক্তির জখমে কিছু দিবে ও কিছু পানি তাহাকে পান করাইবে, খোদাতায়ালার অনুগ্রহে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

قل القها يا موسىٰ فالقها فاذا هى حية تسعي ☆

"কালা আল্‌কেহা ইয়া মুছা ফা-আল্‌কাহা ফা-এজা হিয়াহাইয়া তোন তাছয়া।" (ছুরা তহা)

قال خذها ولا تخف سنعيد ها سيرتها الولىٰ ☆

"কালা খোজ্‌হা অলা তাখাফ, ছানো-দোহায়ি ছিরা-তাহাল উলা (ছুরা তহা)

افغير دين الله يبغون وله اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها و اليه يرجعون ☆

আফাগায়রা দিনিল্লাহে ইয়াবগুনা অলাহু আছলামা মান ফিছ্ ছামাওয়াতে অল্ আরদে তাওয়াঁও অকারহাঁ ও অএলায়হে ইয়োরজাউন। (ছুরা আল্ এমরান)

سلام على نوح فى العلمين ☆

"ছালামোন আলা নুহেন ফিল আলামিন"